বারুণী-বিলাস নাটক।

কলিকাতাস্থ সুরাপান-নিবারণী সভার
বিজ্ঞাপনানুসারে

পাটনা সুরাপান-নিবারণী সভার
সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
আদেশে

পাটনা কালেজের পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত

কলিকাতা।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৪।

নাটক সংসৃষ্ট পাত্রগণের নাম।

পুরুষ পাত্র।

অনঙ্গমোহন ঘোষ	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।
বিজয় মিত্র	অনঙ্গের বন্ধু,
মধুসূদন সিংহ	[illegible]
মন্মথ বসু	[illegible]
বিনয় বসু	বিজয়ের ভগিনীপতি।
নীরদকৃষ্ণ	সৌদামিনীর বর।
বিনোদবিহারী	নীরদের বাপ।
বসন্ত রায়	প্রধান [illegible]।
শিব	একজন সামান্য [illegible]।
কমলাকান্ত	এক জন ব্রাহ্মণ।
শরৎ মজুমদার	যকৃত রোগী।
বলরাম সিংহ	মধুসূদন সিংহের জ্যেষ্ঠ।
ললিত	অনঙ্গের ইয়ার।
মোহিত	ঐ ঐ
সুবোধ	ঐ ঐ
চন্দ্র	ঐ ঐ
[illegible]	বাবুর্চি।
[illegible]	বিজয়ের ভৃত্য।
দুই জন ইতর লোক।	

স্ত্রী পাত্র।

সৌদামিনী	বিজয় মিত্রের কন্যা [illegible]	
[illegible]	[illegible]	
	[illegible] সৌদামিনীর [illegible]	
কমলা	মধুসূদন সিংহের [illegible]	
	সৌদামিনীর [illegible]	
কাদম্বিনী	বিনয়বসুর স্ত্রী।	
[illegible]	বিজয় মিত্রের স্ত্রী	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	ঐ	[illegible]
[illegible]	ঐ	ঐ
[illegible]	ঐ	[illegible]
বিন্দু	ঐ	দাসী।
[illegible]	বলরাম সিংহের স্ত্রী।	
সারদা	একজন ব্রাহ্মণ [illegible] স্ত্রী	
দ্বিতীয় পক্ষ।	সারদার [illegible]।	
[illegible]	একজন বেশ্যা।	

বারুণী-বিলাস।

নান্দী।

যিনি জলে স্থলে আকাশ অনলে অবিরত বিরাজিত,
পুষ্প ও অণুরেণুতে, সিন্ধুতে বিন্দুতে, সমভাবে যিনি স্থিত।
সেই নিরঞ্জন, সত্য সনাতন, বিশ্বপতি স্বপ্রকাশ,
সভ্য অভিলাষ, বারুণী-বিলাস, করুন করুন নাশ।

সত্য ধর্ম্ম দিবা কর।
সত্য জ্ঞানালোকে আসি।
নিরুপম জ্ঞান বিকাশি,
অজ্ঞান তিমির নাশ কর।

(নান্দীর পর সূত্রধার।)

সূত্র।—অদ্য কলিকাতাস্থ বারুণী-বারণ-দীক্ষিত আমাদের আমোদানন্দ সভ্যগণ এই আদেশ করেছেন, সূত্রধার! বারুণী-বিলাস নামে এক অভিনব নাটক প্রস্তুত হয়েছে তোমাকে তাহার অভিনয় করতে হবে, এবং সেই অভিনয় দেখিবার জন্য এই সব মহোদয়গণ একত্রে সমবেত হয়েছেন। (সভায় দৃষ্টিপাত করিয়া) হাঁ, এই সভাতে সেই বারুণী-বিলাসই অভিনয়ের যোগ্য, এক্ষণে প্রিয়ারে আহ্বান করে সমীহিত সাধন করি (নেপথ্যাভিমুখে) প্রিয়ে! একবার এই দিকে এসো।

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। নাথ! এই আমি এসেছি কি আজ্ঞা হয়।

সূত্র। প্রিয়ে! অদ্য এই সভায় বারুণীবিলাস অভিনয় করতে হবে।

নটী। নাথ! আমি এই আদেশে প্রীত হলেম, যে নাটক এখন সেই অভিনয়ের যোগ্য, বারুণী-বিলাস অভিনয় করলে অনেক সংশোধন হতে পারে। এতদ্দেশে সুরাপান প্রবল

এখানে যে কিরূপ অমঙ্গল ঘট্‌ছে, তা বলা যায় না। বল্‌তে কি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। সচেতনের কথাই নাই, বোধ হয়, অচেতনেরও মনে দুঃখ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহই ইহা নিবারণ কর্‌তে চেষ্টা পান না!"

(বাষ্পমোচন।)

সূত্র। (স্বগত) আহা! স্বদেশানুরাগ এমনিই বটে! এই গুণ থাকাতেই লোক স্ব স্ব দেশের উন্নতি সাধনে প্রাণান্ত পণ করে। এই গুণ থাকাতেই এই সব সভ্যগণ সুরা নাশার্থ এতদূর যত্ন পাচ্চেন। ইহারও অন্তঃকরণে এ গুণের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব! ঐ দেখনা স্বদেশের দুরবস্থা দেখে ইঁহার হৃদয় করুণারসে অভিষিক্ত হচে, ও নেত্র হতে অবিরল জলধারা নির্গত হচে। (প্রকাশে) কেন প্রিয়ে! তুমি কি শোননি, এখন অনেকেই যে সুরা নিবারণে যত্নবান হয়েছেন, প্রায় প্রতি প্রদেশেই একটী একটী সভা সংস্থাপিত হয়েছে, সভাপতিদের যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই তবে কি না এ পর্য্যন্ত তাদৃশ ফল দর্শে নি। যাহা হউক, এরূপ যত্ন কখনই নিষ্ফল হইবার নয়, জগদীশ্বর অবশ্যই সফল কর্‌বেন।

নটী। আহা, জগদীশ্বর তাই করুন।

(অঞ্চলে নেত্র মুছিয়া ঊর্দ্ধমুখী। কৃতাঞ্জলি)

প্রসার করেছে মুখ সুরা বিষধরী,
যারে দংশে তারে ধ্বংসে আমরি আমরি!
ওহে নাথ! দয়াসিন্ধু দুর্ব্বলের বল,
এদের যতন ত্বরা করগো সফল।

সূত্র। বেশ্‌! এক্ষণে একটী গান কর দেখি, ঐ দেখ সভাগণ তোমার সংগীত শুনিতে সাতিশয় সমুৎসুক হয়েছেন।

[নটীর সংগীত.]

তাল ঠুংরি—রাগিণী বারোঁয়া।

অথবা তাল আড়া রাগ বিহাগ।

সুরায় ডুবিল ভুবন।
ইহার প্রবাহ রোধে করগো যতন।

এ জল বিষের প্রায়, জর জর করে কায়, উদর উদর করে,
সকল উপায়,

কার সুরা রোগ তাপ, করাইছে কত পাপ, আনিছে বাঁচায়ে
দেশ অকালে মলিন ।

(নেপথ্যে)

বিজ। সুরার এই গুণটী আছে, তাই নিস্তব্ধ, মহলে পদ্মাবতী এক দিনে মাকালে পরিপূর্ণ ভাবে একেবারে উৎপাটিত হয়ে পড়বেন।

সুরে। (শ্রবণ করিয়া) প্রিয়ে! বুঝি কে এই দিকে আসছে। চল আমরা এস্থান হতে প্রস্থান করি।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে) এ দিক, এইদিকে বিনয় বা, ... নাথ! চলুন চলুন।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ।)

(প্রস্তাবনা।)

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ।)

(বিনয় বাবুর প্রবেশ।)

বিন। আহা মরি! মদিরা প্রবেশি এই দেশে,
কি দুর্দ্দশা না করিছে; সুরেশ মহিষী
সৌদামিনী, যেন সৌদামিনী সম
রয়েছে ধরায় স্থিরা; এবে তাঁর ভাই
বিজয় পুরুষরত্ন, করিয়াছে পণ,
সমর্পিবে স্বসা তারে, রসনা যাহার
আস্বাদ করেনি কভু বারুণীর স্বাদ
সকল অনর্থ মূল, অথচ ভূষিত

বিবিধ উত্তম ভোগে। যেন পাত্রি আমি,
পাত্রীবারে দেশে দেশে কতই ভ্রমিণু,
কিন্তু সুলক্ষণী কন্যে, কোথাও না মিলে
মোদের কপালে এর লেখেনি কি বিধি ?

আমি বিজয়কে না হবে ত হাজার বার বলেছি, "বিজয়" এমন পণ করো না। দেশ কাল বুঝে কাজ করতে হয়। আজ কাল সুরাপান সভ্যতার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে। কি আশ্চর্য্য! "সুরায় বিদ্বেষ আছে কি না," একথা জিজ্ঞাসিলে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে সেটা কি অসভ্য। বিজয়ের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, এমন ত বোধ হয় না, সৌদামিনী ক্রমেই বয়স্থা হয়ে আসচে। অথচ বিশ্বারু রাখা আর ভাল দেখায় না, সহজে দুই একটী সুরাবিদ্বেষী দেখতে পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা কেহবা অন্য জাতীয়, কেহবা কৃতদার। ভাগ্যবানেরা অগ্রেই তাহাদিগকে অধিকার করেছেন, কেনইবা না করবেন।

পদ্মরাগ পেলে কেবা খুঁটি মণি লয়,
বিষ বৃক্ষে মালতীরে কে বল যোজয়।
করি দন্তে পদ্মিনীরে কে করে স্থাপন,
রাহু মুখে শশিকলা কে করে অর্পণ।

এই ত কুসুমপুর, গোকুল সিংহের বাড়ী কোন দিকে! কাকেও যে দেখতে পাইনে যে তারে জিজ্ঞাসা করি।

(দুই জন ইতর লোকের প্রবেশ।)

প্রথ উঃ! কি বলবোরে! দাদা ঠাউর এসে পড়লেন, নইলি মুখুন্দিরে এক বার দেখতুম, ওর মাতলামি বের করতুম।

দ্বিতী। তা মোরা কি পারিনে, ওনারাই যে খারাবি করে।

বিন। (নিকটে গিয়া)

অহে বাপু! তোমরা কি বলছো ?

প্রথ। মোশাই! তোমারি জন্যি মোদের ন্যাশ ছাড়তি হলো।

দ্বিতী। ও মামু ওকারে কি কস্ ?

প্রথ! ওনারেই কি বয় যে ওটা কথার উকথা।

বিন। অহে বাপু কি বল দেখি ?

পথ। মোশাই কতকগুলো মাতালের খার মোগার নাক ভিনে ... উঠেছে, সুন্দিগার খানি মোগার ... খানা ... নিয়ে ... ... র যো নি, বৌ ঝিরও ঘাটে মাঠে বেরোবার যো নি।

বিন। বটে! (স্বগত) তবেত উত্তম স্থানেই এসেছি, আহা! ... র অব্যাহত গতি!! (প্রকাশে) অহে বাপু এই গ্রামের গোকুল ... ক্ষের বাড়ী চেনো ?

পথ। সে বাড়ী আর চিনিনে, মাতালের বাড়ান, ঝ্যাত মাতাল ... বাড়ী তে নাড্ডি বসি গোট করে। কে কনে তাদের বদ নাম করেছে, কে কনে তাদের বদ কাম দেখে খিলি্য করেছে, কি সি তারের ... কাইবে, কিরুনি ছিট নিয়ে ঘোঁট করে। আপুনি তানার বাড়ী ... আপুনার নিবেশ কনে কল কেতায় বুঝি ?

বিন। নাহে বাপু কলিকাতার নিকটে।

উভয়ে। তা মোরা বুঝিছি (পরস্পর মুখাবলোকন)

বিন। অহে বাপু কি বুঝেছ বল দেখি ?

পথ। মোশাই তোমারে এক বাৎ কয়ে দেলাম, তুমিগে এখন ... মধ্যি বুঝে দেখ। ঝ্যাত ভদ্দর লোক কিরে করেছে, এরে কল কেতায় ছেলে পিলে পড়তে দেবে না।

বিন। (স্বগত) বড় মিথ্যা বলছে না (প্রকাশে) অহে বাপু ... নে দোকান টোকানে আছে।

উভয়ে। এখানে তার অভাব নি, ঝ্যাত চাও, কেম দোকানে ... কেন ? সিঙ্গী মোশায় বাড়ী যাও না, তানার ওতে বড্ডি আমোদ।

বিন। (স্বগত) বা! এরা ত বেস বুঝেছে!! (প্রকাশে) অহে বাপু আমি মদের দোকান খুজছি না, বলি এখানে মুদিখানার দোকান আছে ?

প্রথ। তা একখানা আছে, কেন ওখানে যাবা না,

তবে ওনার বাড়ী খুঁজিলে কেন ?

বিন। সিংহ মহাশয়ের মধ্যম পুত্রের সহিত আমার আলাপ

ছিল, তাই মনে করেছিলাম বেলাটা অধিক হয়েছে, এবেলা ওখানে থাক তেম, তা এক্ষণে যেরূপ শুনলেম, আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রমথ। মোশাই! তোমার মেয়েটা ত্যাওনটি বড্ডি ভাল, তিনি আসলে মদ খায় না, তবে কি না বাপ, বেটায় বড় নেশা লন্‌তি কি!

বিন। (স্বগত) সেটী যে মদ খায় না তা আমার বেস বিশ্বাস আছে, যেহেতু প্রমথকৃষ্ণ নিশ্চয় না জেনে আর আমায় বলে নি, কিন্তু ইহার পিতার দশা এই, ইঁহাকে কখনই সৌদামিনী প্রদান করা যেতে পারে না, (প্রকাশে) কহে বাপু যদি আমারে দোকানখানি দেখাইয়া দাও ?

উভয়ে। এই যে এসো (সকলের পরিক্রমণ)।

উভয়ে। মোশাই মোরা চিন্তি পারিনি, মোগার উপর খাপ্পা হবেন না, এট্টু চলি চল বড্ডি রোদ্দুর ফুটেছে।

বিন। তাইত রৌদ্রের কি তেজই হয়েছে। যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে পথে পাদক্ষেপ করা যায় না।

বিস্তারি রসনা দেখ ধুঁকিতে ধুঁকিতে,
ধাবিছে কুকুরগণ আতপতাপিত,
জলাশয় অভিমুখে। শূকর-নিকর
পল্বলে ঢালিয়া অঙ্গ লুঠিছে নিরত।
ঐ যে দেখ করীবর সরোবর জলে
নিমগ্ন করিছে দেহ। ওদিকে পথিক
উর্দ্ধশ্বাসে পান্থ গৃহে যাইছে ত্বরিত।
শরীরের ছায়া দেখ কমিছে ক্রমশঃ,
হেন বোধ হয়, যেন ছায়াও সহিতে
নারিয়া আতপ তাপ, করি সঙ্কুচিত
শরীর, হতেছে লীন পান্থ পদতলে।

[নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি ও সকলের কর্ণপাত]

প্রথ। ভাগ না ঐ হলো আজ্ঞা!!

বিন। আহা! এই দুই প্রহরে কার সর্ব্বনাশ হলো।

প্রথ। মোশাই। ও আর করবার কথা না।

বিন। কি বল দেখি, শুনতে পাই না?

প্রথ। তা আর বলতি কি, দেশে দেখে গেছে আর ছাপা দিয়ে,

বিন। কি বল দেখি বাপু শুনি?

প্রথ। মোশাই সুরেন ডাক্তার মদ খেয়ে বেঠিক হয়ে পদ্ম ম্যাং- রার ছাওলটিকে কি আরক খেবিয়েছে, তাই খেয়ে ঐ ছাওলাটির আজ দুদিন ধরে নাড়ী পচে পচে বেরুচ্যে, সেইটী ঐ মারা গেল। শুনছি যা গায় দিলি ফোস্কা হয়, তাই খেবিয়েছে, সিঙ্গী মশার মেজো দেওয়ান ডাক্তারের নামে নালিশ করবে বলেছে

বিন। আহা! মদ্যপায়ী ডাক্তারের এইরূপ অত্যাচারে এক্ষণে যে কত শত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্যে, তা বলা যায় না। এদের হস্তে আমরা দেহ প্রাণ সমর্পণ করি, এদের সর্ব্বতোভাবে সুরাপান পরিত্যাগ করা উচিত। বাপু চলে চল বেলা অধিক হয়েছে।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

বিজয়বিদ্যালয়

(চেয়ারে আসীন বিজয়মিত্রের প্রবেশ।

বিজ। সম্যক্ সুখময় সুখ না হয় বিদিত,
যদি না বিরহ হয় সময়ে সময়ে।
কভু কিবা ছায়াসুখ হয় অনুভব
চারুরূপে, যদি পান্থ না হয় তাপিত
প্রচণ্ড তপন তাপে। অথবা মানব,
পারে কি জানিতে কভু আলোর মহিমা
যদি না তিমিরে তার হয় দৃষ্টি রোধ।

সপ্তাহে এক দিন অনঙ্গ বাবুর সহবাসে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় অনুপম আনন্দ অনুভূত হয়, বোধ হয়, উঁহার চিরসহবাসে সেরূপ হইত না। উঁহার সহবাসে যে কিরূপ সুখভোগ হয়, তাহা উঁহার বিরহেই বিলক্ষণ জানা যায়। আজি এখনও আস চেন না কেন?

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ।)

অন। (স্বগত।)

বিজয়ের মুখচন্দ্র হেরিলে আমার,
সুখসিন্ধু উচ্ছলিত হয় অনিবার।
বিজয়ের সহবাসে বিপদে সম্পদ,
বিজয় বিরহে মম সম্পদে বিপদ।

(প্রকাশে)

বিজয়। গালে হাত দিয়ে কি ভাবচো? আজি সকালে এসোনি কেন? তুমিত জান যে, তোমার সহবাস লাভই আমার বাটী আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজ। (উঠিয়া) আজি সকালে কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম।

[উভয়ের পরস্পর হস্তধারণ ও চেয়ারে উপবেশন।]

অন। বিজয়! আজি সকালে কিসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে? বোস্জা মহাশয়ের কোন চিটি পেয়েছ।

বিজ। অদ্য তাঁহার একখানি পত্র পেয়েছি, সেই পত্রের উত্তর দিতেই বেলা হয়ে উঠলো, এজন্য আসিতে পারি নি।

অন। সমাচার কি?

বিজ। কুসুমপুরের সে পাত্রটী মনোনীত হয় নি লিখিয়াছেন, তার পিতা অতিশয় মাতাল ও সমুদায় বিষয় নষ্ট কচ্চে।

অন। পান দোষ জন্মিলে কি আর বিষয় সম্পত্তি থাকে, ক্রমে সমুদায় সুরামুখে আহুত হয়। এসো এই রমণীয় সময়ে একটু বেড়ান যাউক।

(উভয়ের নির্গম।)

অন। বিজয়! এক বার পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ, পানদোষ কি ভয়ঙ্কর! বিপুলবলশালী অতি তেজস্বী মহারাজারাও যদি পান

দোষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও ক্রমে বসুহীন ও পরিশেষে অধঃপতিত হইতে হয়, ঐ দেখ ভগবান্ ভাস্কর সমস্ত দিবস পদ্মজ মধুপান করেছেন, এক্ষণে একেবারে বসুবিহীন হয়ে অধঃপতিত হইলেন। আহা! ইহা লোক অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছে, তথাপি চৈতন্য হয় না!!

বিজ। তা হইলে কি আর একটী সৎপাত্রের জন্য এত লালায়িত হতে হতো?

অন। তাইত বিজয়! এ পাত্র কি মিলবে না? বড় বিপদেই ত পড়া গেল!

বিজ। সে কথায় কাজ কি, প্রতিজ্ঞা করে অতি গর্হিত কাজ করেছি। বোস জা মহাশয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে।

অন। তিনি এক্ষণে কোথায়?

বিজ। তিনি এক্ষণে বসন্ত পুরে গিয়াছেন।

অন। এক্ষণে একটী পাত্র পেলে বাঁচা যায়। বিজয়! কাল বালিকাদের পরীক্ষা নিয়ে ছিলে, তারা কেমন পরীক্ষা দিলে?

বিজ। সকলেই উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। তবে কি না এক্ষণে বালিকার সংখ্যা অতি অল্প।

অন। তাইত সৌদামিনী, করুণা, সুমতী, মালতী স্কুল ছেড়ে অবধি আর ইহার তাদৃশী উন্নতি হলো না।

বিজ। আপনার ত আর যত্নের ত্রুটি নাই, যা উপার্জ্জন করেন, প্রায় তৎসমুদায়ই ডিসপেনসরি ও বিদ্যালয়ে খরচ হচ্চে, যে বালিকা স্কুলে প্রবিষ্ট হচ্চে, তাকে মাসিক পাঁচ টাকা করে দিবেন, তার যখন যে পুস্তকের প্রয়োজন হচ্চে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হচ্চে, কাহারও কোন বিষয়ে অসঙ্গতি-নিবন্ধন কোন ক্লেশ দেখলেই, অমনি তাহা নিবারণ কচ্চেন, তথাপি লোক কন্যাদি স্কুলে দেবেনা, কি করা যায়! আহা! যদি আপনার মত আর দুই একটী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, না জানি, তাহা হইলে এদেশের কাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হয়!

অন। বিজয়! এই কি ভাই ভাদৃশ পরম বন্ধুর উপযুক্ত কাজ,

হচ্যে ? আমার যে যে দোষ আছে, তাহাই দর্শান তোমার উচিত।

সেই নর ভাগ্যধর যার দোষ চয়,
দর্শায় পরম বন্ধু সম্মুখে নিয়ত
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ; বন্ধুকৃত তিরস্কার,
চরিত্র-বিশদ করে ; যেমতি নির্ম্মলী
নির্ম্মল করয়ে জল অতি কলুষিত !

বিজ। কোন দোষ দেখ্‌তে না পেলে, কি করে দর্শাই।

অম। বিজয় ! মিত্ররূপী শত্রুরাই এইরূপ করিয়া থাকে. তোমার অদ্যাপি বুদ্ধির পরিপাক জন্মে নি, কি বল্যে, আমার দোষ দেখ্‌তে পাও না ? (হাস্য)

বিজ। (লজ্জিত ভাবে স্বগত) আহা বিদ্যার ক্রোড়ে বিনয় ও শ্রীর ক্রোড়ে দয়ার কি চমৎকার শোভা হয় !!

(প্রকাশে) শরৎ বাবুকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন ?

অম। এই ভাই আমিই তোমাকে হাতে হাতে আমার একটী দোষ দেখিয়ে দি। অদ্য তাদের বাড়ী গিয়ে ছিলেম, কিন্তু ভাই তারে দেখেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল. তাকে বরাবর বলে আস্‌চি, শরৎ ! তোমার এ নিভর পান-দোষ হতে উৎপন্ন হয়েছে. সুতরাং উহাতে ক্ষান্ত না হলে, তুমি হাজার ঔষধ-সেবন কর, কিছুতেই কিছু হবে না; দেখ সে দিন তোমার ভ্রাতা হেমন্ত এই রোগে মারা গিয়াছে. কিন্তু ভাই সে কিছুতেই শুন্‌বে না। আজ্‌ গিয়ে দেখি টং হয়ে বসে আছে, পান করেছ কেন. জিজ্ঞাসাতে উত্তর করিল “পান কর্‌লেই থাকি ভাল” একথা শুনে আমি আর কিছু ঔষধ দিলেম্‌ না, অমনি চলে এলেম্‌।

বিজ। এ আর দোষ কি, টাকার ঔষধ অনর্থক নষ্ট না কর্‌লেই কি দোষ হয় ?

অম। না হে উটী আমার দোষ হয়েছে. মনে কর, শরৎকে পান দোষে ক্ষান্ত ও রোগ হতে মুক্ত কর্‌তে পাল্যে. ওহতে দেশের কত উপকার হতে পারে, ওর চরিত্র সংশোধন করা আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়, যা হোক. শরৎ ও বলরাম জ্যেঠার জন্যে আমরা বিশেষ

মনস্তাপ পাচ্চি, এ দুজন হতে দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধির অনেক প্রত্যাশা ছিল।

বিজ। যা বল্যেন্ বলরাম জেঠার জন্য মধুসূদন খুড়া মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হয়ে পড়েছেন।

অন। বিজয়! বলি মন্মথ দাদা কি চরিত্রই সংশোধন করেছেন!!

বিজ। মিথ্যা নয়, এমন কেউ কখন্ পারে নি।

(নেপথ্যে)

এক পারাবত দেখ শ্যেন পক্ষী শত,
ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি ধাবিছে নিয়ত।
আকাশ আবৃত্তি শূন্য, কোথা পলাইবে,
হরি হরি বিধি বিনা কে তারে রক্ষিবে!!

অন। ও কে আক্ষেপ কর্ল্যে?

(নেপথ্যাভি মুখে)

বিজ। আপনি কে; ভিতরে আসুন্!

(কমলা কান্তের প্রবেশ)

কম। মাজেষ্টর মহাশয়! আপনি ধর্ম্ম অবতার, আমার রক্ষা করুন্!

রোগমুক্ত ক্ষীণবল, যেমতি সুপথ্য
আশ্রয় করয়ে নর; যেমতি সলিল
সুশীতল অন্বেষণ করে তৃষাতুর;
যেমতি খোঁজয়ে পান্থ ছায়া মহাতরু,
যবে সে তাপিত হয় প্রচণ্ড আতপে;
তেমতি মাতালবৃন্দে হয়ে উপদ্রুত,
তোমার শরণাগত হলো এই জন।
ইহারে রক্ষিতে নাথ! হইবে তোমারে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ করি আত্মঘাত।

(ক্রন্দন)

অন। উদ্বেগে মহাশয়! আসুন্ বসুন্ দে।

(সকলের বিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন)

অন। মহাশয়! কি হয়েছে বলুন দেখি?

কম। অগ্রে বলুন যে আমায় রক্ষা কর্‌বেন।

বিজ। মহাশয়! কাহাকেও কি প্রতিজ্ঞা করাতে আছে, ইনি ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, সুতরাং আপনকার উৎপীড়ন অবশ্যই নিবারণ কর্‌বেন।

কম। মহাশয়! শ্রবণ করুন, আমার একটী বালিকা বিধবা কন্যা আছে, সেটী পরম সুন্দরী, কয়েকটী দুর্ম্মদ মদ্যপায়ী তার প্রতি অত্যাচারের উপক্রম করাতে, আমার পুত্রে যৌবন সুলভ ক্রোধাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হয়ে, তাহাদিগকে কিছু কটু কাটব্য বলেছিলেন, তাহাতে তাহারা দ্বিগুণতর উৎপীড়ন আরম্ভ করেছে। আমার বাটীর সম্মুখে একটী বৈটকখানা প্রস্তুত করে, সুরাপানে মত্ত হয়ে অহোরাত্র তথায় অশ্লীল ব্যবহার করিতেছে, আমি আর কোন ক্রমেই সেখানে তিষ্ঠুতে পারি না।

অন। হাঁ হাঁ, এই বিষয়ে না আপনকার পুত্র অভিযোগ করেন?

কম। হাঁ মহাশয়?

অন। মহাশয়! জমাদার রিপোর্ট কর্‌চ্যে যে, আদৌ তথায় বৈটক খানা নাই।

কম। মহাশয়! জমাদার উৎকোচ গ্রহণ করে একেবারে পুকুর চুরি করে এসেছে!

বিজ। মহাশয়! পুকুর চুরি কেমন?

কম। যদি জমাদার এমন রিপোর্ট করে থাকে যে, আদে, তথায় বৈটকখানা নাই, তবে কি সে একটী পুকুর চুরি করে আন্‌তে পারে না!

বিজ। তাইত বটে (হাস্য)

অন। মহাশয়! আপনি বৈটকখানা দেখাতে পার্‌বেন?

কম। আজ্ঞে হাঁ।

অন। (সক্রোধে) এই সব কর্ম্মচারীর প্রতি বিশ্বাস করে আমাদিগকে বিচার কর্ত্তে হয়, না জানি আমাদের এই রূপ

বিচারে কত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্চে। আঃ পাপ! দুরাত্মন্ উৎকোচভুক! কাল এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি ভোগ কর্ বি। মহাশয়! চলুন আমি স্বয়ং তথায় যাইব।

কম। বাবা! চিরজীবি হও (স্বগত) আহা যেমন্ শুনে ছিলেম!

(নেপথ্যে কল কল ধ্বনি)

কম। মহাশয়! ও কি?

(অনঙ্গের অধোমুখে অবস্থান)

বিজ। মহাশয়! প্রতি রবিবারেই ইনি দীন, দরিদ্র, অনাথ-দিগকে কিছু কিছু দান করে থাকেন, তাই তারা দান লইয়া যাচ্চে।

কম। বটে, বড় ভাল! (স্বগত) আহা! বাবুজি যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বিনয়!

অন। মহাশয়! চলুন, বিজয়! তুমিও এসো; বড় অধিক দূর নয়।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

প্রথমাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুষ্পপুর)

(মধুসূদন সিংহের খিড়কির বাগান)

(সজলনয়নে করুণাময় প্রবেশ)

কর। হায়! আমি কোথায় যাবো, আর যে সয়না, সুরা সংসারে ঢুকে সব ছার খার কর্ লে। ভাল যখন সমুদ্র মথন হয়, তখন ত কেবল সুরা আর বিষ উঠেনি, সুধাও ত উঠেছিল, আচ্ছা! তার গুণ কি সুরায় কিছু বর্ত্তেনি গা, কেবল বিষের দোষ-গুলিই এতে সংক্রমিত হয়েছে!!

সুরাসুর মিলি সুধা-[illegible] মথিল,
সুধা, সুরা, কালকূট তা হতে উঠিল।
কিন্তু প্রথমের গুণ কিছু না বর্ত্তিল,
কেবল শেষের দোষ এতে সংক্রমিল।

না। দেবগণ কি স্বার্থপর ! যা সারের সার তা আপনারা নিলেন; হত ভাগ্য নরলোকের ভাগে পড়লো কি না কালকূট ভরা সুরা।

লইলেন কল্পতরু কমলা অবাধে,
লভেন অভীষ্ট ফল তাদের প্রসাদে।
হইলেন সুধাপানে অজর অমর,
কেবল পাইল সুরা হতভাগ্য নর।
অকালিক জরা মৃত্যু বিবিধ বিকার,
এঁর গুণে এরা আসি গ্রাসিল সংসার।

আহা ! বাবু ও বিজয় দাদা আজ সে জ্যেঠারে কত বল্লেন, তা শুনলে মরা মানুষেরও রাগ হয়, কিন্তু "কে কারে বলো কার ঘাড়ে কে বাঁশ কাটে" কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই, কেবল ঘাড় হেঁট করে বিজ বিজ করে কি বকতে লাগলেন। দেখে রাগও হয় দুঃখও ধরে, হে জগদীশ্বর ! জ্যেঠারে সুমতি দাও।

(সুমতীর প্রবেশ)

সুম। কি লো। মধুকরীর মত বাগানে কি গুণ্ গুণ কচ্ছিস ? ওকি। করুণা ! তুমি কাঁদছো না কি ? এই যে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়েছ, তোর ত বোন নিত্যিই ও পরব, তোর জ্বালায় ঘাড় জর জর হলো, কেন আজ আবার নতুন কি হলো ?

বল লো করুণা অতি শীঘ্র করে
কি হলো কি হলো বলরে বলরে।
নই আমি কি তোর দুঃখে দুখী,
বলনা খুলিয়ে অয়ি চন্দ্রমুখি !
সমদুঃখ সুখী সখি বন্ধু হতে,
বলনা বলনে ! প্রিয় কে জগতে।

দুঃখভার লবো সম অংশ করি,
কহনা করুণে! করুণা বিতরি।

করু। সখি! তোমায় আর কি বল্‌বো, এ পাপ সংসারে আর এক দণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছে নেই, মরণটা হলেই বাঁচি।

সুম। ও কিলা করুণা! অমন্‌ কথা বলিসনে, যদি সুরার উপদ্রবে মর্‌তে হয়, তবে আজ্‌ কাল ভাই অনেককেই মর্‌ত্তে হয়!

বারুণী করিণী প্রায় প্রবেশি ধরায়,
উপদ্রোহ করিতেছে পায় পায় পায়।
কেমন কুহক জানে পাপিনী ডাকিনী,
মোহিত করিছে বিশ্ব ভুলিয়া রাগিণী।
কুরূপী উহার মত কে আছে ধরায়,
তথাপি হতেছে লোক আসক্ত উহায়।
স্বর্ণ জিনি বর্ণ কালী উহার পরশে,
রক্ত রাজি হয় কাচ সিঁথিলে ওরসে।
চীবর পরায় তারে আনে যারে বশে,
অপদার্থ করে ফেলে দিবসে দিবসে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ঘূর্ণিত নয়ন,
খানায় ডোবায় সদা করায় শয়ন।
গদগদ স্বরে তারে বকায় প্রলাপ,
দেখিয়া দর্শকগণ করয়ে বিলাপ।

ভাই এই সব বারুণীর-বিলাস; এখন এসব প্রায় ঘরে ঘরেই হচ্ছে।

করু। তা সত্যি বটে, কিন্তু ভাই আমি যে সইতে পারিনে, আজ্‌কে জেঠার রকম সকম দেখে "হরিভক্তি উড়ে গিয়েছে" তাই আমরাই মরো, পরে সবে কেন?

সুম। তা সত্যিই ত; কেন তিনি পরের কি করেছেন?

করু। বোধ করি তুই তাকে দেখে থাকবি।

সুম। কাকে লো।

কৰু। ঐ সাকরাদের প্রসন্নটাকে

সুম। তাকে আর আমি দেখিনি, আহা! দিব্যি মেয়েটী. তার নীচ কুলে জন্ম বটে, কিন্তু ভাই তার বড় রূপ হয়েছে, সেটী যেন ভাই ছাই গাদায় পদ্ম ফুল! না জানি বড় হলে তার কি রূপ হবে, কেন তার কি হয়েছে?

করু। ভাই সেই মেয়েটী আজ গয়না পরে তাদের সুমুক দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, উনি করেছেন কি! তারে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ীর বাহির করেছেন।

সুম। সাইরি!

করু। শোন না, তার পর ভাই তারে একটা ঝোপের ভিতর নিয়ে গিয়েছেন. এখন ধর্ম্মের কল সেখানে বাতাসের হাক মাটে গিয়েছে, সে চেঁচা চেঁচি করাতে, উনি তাড়া তাড়ি তার এক গাছা বালা নিয়ে যেমন পালাবেন অম্নি চারিদিক থেকে লোক এসে ওঁয়ে ধরে ফেল্যে। ভাই মার টে যে মেরেছে, তা আর কি বল্বো, থানায় দিচ্ছিলো, বিজয় দাদা গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। (রোদন)

সুম। আবার কাঁদ্তে লাগ্লি (স্বগত) আহা! করুণার ও এক শ্রীই স্বতন্তর, যে অবস্থায় থাকুক্ ওরে কেমন এক রকম দেখায়, ঐ দেখ না কাঁদ্‌ছে, তবু কেমন একটী ওর শ্রী হয়েছে। যখন চক্ষু দুটী অশ্রুতে পূর্ণ হচ্চে, তখন বোধ হচ্চে যেন দুটী পদ্মের পাপ্‌ড়ি তুষার জলে পূরিত হয়ে রয়েছে। আবার যখন বাষ্প-বিন্দুগুলি ঝর্ ঝর্ করে নির্গত হচ্চে, তখন বোধ হচ্চে যেন শুক্তি-কোষ হতে মুক্তগুলি একে একে বহির্গত হচ্চে। করতলে মুখখানি রেখে ঘুন্ ঘুন্ করে কাঁদ্‌চে, বোধ হচ্চে যেন, কে পূর্ণ শশীরে কমলে বসিয়েছে ও মধুকরেরা গুণ্ গুণ্ স্বরে গান কর্‌চে (প্রকাশে) সখি! কেঁদোনা।

কেঁদোনা কেঁদোনা আর কেঁদোনা লো সই,
কেমনে তোমার দুঃখ বল আমি সই।

তেমতি তোমার দুঃখে মম দুখোদয়,
ক্ষান্ত হও অতঃপর হইয়ে সদয় ।

(নেপথ্যে) ঐ নিয়ে গেল ! অ ছোট বৌ ! অ করুণা ! আহা ! সে দিন গড়িয়ে দিয়েছে ! বাছা এখনও দুমাস গায় দেয়নি ! ওমা বাছার গাল দিয়ে যে রক্ত পড়্‌ছে, হাঁপাচ্চে, বুঝি গলে কাপড় পুরে দিয়ে ছিল ! আ মরে যাই এমন আদেষ্টও করে ছিলেম ।

করু । সখি ! ঐ শোন্‌ ! বলিস ভাই এ কি সামান্যি পোড়া কপালে ?

নিত্যি এই দায়, সহনে না যায়, কি করি বলনা সই,
না দেখি উপায়, মরি হায় হায়, মরমে মরিয়া রই,
তুমিত সুমতি, বলনা যুকতি, কেমনে পাই গো ত্রাণ,
দড়ি দিব গলে, অথবা অনলে, প্রবেশি ত্যজিব প্রাণ ।

সুম । তাইতে ভাই এত বড় জ্বালাই হয়েছে ।

করু । বল্‌ দেখি ভাই এতে কি আর প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছে করে ?

সুম । করেনাত আর কি হয় ? "ঘরে পরে চুরি তাই প্রাণ ধরি," একলা তোমার হতো ত বল্‌তে পার্‌তে । বল্‌তে কি ভাই, আর এ সব দেখে ততো দুঃখ হয় না, দেখে শুনে হদ্দ হয়েছি ।

(পুত্র ক্রোড়ে রোদন করিতে করিতে রেবতীর প্রবেশ)

রেব । (স্বগত)

ইহকাল গেছে, এবে পরকাল যায়,
স্বামীতে অভক্তি মোর ক্রমেই হতেছে,
স্বামীর সেবায় নারী পরিত্রাণ পায়,
যতেক পাতক হতে, যাহা সে করেছে ।
পতি হতে পায় ভার্য্যা আনন্দ অপার,
অভাগীর ভাগ্যদোষে সব বিপর্য্যয় ;
পতি হতে উথলিছে দুঃখ পারাবার,
অবলার প্রাণে আর বল কত সয় ।

আহা! আমার এই জন্যেই সব হলো. রাজরাণীও হলেম, আবার হাটের কুকুরীও হলেম। লোকে বলে "মেগে খায় হাটের কুকুর," হায়! আগে কোন মেয়ে নমস্কার কর্লে "রেবতীর মত কপাল হোক," বলে তারে আশীর্ব্বাদ কর্ত। এখন গালি দিবার সময় আমার নাম করে বলে "যেন রেবতীর মত তোর অমন অবস্থা হয়"। হায়! যে আমি লোকেরে অখিল পুরে দিয়েছি, যে আমি পরের ছেলে ঘরে রেখে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, সেই আমি এখন করুণার করুণা ভাজন হয়ে রয়েছি! মেয়েটি বড় ভাল. ঠাকুরপোর ঐ মেয়েটি শুভক্ষণে জন্মে ছিল; ও ছিল তাই লোকের ভাত খেয়ে রয়েছি, নইলে এতদিন কাঙ্গালীর অবস্থা হতো!

(পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া)

আহা! এই চাঁদ মুখে কেমন করে কাপড় পুরে দিলে গা? ওর সে সব অপত্য স্নেহ কোথায় গেল; সব কি মদে ধুয়ে গিয়েছে! এত যে দুঃখ তবুত মর্তে ইচ্ছে করে না, খোকার মুখ দেখ্লে সব দুঃখ ভুলে যাই। যেমন লোটা লোটা পা দুখানি, যেমন চ্যাটাল কোমর, করুণা তেমনি মোটা মল ও চ্যাটাল পাটা গড়িয়ে দিয়েছিল। তা থাক্বে কেন? (প্রকাশ্যে) করুণা! এখানে কি কচো? গড়িয়ে দিয়ে ছিলে আজ তা নিয়ে গেল, আমি তখনি বারণ করেছিলাম গড়িয়ে দিও না ও থাক্বে না।

করু। কোথায় গিয়েছিলে, তুমি কি ঘরে ছিলে না?

রেব। সংসারের কি আর কোন কর্ম্ম নেই, রাত্রি দিন কেমন করে চৌকি দি বল। এই একবার ঘাট থেকে এলো; এখন দুদণ্ড হয়নি এর মধ্যে এমন করবে তা কেমন করে জান্বো! সেইত ঠাকুরপো বিজয় বকে বকে চলে গেল, আর তুই কাঁদে কাঁদে এই দিকে এলি। মিন্সে করলো কি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠ্লো, খোকারে কোলে নিয়ে কাঁদে লাগ্লো; আমি বলি বুঝি এই বার ভাল হবে, অমা ওযে ডাইনের মায়া তা কেমন করে টের পাবো। আমি আবাগি খোকার জন্যে একটু দুধ আন্তে যে মাত্র রান্না

পরে গিয়েছি এই তর্কে রয়েছে কি না বাছাকে কেলে গালে কাপড় পুরে মলদুগাছা আর প্যাঁচা ছড়াটা নিয়েই দৌড়েছে, কি বলবো ধরতে পাল্লেম না।

সুম। অবাক্! কোথায় লোকে গয়না দিয়ে স্ত্রী পুত্রকে সাজায়!

কক। সে কথায় আর কাজ কি?

সুম। জ্যেঠাই মা! নথটি যে পরোনি? ওমা নাকটি যে কেটে গিয়েছে!

রেব। নথের এমনি ভার!

কক। ওকি আর বলবের কথা তুই যেন ভাই দেখ্‌ছিসনে, যার দুদের ছেলের গালে কাপড় পুরে দিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে গিয়েছে—

সুম। আহা; জ্যেঠাইমার সে শ্রীচাঁদ আর কিছুই নেই।

রেব। তোমার জ্যেঠাইমা পতিব্রতা, পতি যেমন বেশে যেমন অবস্থায় থাকেন পতিব্রতারাও সেই বেশে ও সেই অবস্থায় থাকে, তোমার জ্যেঠা যেমন এক খানি পোড়াকাট হয়েছে তোমার জ্যেঠাইমাও তেমনি এক খানি পোড়া—(হাস্য ও রোদন)

সুম। সত্যিই বটে সেই এক দিন আর এই এক দিন, সেই এক রূপ আর এই একরূপ।

ধন্য ধন্য সুরা তোরে বলিহারি যাই,
যার ঘরে যাও তুমি তার রক্ষা নাই,
যাহার শরীরে তুমি করহ প্রবেশ
কেবল তাহারি নয় কাঙ্গালির বেশ?
পুত্র দারা কন্যা আদি যেবা কেহ তার
সবার মলিন বেশ, দুঃখ হয় সার,
আহা মরি জ্যেঠাইয়ের কি বেশ হয়েছে,
সে অপরূপ রূপ তার সকলি গিয়েছে।
দিন দিন চন্দ্রানন মলিন হতেছে,
সোণার বরণে যেন কালী ঢেলে দেছে,

যে কেশ আছিল কাল মেঘের মতন
কটাবর্ণ জটা তাহা হয়েছে এমন,
যে অঙ্গ ভূষিত ছিল বিবিধ ভূষায়,
কিছু নাই এবে তায় হায় হায় হায়,
নাশিলি লতার শোভা করি পুষ্প চয়,
ওরে ওরে স্মর তুই নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ।
কেবল অনল জিনি বহিছে নিশ্বাস,
অন্তরের চিন্তানল করিছে প্রকাশ ।
যাহার অন্তর, সখি যাহার অন্তর
প্রজ্বলিত দুঃখানল দহে নিরন্তর,
বেঁচে থাকে সেই কৃশ হয়ে মৃতপ্রায় ।
শরীরের কান্তি তার কোথা চলে যায় ।

সুমতি তুই দেখিস্, জ্যেঠাই আর বিস্তর দিন বাঁচবে না, তুই এক মাসের মধ্যেই—(রোদন)

রেব । কেঁদোনা মা, ভয় কি ! তোমার জ্যেঠাই মরবে না, এ ননীর শরীর নয় যে গলে যাবে, এ পাষাণে গড়া, বড় শক্ত, বড় কঠিন !

(নেপথ্যে সংগীত, তাল আড় খেমটা)

"কালী চাও নয়নের কোণে ।
মদমাংস বিনা জিহ্বা ভিতর পানে টানে ।
মা যদি হও গুণনিধি, এনে দাও মা মদের নদী,
শুঁড়ী শালার সোণামুখী আর তো সয় না প্রাণে ।,,

বাবা ! সে দিন [illegible] মেয়ের নাকটা ছিড়ে নত্তা এনে দিয়েছি । আহা ! ভর্ ভর্ করে লো পড়ে বাছার মাটটা ভিজে গেল ! আজি বাবা তোমায় খোকার মল পাটা এনে দিলেম্, টবু বাবা তুমি পেট্ ভরে খেতে দেবেনা ! তুই বেটা বড় ভাল মানুষের ছেলে হদিস্ টবে আমায় হাঁস কানিকে চৌর মদের ভিতরে ছেড়ে দিচিস্ ।

(সকলের কর্ণপাত)

রেব। ঐ শোন্!

কক। আর শুন্‌তে পারি না?

কক। আহা! একি সামান্য দুঃখ! ইনি পূর্ব্বে কেমন সুমধুর স্বরে বক্তৃতা করতেন্, শুনে শ্রোতার মনমোহিত হতো: এখন কি না পথে ঘাটে যা মুখে আস্‌চে তাই বকচেন্!!

রেব। আমি আর বামন বৌ শারদা, যেমন জ্বলছি এমন আর কেউ জ্বল্‌বে না;

সুম। জ্যেঠাইমা আজ্ কাল্ অনেকেই জ্বল্‌ছে।

রেব। করুণা! খোকারে তোমাকে দিলেম, আজ্ যা হয় একটা কর্‌বো, আর আমি সইতে পারি না।

সুম। আহা!

পদ্মিনী ধরিতে পারে ভ্রমরের ভার,
হস্তিপদ ভার ধরে সাধ্য কিবা তার।

কক। (সাবেগে)

ওকথা বলনা মাগো ওকথা বলনা,
আত্মঘাতী সহ্য করে অনন্ত যাতনা। (রোদন)

রেব।

দুঃখ অন্তে সুখভোগ সুমধুর হয়,
যেমতি অমার পর শশীর উদয়,
সুখভোগী জন দুঃখভোগ যদি করে
স্বর্গ হারাইয়ে পশে নরক ভিতরে।

করুণা! কেঁদনা বাড়ী এসো, মরেইত আছি আবার নতুন মর্‌বো কি? বাড়ী এসো।

কক। সুমতি! আজি ভাই সৌদামিনীদের বাড়ী যাওয়া হবে না।

সুম। তা আর কেমন্ করে হবে থাক্ কা'ল্ যাওয়া যাবে।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(অনঙ্গ মোহনের পুস্তকালয় বিজয়মিত্রের প্রবেশ)

বিজ। আহা! কেবল সাধারণের উপকারার্থেই অনঙ্গ বাবু জন্ম পরিগ্রহ করেছেন্।

তোমার যে কত গুণ, ওহে সৎকায়,
তরুবর! কেবা তাহা বর্ণিবারে পারে?
বিতরিয়া অকাতরে ছায়া সুশীতল,
তোষ পরিশ্রান্ত পান্থে; তোমার আশ্রয়ে
বিহরে বিহঙ্গ চয়; কেবা তৃপ্ত পেয়ে,
সুধাময় ফল তব, নয়ন-রঞ্জন?

আহা! অনঙ্গ বাবু এই পুস্তকালয়টি স্থাপিত করে আমাদের কি সুবিধাই করেছেন্?

তোমারে ধরিয়া ক্রোড়ে মাতা বসুন্ধরা
হয়েছেন সুখী অতি। অতি নিরমল
তোমার চরিত্র সখে, এ ভব মণ্ডলে
উপমার স্থল সেই গুণের আকর
তোমার চরিত্র আমি কায়-বাক্য-মনে
অনুকার করিবো হে ধরণী-ভূষণ!

"সুরাপানের ফল" নামক পুস্তক খানি কোথায়! (অন্বেষণ) এই যে (গ্রহণ ও পাঠ) "সুরাপানের ফল,,

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ)

অন। বিজয়! ওকি বই পড়্‌ছো!

(সম্মুখে)

বিজ। অনঙ্গ বাবু, আসুন্ আসুন্, উঃ!!

আমি এমনি অন্যমনা হয়ে পড়ছিলেম যে আপনি কখন এসেছেন কিছুই জান্‌তে পারিনি!! আমি এই "সুরাপানের ফল" নামক পুস্তক পড়্‌ছি।

অন। সুরাপানের কি ফল?

বিজ। (পুস্তক রাখিয়া স্বগত) ইহার এপ্রশ্নের মর্ম্ম কি? আরো এক দিন এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন; আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

অন। বিজয়! কোন কথা বল্‌ছো না যে! বলি সুরাপানের কি ফল?

বিজ। আপনি কি না জানেন?

অন। তবু!

বিজ। সুরাপান অতি ভয়ঙ্কর। সুরা ধর্ম্ম রূপ পূর্ণ শশীর সর্ব্বগ্রাসে রাহুর জিহ্বা স্বরূপ, পাপরূপ বিষবৃক্ষের প্রতিপালনে জল ধারা স্বরূপ, মনোরূপ হরিণের প্রলোভনে ব্যাধের গীতি স্বরূপ, দুষ্কর্ম্ম রূপলৌহের আকর্ষণে চুম্বক শলাকা স্বরূপ, লজ্জারূপ শৃঙ্খলার ছেদনে অসিলতাস্বরূপ, ধৈর্য্যতরুর উৎপাদনে প্রচণ্ড বাত্যাস্বরূপ, জ্ঞান সূর্য্যের আবরণে মেঘমালাস্বরূপ।

সুরা বিবিধ রোগের প্রসূতি, অবিনয়ের বাসভূমি, দরিদ্রতার চির সহচরী, মানহানি গৌরবহানি ও অকাল মৃত্যুর আবাহনী, বিপৎ সাগরের উৎস, অর্থ সঞ্চয়ের সংঘাতিক প্রতিবন্ধক, ও স্বজনের সন্তাপনলের সমীরণ।

অন। বিজয়! এ সব ত অতিপানের ফল। আমি বোধ করি অল্পপানে সুখবৃদ্ধি ও অসুখের হ্রাস হয় বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অল্পপান না কর্‌লে শরীর সুস্থ থাকে না। তুমি কি বল!

বিজ। (স্বগত) আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (প্রকাশে) যে সুখ প্রত্যাশায় অল্প পরিমাণে সুরাপান করে, সে অমৃত ভ্রমে হলাহল পান করে; যে অসুখ নিবারণার্থে অল্প পরিমাণে সুরাপান করে সে জলভ্রমে অগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ করে; যে

শীতকালে শরীর উষ্ণ রাখিবার জন্য অল্প পরিমাণে সুরাপান করে সে উষ্ণজলভ্রমে তুষার রাশি গাত্রে নিক্ষেপ করে; যে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য অল্প পরিমাণে সুরাপান করে, সে শীতল সলিল পূর্ণ জলাশয়ভ্রমে উত্তপ্ত গন্ধক খনিতে আত্ম-সমর্পণ করে।

ধন। না কে অল্প পরিমাণে সুরাপান মানসিক যাতনা নিবারণের এক মাত্র উপায়। সুরায় অসন্তুষ্টের সন্তোষ, নিরুৎসাহের উৎসাহ, ও দুর্ব্বলের বলাধান করে!

নিজ। নিবারিতে মনোদুঃখ যেই নরাধম
অল্পমানে সুরাপান করে প্রতিদিন;
সেইরে স্ফুলিঙ্গ ভয়ে প্রচণ্ড দহনে
স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে; অথবা ভীষণ
কালসর্প মুখে ধায় বিছের ত্রাসে।

ধন। আচ্ছা এক্ষণে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে সুতরাং আমাকে এখন যেতে হলো পরে এ বিষয়ে বিচার হবে! (প্রস্থান)

বিজ। একি! যে ব্যক্তি সুরার নামে জ্বলে উঠ্‌ত সে কেন সুরার এত প্রশংসা করে। এই মদ্য পুস্তকে দেখ্‌লাম যে ব্যক্তি বলে সুরাপানে বলাধান হয় নিশ্চয় জেনিবে তার মন ও শরীর সুরাপানে দুর্ব্বল হয়েছে।

হা জগদীশ! এমন মহাত্মাও কি দাবানলে দগ্ধ হবে! আমারত বিশ্বাস হয় না। যা হউক বিশেষ অনুসন্ধান করতে হইল।

(চিন্তিত ভাবে নিষ্ক্রামণ।)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুষ্পপুর)

অনঙ্গ বাবুর উদ্যানের বৈটক খানা, পর্য্যঙ্কে শয়ান,
অনঙ্গ বাবুর ও জানলার অন্তরালে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (স্বগত) হায়। কুলংসর্গ কি ভয়ঙ্কর?

আমি অনঙ্গ বাবুকে না হবে ত একবার বলেছি যে ললিত [illegible] তকে বাড়ীতে রেখে কাজ নাই, যেহেতু ওরা সুরাপান করে [illegible] গুণের অপেক্ষা দোষের সংক্রামিকা শক্তি সমধিক বলবতী। [illegible] কিছুই শুনলেন না, বল্লেন "ওরা লেখাপড়া শিখেছে, যদি [illegible] দের চরিত্র সংশোধন করতে পারা যায়, তবে উঁহারা জগতে [illegible] কত উপকার করতে পারবে"। তাদের চরিত্রের ত বিলক্ষণ [illegible] শোধন হলো এক্ষণে কি না আপনিই তাদের কুহকে পড়ে গে লেন!

গোরস ধরণীতলে অমৃত স্বরূপ,
গোমূত্র সংযোগে হয় বিরস বিরূপ।

আহা! এমন সংসর্গ আমাকে পরিত্যাগ করতে হলো। [illegible] সঙ্গদোষে উহাঁতেই ব্যতিক্রম ঘটেছে, তখন আমি আর কোথায় আছি।

(জানালা দিয়া অবলোকন করিয়া সবিষাদে)

পদ্মরাগ! তব প্রভা, করে বিতরিত,
কত শত ঋটামণি করিত রঞ্জিত।
কেনহে সুরার যোগে করহ ধারণ,
তপ্ত-লৌহ-পিণ্ড-ভাব, একি বিড়ম্বন!

আহা! যিনি প্রভাত না হতে হতেই উঠতেন তিনি কিনা এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাচ্চেন" তবলতর নিশ্বাস সহকারে [illegible] দুর্গন্ধ, নির্গত হচ্চে!

[illegible] (কাপরিকে [illegible] যা মনুতাপে)

বোতলের আবরণ সহ উদঘাটিত
হয় রে নরক দ্বার, ঢালিলে পাত্রেতে
[illegible]বিনাশিনী সুরা, অমনি তরাসে
[illegible] গুণযত, যথা মৃগ দল,
[illegible] দাবানল, ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
হৃদয়ের [illegible] [illegible]

বিষমাখা শূল যেন প্রবেশে শ্রবণে,
যবে মন মত্ত হয় মদের প্রভাবে।

হায়! বিজয়কে কাল কিনা বলেছি, আমার বেশ স্মরণ হচ্চে বিজয় যতক্ষণ এখানে বসেছিল ততক্ষণ তার নয়নজলে বক্ষ ভেসে গেছে। সে যতই হিতবাক্য প্রয়োগ করেছে আমি ততই তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছি। যে বিজয় এক নিমেষ আমা বিনা থাকতে পারে না, সে মুক্তকণ্ঠে বলে গেল "আজি অবধি আমার এখানে আসা উঠ্‌লো।"

আহা! আমি কি বিমূঢ়! আমি অপাতমনোরম ও পরিণামবিরস ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত হয়ে চিরস্থায়ি অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মসুখে জলাঞ্জলি দিচি।

সপ্তাহে একদিন অনাথদিগকে কিছু কিছু দান করতেম, তাতেই বা কিরূপ পেতেম, আর এক্ষণে প্রায়ই প্রতি শনিবারে কিষ্ট দিচি, এতেই না কি সুখলাভ হচ্চে?

হায় কিনা সুখলাভ হয় সুরাপানে!
রাত্রে অনুভব কর, প্রভাতে উঠিয়া
শরিতে হইবে ইহা অনুতাপ সহ।
চিরস্থায়ী ধর্ম্ম সুখ, ভোগ কর তায়,
মনের আনন্দে সদা, নির্ভয় হৃদয়ে
আত্মপ্রসাদের সহ, কেন সুখ কতে
আত্মাকে বঞ্চিত করে সেই নরাধম,
ভুলিয়া ইন্দ্রিয় সুখে, সেই জ্ঞানহীন
মুক্তা বিনিময়ে লভে স্ফটিকের মালা।

দান কার্য্যটি রহিত করে অতি গর্হিত কার্য্য করেছি॥ না জানি সকলে কি মনে কর্‌চে!

বিজ। (স্বগত) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, যখন এত অনুতাপ কর্‌চেন তখন আর কোন চিন্তা নাই। পাপ বলে প্রতীত না হলে আর অনুতাপ জন্মে কি?

অন। প্রাণাধিক বিজয়! ভাই তুমি কি সত্য সত্যই

...রে এখানে আস্‌বে না, তোমার অনঙ্গবাবু যে অনুতাপানলে ...ক হলো।

নাথ হে!

হৃদি মোর দহিল পাপ দহনে
বরষি করুণা বারি, ওহে নাথ কৃপাধার,
ত্রাণ মোরে যাচি প্রভু কাতর মনে;
তুমি না রাখিলে নাথ কে রাখিবে এ জনে?

বিজ। নিকষা ভিতরে প্রবেশিয়া যদি অনুতাপ হয়ে থাকে তা হলেই বিজয় চরিতার্থ হলো। অদৃশ্য গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি ভদ্রলোক মহাত্মার উচিত? এখনও বল্‌ছি ললিত ও দুশ্চরিত্রের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। দেখুন দেখি আপনি চক্ষু থাক্‌তে সব থাকিতে হয় নি আপনার স্বভাবের কি রূপ পরিবর্তন হয়েছে।

ললিতের কটূক্তি শুনিনা তোমার,
অল্পমাত্র জন্মে নাই মনের বিকার
জানহ এ বক্ষ মম বিচিত্র বিষয়
নীচবাক্যে মহাত্মার ক্রোধ নাহি হয়।
মেঘের গর্জন শুনি বিবরে কেশর,
কেশরী ছাড়য়ে নাদ অতি ভয়ঙ্কর,
শৃগালের রব শুনি সেই মহাবীর
কভু নাহি যুদ্ধ আশে নড়ে তার শির!

(বিজয়ের হস্তধারণ করিয়া) বিজয়! বল যে তুমি আমার উপর রাগ করোনি!

বিজয়। যদি রাগই কর্‌বো তবে প্রাণান্ত হতে না হতেই এসেছি কেন? কিন্তু আপনাকে ইহা নিশ্চয় জান্‌তে হবে যে যেমন দর্পণে বামাঙ্গ দক্ষিণাঙ্গ বলে প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ মদের প্রভাবে অসুখে সুখ ভ্রম জন্মে!

অনঙ্গ। বিজয়! আর অধিক বল্‌তে হবে না, যোসেফ্‌ মহাশয়ের আর কোন চিঠি এসেছে?

(পত্র হস্তে রামার প্রবেশ)

বিজয়। রামা! ও কোথাকার চিঠি রে?

রমা। এই দেখুন এই মাত্র ডাক হরকরা দিয়ে গেল।

বিজয়। (গ্রহণ করিয়া) এই যে বোসজা মহাশয়ের পত্র।

(পত্রের বন্ধনমোচন ও পাঠ।)

[illegible] পত্র।

কল্যাণবরেষু

বহু অনুসন্ধানের পর আমি একটি পাত্র পেয়েছি। ছেলেটি পরম সুন্দর। এই বৎসর বি. এ. পাশ করেছে এবং [illegible] টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে। ইহার নাম নীরদনাথ এবং ইহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। নীরদনাথ সর্ব্বাংশে সৌদামিনীর যোগ্য। তবে কি না বরকর্ত্তার বড় লোভ অনুমান হাজার টাকার কমে সম্প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ হতে পারে না; তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যয় আছে। পত্র পাঠ মাত্র যদি অনঙ্গ বাবু সাহায্য করেন তবেই ভালই, নইলে তাঁহার কথা ভুলে যাবে ও তাঁহার পরামর্শে কি হয় তাহা আমাকে সংবাদ দিবে ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীবিনয়চন্দ্র বসু

রমা। (স্বগত) বাবা! বড় লোকের বড় কাণ্ড।

বিজয়। যদিও কয়েক বৎসর পরিশ্রম করে একটি পাত্র মিলো তাতে আবার বিপদ্ দেখ, একি আমার কর্ম্ম।

অনঙ্গ। ও কি! বিজয়! এমন পাত্রও কি হাত ছাড়া করতে আছে?

বিজয়। হাতে না রাখতে পারলে কি করি।

অনঙ্গ। না না তুমি বোসজা মহাশয়কে লেখ যেন তিনি ঐ পাত্র স্থির করে আসেন।

বিজয়। আপনি সব জানেন!

অনঙ্গ। যত ব্যয় হবে আমি তার অর্দ্ধেক সাহায্য করবো তাহলে পারবে না? সৌদামিনী যাতে সৎপাত্রস্থ হয় এরূপ যত্ন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনুরূপ বরে সমর্পিত না হলে বিধাতার তাদৃশ নির্ম্মাণ কৌশল বিফল হবে।

[illegible] । পোড়া কপালীর যেন এমন মহাপুরুষ আর [illegible]

[illegible]

[illegible] । চল বাড়ীতে যাই [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible] আর [illegible]

[illegible]

[illegible]

দ্বিতীয়াঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

[illegible]

([illegible] বলরাম [illegible])

[illegible] । [illegible] এরূপ কি [illegible] হয়েছে [illegible] আমি [illegible] না । [illegible] একি [illegible] এই ক্রমটা [illegible] । [illegible] কে জানে [illegible] কে জানে [illegible] নাকি একটা কুকুরে আমার উরুটা [illegible] । [illegible] পারিনি, [illegible] পায়ে দিয়ে কেন [illegible] যায় না ! কুকুরটা [illegible] ছিঁড়ে [illegible] আমার বোধ হচ্ছে [illegible] যেন [illegible] । হ্যাঁ ! তখন কি [illegible] কাটাচ্ছেন !!

কুসুম রচিত, শয়নে শায়িত, তখন আছিলো ঘুম,
শরীর মর্দ্দন, সতত [illegible], তথাপি হতো না ঘুম,
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible],
পিপাসার সহিত, যথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] আমি [illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

কাল রাত্রে ঘুম না হওয়াতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল হয়েছে, [illegible] [illegible] বো নেই যে কারো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাচ্ছিনে। বাবা! ইহাদের কাছে মান বজায় রাখা বড় শক্ত, কত [illegible] করতে হয়! কিছু জুটলো না বলে এক খানা দোকানে গেলেম, একটা বোতলে আঙ্গুলটা চুবুলেম ঠোঁটে মাখালেম, চল্লেম্।

আহা! কাল খুঁটিখানা আমার চারি পয়সার মদ খেতে দিলে না, আর তখন [illegible] আমার [illegible] মধ্যে [illegible] একটু করে কাগজ দিলে যেতো, অমনি আমরা [illegible] করে বোতল বোতল [illegible] [illegible] দিয়ে যেতো।

(ললিত ও মোহিতের প্রবেশ)

ললিত। মোহিত! নিশ্চয় আমাদের পাছু বড় লেগেছে।

[illegible]। অনঙ্গ বাবু আমাদিগকে একটু স্নেহ করেন বলে [illegible] বেটা একেবারে দম ফেটে মলো।

[illegible]। পাতুর মানস নলীন্দ্র প্রায়
পাতের জোয়ারেতে গলিয়া যায়,
পরের দুঃখেতে কখন তাঁর
না হয় হৃদেতে কোন বিকার।
[illegible] পরের দুঃখেতে দুখী,
পরের সুখেতে [illegible] সুখী।

[illegible] এমনি [illegible] প্রকৃতি [illegible] আমাদের সুখ নষ্ট হবে কেবল এই [illegible]।

[illegible]। যখন আমরা অনঙ্গ বাবুকে [illegible] এসেছি তখন [illegible] আমাদের [illegible] পারে. তিনি বলেছেন [illegible] ও [illegible] প্রতিজ্ঞা [illegible] করতে পারবো [illegible] সকল সময়ে [illegible] পারে না কেবল বুঝি [illegible] হয়ে ছিল তাই আমাদের প্রতি কিছু বিরাগ প্রকাশ করে [illegible]।

[illegible]। [illegible] বাবা অনঙ্গের যে [illegible] আমাদের [illegible]? আর মা কালী আছেন

([illegible])

ওমা [illegible] তোমায় [illegible] পাই,
এবার মরে [illegible] হয়ে [illegible] খাই।

[illegible]। [illegible], অনেক কষ্টে পাকড়েছি।

[illegible]। [illegible] বাবা! এখন দেশার মদ খাই আর তাড়াই মাছি। [illegible] শালার কথা কি বলছিলে?

[illegible]। সে শালা আমাদের পেছু বড় লেগেছে, আমাদের [illegible] চেষ্টা পাচ্চে।

[illegible]। ও শালা ত কমাস শালিক সুরেশ মিত্তের—তা হলে কি [illegible] পিতৃকীর্ত্তি লোপ করত? শালার কাছে মদের নামটি

ক[illegible]দের যো নেই শালা সিংজীর বেটা শৃগাল, হয়েছে [illegible] [illegible] করেছেন।

মোহিত। অ জ্যেঠা তোমার পায় ওকি হয়েছে?

বল। হঃ হঃ বাবা ওটা কাঁটি ঘা হয়েছে।

মোহিত। কাটি ঘা কি কথা?

বল। সে কি বাবা, এইটে বুঝ্‌তে পার না!

ললিত। [illegible] কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।

বল। [illegible] তোমার কিছু [illegible] কিছু দিতে পার [illegible]

ললিত। [illegible] এসো।

(বলরাম ও মোহিতের প্রস্থান)

ললিত। [illegible]

(মোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

মোহিত। [illegible] পার করে গেল।

ললিত। [illegible] দেখ মোহিত! আমরা যে [illegible] বাড়াবাড়ি করে না।

মোহিত। তুমি কি পাগল হয়েছ? [illegible] আমোদ করে?

ললিত। [illegible] দেখি, [illegible] নির্যাতন না করে [illegible] আমি কাপুরুষ।

মোহিত। তার সন্দেহ কি, কিন্তু জব্দ করবার ত কোন উপায় দেখি না।

ললিত। আমি এক উপায় স্থির করেছি এসো সৌদামিনীর প্রতি অনঙ্গ বাবুর অনুরাগ সঞ্চার করা যাউক।

মোহিত। ভাই, রজ্জুপাশে কে বায়ু বন্ধন কর্‌বে।

ললিত। ভাই যে সূক্ষ্ম বসনে জল বন্ধন করেছে।

মোহিত। সত্য, ভাই, তুমি যখন অনঙ্গ বাবুকে সুরাপানে প্রবৃত্ত করেছ, তখন তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ললিত। এখন অবধি যখন তখন অনঙ্গ বাবু সুরাপানে মত্ত হবেন, যখনি তখনি আমরা সৌদামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণন কর্‌বো তা হলেই আশা সিদ্ধ হবে।

মোহিত। কিন্তু সৌদামিনীর যে মা তাকেও হাতে হলে ভাল হয়, তা হলেই শালার জাতি যাবে, বড় জব্দ হবে।

ললিত। তা নইলে মজা কি? আছে, বিজয় কোন বাড়ী এসেছে?

মোহিত। হাঁ, বাড়ী এসেছে, ঘরের শিকচক এনেছে, কাল বিজয় অনঙ্গ বাবুর কাছে গিয়েছিল, তিনি বিজয়কে সাতশ টাকা দিয়েছেন।

ললিত। অনঙ্গ বাবুর এই সব অমিত ব্যয় নিবারণ করতে হবে, নতুবা আমাদিগের আমোদ প্রমোদে ব্যাঘাত জন্মিবে, এত টাকাই কম্ খরচ নয়!

মোহিত। চল ভাই স্নান করিগে, বেলা হয়েছে আমার শরীরটা আজি বড় অসুস্থ আছে।

ললিত। একটু খেলেই সেরে যাবে, চল স্নান করিগে।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ।)

(দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পলাপুর।

(সুমতির পিত্রালয়ের অন্দরমহল।)

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। কোথায়গো ও কাকীমা সব এখনো ঘুমুচো নাকি, আমরা এক দিনের জন্য এলেম কিনা তাদের দেখতে পেতে পারিনে।

(কঙ্কণার প্রবেশ।)

কঙ্কণা। সুমতি! এসেছিস্ বোন্, এস্চো, আমি তোদের ভাবছিলেম্।

সুমতি। ঐ ভাবনাতেই বুঝি তোমার এত ঘুম।

কঙ্কণা। তুইতো আমাকে ঘুমুতেই দেখ্লি, বলে

"যে নাচ্তে না দেখাতে পারে
সে কোরে চলাতে খোঁড়ে!"

আমার কি আর ঘুম আছে লো?

সুমতি। না নিদ্রে আছে; তবে যাবিনে?

কঙ্কণা। যাবো না কিলো? সেজে গুজে বসে রয়েছি।

সুমতি। কোথায় লো? নিয়ে কি গেলনা? বলে

"সেজে গুজে বসে রইলেম ডুলির পাশে,
নিয়ে গেলনা আমায় চোপার দোষে।"

কঙ্কণা। তোকে বুঝি শান্ত বলে এখানে রেখেছে, বলে

"যার হাতে খাইনি সেই বড় রাঁধুনী
যারে নিয়ে ঘর করিনি সেই বড় ঘরণী!"

সুমতি। সেই ভাল, এবার না হয় আমার বদলে তোকেই নিয়ে যেতে বল্‌বো। এখন চলো সৌদামিনীদের বাড়ী যাই

[illegible] দুদিন উঠো উঠি খবর দিচ্যে, কেবল তোমার জন্যে ভাই যাও- [illegible] না, সে কি মনে কচ্চে!

[illegible]। কি করি ভাই! বোস্জা মহাশয়ও ছবি নিয়ে এলেন, [illegible] নিক্কত দাদা এসে [illegible] নিয়ে অনঙ্গ দাদার কর্ম্ম স্থলে [illegible], তিনি বাড়ী না থাকলে আমার এক পা [illegible] যো থাকে [illegible] হয়েছে! [illegible] যে যাওয়া হয় এমন ত [illegible] না, [illegible] সেই যে কাল বাড়ী এসে [illegible] [illegible] গিয়েছেন এখন ও [illegible] না।

[illegible] বড় [illegible] হয়েছে, কৈসে খুড়ো মহাশয়, অনঙ্গ দাদা, [illegible] দাদা, [illegible] কেমন [illegible] সেখানে থাকতেন? [illegible] কি [illegible]!

[illegible] এদের [illegible] বাড় ছেড়ে গিয়েছে!! [illegible] অনেকেই [illegible]। যারা মদ খায় না [illegible] হয়েছে তারা মদ [illegible] করেছে।

[illegible] তুমিও [illegible] মদের যে কি এক [illegible] না, সেই শক্তি মদের সকল দোষ ঢেকে রাখে। [illegible] কেহ বুঝিয়ে দি[illegible] না, [illegible] সেই [illegible] [illegible]।

[illegible] অনেকেই নিষেধ-পত্রে সই করেছে [illegible] ভিতরে ভিতরে মদ খায়।"

[illegible] ঝিঁঝি, ভিতর বাহির যায় না জানা" [illegible] আমার দাদা [illegible] সামলেছেন এমন আর কেউ পার- [illegible] আজ গিয়ে অবধি আমাদের আর কোন অসুখ [illegible] গিয়েছে।

[illegible]। তাই এ দেখেও ত লোকে শিখবে না, তোমার [illegible] কি ছিলেন, এখন কি হয়েছেন।

[illegible]। আর ভাই, মন্দটিই লোকে আগে শেখে। দাদার

বাকে কত ফন্দ মদ খেতে শিখেছিলো, এখন কেউ ভাল কত্তে শিখতে আসে না।

করুণা। সত্যি ভাই, সে দিন এক খানি কেতাবে দেখিছি যে নব্য বাবুরা ইংরেজদের চাল চুল শিখতে গিয়ে আগেই তাদের মন্দ চাল গুলি শিখে বসেন, তার পর তাঁদের ভাল চাল গুলি শিখতে আর সময় হয় না, এ দিকে বয়েস যায়।

সুমতি। হাঁ ভাই "যত সব হিন্দুর ছেলে, ইঁহাদের দেশে ভাল চলেছ সাহেব জানা।"

করুণা। ভাই, আর পাপিষ্ঠদের কথায় কাজ নাই, ওদের নাম করলেই আমার গা শিউরে উঠে ও দুঃখ হয়।

সুমতি। এই জন্যেই তো তোমার নাম করুণা হয়েছে

করুণা। ভাই বোধ করি সৌদামিনীর থেকে বড় অধিক হলো না সময় সন্তোষ অনেক পরচ হবে।

সুমতি। ভাই! আর কি লোক আর নাই থাক, সৌদামিনীর বর মিলেছে এই ঢের।

নিশার স্বপন সম, নহে বোধ হতেছে
যবে শুনিলাম ভাই মিলেছে নীরদ,
ভাবিত বিবিধ গুণে রূপে নিরুপম,
তার কোলে সৌদামিনী অতি স্থির ভাবে
বিরাজিবে; কিম্বা মুক্তা মালা রত্ন যোগে
সুশোভিবে, যবে হবে দোঁহার মিলন।

তবে এ বেলা যাওয়া হবে না?

করুণা। না ভাই, বিকেলে যাওয়া যাবে, এ বেলা গেলে আবার এখনি তাড়াতাড়ি আসতে হবে।

সুমতি। তবে চল্লাম।

করুণা। হাঁ ভাই আমিও যাইগে।

সুমতি। করুণা তোর সেই শ্লোকটি মুখস্থ হয়েছে?

করুণা। যেটি সেদিন বিজয় দাদা ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করেছিলেন?

সুমতি। সেটি না ত আবার কোনটি?

করুণা। কেন তিনি হেমন্ত বাবু মলে যে বক্তৃতা করেন, তাতেও ত কয়েকটি শ্লোক করেছিলেন।

সুমতি। ভাল কথা মনে করেছ তাই আমার সেই কবিতা দুটির [illegible] পাপড়ি ভাঙা পড়েছে, একবার সেই কবিতা দুটি বলত [illegible]।

করুণা। তা শেষে বলবো, আগে এখন [illegible] সেই কবিতাটি বলি।

সুমতি। বল।

করুণা। [illegible]

[illegible] প্রাণসম জননী [illegible],
[illegible] পাহাড় কেন [illegible],
[illegible] আধারে [illegible],
[illegible], [illegible], কত [illegible]!
[illegible] অন্তরে [illegible],
[illegible] গেছে কে কবে?

সুমতি। এখন সেই দুটি বল দেখি।

করুণা। মোদের হেমন্ত জননীকে,
[illegible] রহিল আর,
[illegible],
আমি তাহাদের [illegible]।
[illegible],
[illegible],
[illegible] উদয় [illegible],
যখন সদাই সলিল চায়।

সুমতি। হাঁ হয়েছে। (উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(মজুমদার পাড়ার গলি।)

(শিশির ও বসন্তের প্রবেশ।)

শিশির। মহাশয়! রোগীটি কেমন?

বসন্ত। আশা নাই, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে, লিভারে পুঁজ হলে সে রোগী ফেরে না। আহা! দুটি ভাই এক রোগে গেল, এ সব দেখে শুনেও লোকের চেতন হয় না। এদেশে কি সুরা গত হয়? কি আশ্চর্য্য! একালে আর প্রায় অন্য রোগের চিকিৎসা করতে হয় না, অন্যকারণোৎপন্ন রোগের শান্তি করা যেতে পারে কিন্তু সুরা-সমুৎপন্ন পীড়ার আরোগ্য করা অতি দুরূহ, সে সব রোগের মৃত্যুই মহৌষধি, তবু লোক সুরাপানে ক্ষান্ত হয় না।

আপনি জানেন কিনা ইহার কনিষ্ঠটি এই রোগে মারা গেল তথাপি ইহার সুরাপানে বিরক্ত হলো না!!

শিশির। মহাশয় ভিজিট লয়েছেন?

বসন্ত। তুমিত বড় নিষ্ঠুর হে! এ অবস্থায় কি ভিজিট লওয়া যায়, যাও তোমার সহিত আলাপ করতে নাই। (প্রস্থান)

শিশির। উনি এ কথা বল্লেন না কেন? যেখানে যান মোটা ভিজিট পান। আমাদের না নিলে চলে কৈ? চিকিৎসাই উঁহার উপজীবিকা, অথচ, এদেশে যাতে সুরাপান রহিত হয় তার চেষ্টা পাচ্চেন!! আপনার পায়ে আপনি যে কুড়ুল মাচ্চেন তা বোঝেন না। সুরা পান রহিত হলে কি আর ব্যবসা চলবে একেবারে যে নিরন্ন হতে হবে।

ভট্টের সতত ইচ্ছা নিত্য শ্রাদ্ধ ঘটে,
যাদৃশ বৈদ্যের ইচ্ছা নিত্য রোগী ঘটে,

সুরা গেলে এঁদের সিকের উঠে হাঁড়ী,
তাই বলি সুরা! তুমি থাক বাড়ী বাড়ী।

[illegible] কয়েক জনকে ভজিয়ে ভজিয়ে সুরাপানে বিরত করেছেন। [illegible] এদের বাড়ী চতুষ্কুট করবের যো নেই; আচ্ছা! সে সব [illegible] পেয়েছি! অনেকেই কিছু ওঁকে [illegible] পারতো না [illegible] আমার [illegible] জানতেম। তিনি বল্লেন, যদি সুরাপান রহিত হয়, [illegible] তাদের [illegible] প্রয়োজন থাকে না। [illegible] তাহাদের [illegible] কাজে [illegible] সে [illegible] আর [illegible] [illegible]।

[illegible] অপরাধ [illegible]। এই যে মধুসূদন, [illegible] অনঙ্গ [illegible] দিকে [illegible] ক্যাম্বেল, ওদিকে [illegible] হয়ে এসেছে। [illegible] কথা বলছিলো। [illegible] কর্ত্তব্যেও [illegible], মধু মদ্য [illegible], [illegible] নিস্তার নাই, তাকে [illegible] এসে [illegible] করেছে। সর্ব্বনাশ করলে, "একে নামে রক্ষে নেই [illegible] তার হলো চাল!" বরং মধুসূদন বাবুকে পারা যাবে কিন্তু মন্মথ- [illegible] পোকাই, ওটা পেটফু খেয়ে উঠে এখন সিন্দুরে মেঘ [illegible] ডরায়। [illegible] আর এখন চিক্‌কনের [illegible] বারু [illegible] নাই।

[illegible] বাবু যদি এঁদের দলেতে তুলে যান তবেই সর্ব্বনাশ হলো, অনঙ্গ বাবু পান করতে আরম্ভ করাতে আমাদের আশালতার পুনর্জ্জীবনের উপক্রম হচ্ছিল, আজি বুঝি তার সমূলোচ্ছেদ কর্‌লে! [illegible] এই বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াই। (অবস্থান)

(মধুসূদন, মন্মথ, অনঙ্গ ও বিজয়ের প্রবেশ)

মধু। অহহ! এক বৎসরের মধ্যে বারুণী [illegible] আমাদের দেশের দুইটি অমৃত-ফল-প্রদ তরুবর দগ্ধ হয়ে ভস্মসাৎ [illegible]।

মন্মথ। মহাশয়! "গতস্য শোচনা নাস্তি" এক্ষণে বিজয় কি বলছে [illegible] শ্রবণ করুন।

শিশি। (স্বগত) এই মজালেরে!

মধু। হাঁ হাঁ বিজয়! তখন্ কি বল্ছিলে বাপু?

বিজয়। মহাশয়! অনঙ্গবাবু এক দিবস কথায় কথায় [illegible] কারেছিলেন্ পারিমিত পানের দোষ কি?

মধু। বাপু হে! "পরিমিত পান" এই কথাটি বড় দুর্ব্বোধ, ইহা[illegible] অর্থ সম্যক্ বুঝা যায় না!

অনঙ্গ। মহাশয়! যে পরিমাণে পান কর্লে মস্তিষ্ক বিকৃত হয় না অথচ শরীর সবল ও আমোদ হয় তাহাকেই পরিমিত পান বলা যেতে পারে।

মন্মথ। (স্বগত) আর কি কপালে আগুন লেগেছে! প্রথম [illegible] আমারও এই রূপ ভ্রম হয়ে ছিলো।

মধু। বাপু হে! ওতেও পারিমিত পানের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো না। কারণ কাহারও এক আউন্সে মস্তিষ্ক কলুষিত হয়, কাহারও আদ্‌গেলাসে মস্তিষ্ক কলুষিত হয় না, কাহারও এক গেলাসে বা ততোধিক পানে মস্তিষ্ক কলুষিত হয় না।

অনঙ্গ। মহাশয়! আমার মানে এই যদি আমি এক আউন্স অতিরিক্ত পান না করি তা হলে আমার পরিমিত পান করা হয় না এবং তাতে উপকার দর্শে কি না?

শিশি। (স্বগত) এই বাবা ছেড়ো না, তুমি এক গেলাস [illegible] পান কর্লেই আমাদের সুবিধা, নইলে কাচের মত [illegible] হয়ে যাবে।

বিজয়। (স্বগত) সে আর এক আউন্স নয়। যদি আমি [illegible] না দেখ্তেম তবে এ কথা বল্তে পার্তে।

মন্মথ। অনঙ্গ! ভাই যে কখন পান করেনি তাকেই [illegible] এ কথা বল, পান কি এক পরিমাণে থাক্বের যো আছে, [illegible] না সুরা অতি বিষাক্ত বস্তু, বিশেষতঃ অস্মদ্দেশীয়দের শরীরে প্রবেশ করবা মাত্র একেবারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে ফেলে, সুতরাং সেই স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত অসুখ নিবারণার্থ পরদিন কিঞ্চিৎ পরিমাণ বাড়াতে হয়। এইরূপে স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত অসুখ যত বাড়্ছে মাত্রা

[illegible] ততই সুরার পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এই রূপেই এই [illegible] বিরচিত করেছে।

"ঝাঁপা দিয়ে কন পাঠকের সুত,
যা গন্ধে সুরা হও কিনে খাব কত।"

[illegible]। (স্বগত) এই সব হরি-মন্ত্র ফুঁকতে বস্‌লেন্।

বিজয়। মহাশয়! "পাঠকের সুত" এর মানে কি?

[illegible]। শিশুশাস্ত্র পড়া নাই এ জন্যই এর মানে বুঝতে পার [illegible] পাঠক চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা অতি পানে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, [illegible] মধ্যে কোন মহাত্মা প্রথমে এক আউন্স পরিমাণে পান [illegible] এবং তাহাতেই স্ফূর্ত্তি হতে পেয়ে এই পদ্যটি [illegible] করেন।

[illegible] পান কখনই পরিমিত থাকে না। এক দিন শক করে [illegible] মাত্রা পান [illegible], শক্তি বৃদ্ধির জন্য এক দিন এক [illegible] খেলে, শরীর ঠিক রাখবার জন্য অল্প মাত্রায় [illegible] এই রূপেই ক্রমশঃ অপরিমিতাচার হয়ে উঠে। অল্প পরিমাণে পান করে যে সুখ পাওয়া যায়, কল্য আর সে পরি- [illegible] সে সুখ লাভ হয় না, সুতরাং একটু পরিমাণে [illegible] হয়, আবার অবশ্য ততোধিক পান করতে হয়, এই রূপে [illegible] যে কি পরিমাণে পান করলে সে সুখ লাভ হয় তা আমি [illegible] পারি না।

[illegible]। মহাশয়! সুরাপায়ীরা কি সুখ লাভ জন্য সুরাপান [illegible]?

[illegible]। সুরাপানে অণুমাত্র সুখ নাই। সুরাপায়ীদের শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকে, যতক্ষণ সুরার নেশা থাকে, ততক্ষণ সেই [illegible] গুলো অনুভূত হয় না এই মাত্র সুখ, এই সুখের জন্যেই [illegible] করতাম, অচেতন হতাম, দ্বিগুণতর ক্লেশ অনুভব করতাম, [illegible] অচেতন হবার জন্য পুনঃ পানে প্রবৃত্ত হতাম।

সুরাপায়ীদের সুরাই সর্ব্বনাশের মূল, আবার সুরাই তাদের [illegible] মাত্র সহায়। সুরায় ক্ষুধা মান্দ্য করে সুতরাং সুরাপায়ীরা [illegible] উত্তেজনার্থে সুরার আশ্রয় লয়, সুরাপানে মদের [illegible]

জন্মে, সুতরাং যে সব বিষয়ে প্রকৃতাবস্থ ব্যক্তিরা আমোদ প্রমোদ লাভ করে, সুরাপায়ীরা সে সব বিষয়ে সুরার আশ্রয় লয়. সুরাসেবনে শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়. সুতরাং সুরাপায়ীরা কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার পূর্ব্বে সুরার আশ্রয় লয়. সুরাসেবনে অর্শ রোগ হয়. সুতরাং সুরাপায়ীরা তজ্জনিত যন্ত্রণা নিবারণার্থ সুরার আশ্রয় লয়; সুরাসেবনে নানা উৎকট রোগ উৎপন্ন হয় সুতরাং সুরাপায়ীরা ঐ সব রোগ-যন্ত্রণা ভুলিতে কখন সুরার আশ্রয় লয় !

অনঙ্গ। মহাশয়! আপনাদের যে রূপ কথোপকথন হইতেছে, এই [illegible] হয়, যে আদৌ সুরার উপযোগিতা নাই.

নন্দু। কোন্ বিষয়ে বললে বলো? যদি সুরা ঔষধের পরিমাণে থাকবার হত তবে সুরার উপযোগিতা, [illegible] যেতে পারত. কেন না আমি যাহাকে সুরাপানে [illegible] দেখা গেল কাল তাহাকে অতি ম্লান ও দুর্বল দেখা যায়. সুতরাং অন্য চিকিৎসক [illegible] পান করলেন [illegible] তাঁহার [illegible] কেন সে কথাগুলো দিতে হল।

অনঙ্গ। এক্ষণে ভাবে সুরা ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হয়, কেন?

বিনোদ। [illegible] এ প্রশ্নের উত্তর করা বড় কঠিন. [illegible] বার সব কথা পাছে যাবে।

নন্দু। সুরাকে যদি ঔষধ মধ্যে পরিগণিত করতে হয় তবে হলে উহাকে বিষাক্ত দ্রব্যের মধ্যে গণ্য করতে হবে। ডাক্তারেরা রোগ বিশেষে সুরা প্রয়োগ করেন. অল্প মাত্রায় সুরাসেবা করিলে সে সব রোগ শরীরে প্রবেশ করতে পারবে না, এই বলে [illegible] সুরা সেবন করিতে পারি না, যদি কর তাহা হলে তুমি [illegible] নিবারণ করতে যাচ্ছিলে তাহাই ডেকে লওয়া হয়। মনে কর তোমার রাজযক্ষ্মা রোগ নাই তুমি কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঔষধ সেবন করতে পার? তোমার সান্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হয় নি, তুমি কি কালকূট, সূচিকাভরণ প্রভৃতি বিষাক্ত [illegible]

[illegible] করতে পার, তাহা হলে কি তোমার শরীর সুস্থ [illegible] থাকবে ?

বিজয়। মহাশয়! যদিও এ স্থলে আমার মুর্খতা প্রকাশ [illegible] উচিত হয় না তথাপি আমি একটী কথা না বলে থাকতে পারি না।

মধু। [illegible] কি বলবে বল ? "বালাদপি সুভাষিতং" বল ?

বিজয়। মহাশয়! যদি অনঙ্গবাবু কিম্বা তৎসদৃশ অন্য [illegible] সুরাপানে প্রবৃত্ত [illegible] হলে ইঁহাদের কত্তে দেশের মত [illegible] কে অন্য কত্তে হতে পারে ? আমরা ইঁহাতে [illegible] দেখছি, আমরা কায়মনো-[illegible] চরিত্র অনুকরণ করবার জন্য চেষ্টা পাচ্চি, যদি ইঁনি [illegible] তা হলে কি আমরা [illegible] বলে [illegible] আমরা কি [illegible] অনুকরণ করবো না ?

মধু। [illegible] অলঙ্কার মধ্যে একখানি ঝুটো অলঙ্কার [illegible] উত্তম, যেরূপ পদ্মরাগ, নীলকান্ত, মরকতমণি মধ্যে একটি [illegible] থাকলে হটাৎ তাহার পরিজ্ঞান হওয়া দুষ্কর [illegible] অনঙ্গবাবু সদৃশ ব্যক্তির পান-[illegible] দোষবৎ প্রতীয়মান হয় না বরং [illegible] আভাবিশিষ্ট হয় সুতরাং অনুকারীদের তাহা অনুকরণ করা অসম্ভব নয়।

বিজয়। আমি বোধ করি আমরা অগ্রেই [illegible] [illegible] বলি কেননা একে সুরার আকর্ষণী শক্তি [illegible] আবার [illegible] মহাত্মার সেব্য।

মধু। হাঁ আজ কাল যে রূপ হয়েছে ইহাতে তুমি যা বলচো [illegible] কোন ক্রমেই অসঙ্গত বোধ হয় না।

বিজয়। মহাশয়! এতাদৃশ ব্যক্তিকে পানাসক্ত দেখে ইঁহাদের পরিবারবর্গ বা অন্যান্য প্রতিবাসীদের [illegible] বিদ্বেষ রইল না, কেননা সুরা বিদ্বেষের বিষয় হলে ইঁহারা কখনই উহাতে আশক্ত হতেন না। কিন্তু ইহারা যেন স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা [illegible] পরিমিত পানই করলেন আমরা সকলে যে পরিমিত

পানেই ক্ষান্ত থাকবো তার প্রমাণ কি? তাহা হলেই দেখ ইহাদের দ্বারা আমাদের কি সর্ব্বনাশ না হল।

শিশি। (স্বগত) আঃ মলো! এ বেটা যে পুঁজির উপর গো এ যে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো।

মধু। দৃষ্টান্ত কার্য্য বিশেষে অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, এই দৃষ্টান্ত প্রভাবেই এক্ষণে মদ্য পায়ীর সংখ্যা এত অধিক হয়ে উঠেছে। যাঁহার দৃষ্টান্তে পরিবারবর্গের বা প্রতিবেশীদের অন্তঃকরণ হতে সুরাবিদ্বেষ অপনীত হয় তিনি তাহাদের মনে হতে বিষবৈদ্যকে নিৰ্ব্বাসিত করেন। যাঁহার দৃষ্টান্তে তাহাদের মনে পানাভিলাষ জন্মে তিনি তাহাদের হৃদয়ে কাল-ভুজঙ্গে প্রবেশ করান্।

মন্মথ। মহাশয়! দৃষ্টান্তের কথা কি বল্‌বো এক দিন দেখি সুমতি ক্রন্দন কচ্চে কারণ জিজ্ঞাসাতে বলে "দাদা সর্ব্বনাশ হলো, প্রিয়নাথ, আর যোগেশের ভাই মাধব, একত্র বসে আঙ্গুলে করে মদ গালে দিয়েছে এই সবে এগার বছরে পা দিয়েছে ইহার মধ্যেই এরূপ হলো না জানি এর পর কি হবে!" আমি আর এ কথার কোন উত্তর কর্‌তে পার্‌লাম্ না।

মধু। এ কথার ত উত্তর নাই, শৈশবের সংস্কার দূরপনেয় যেখানে ভূত আছে বলে শৈশবে সংস্কার হয়েছে অদ্যাপি সে খানে গেলে মনটা চমকে উঠে। যার শৈশবে সুরায় বিদ্বেষ থাকে তাহাকে যৌবনে পান করবার সময় অনেক বিবেচনা কর্‌তে হয়। তোমার পুত্রের ত আর তা হয় নি সে এ পর্য্যন্ত দেখেছে যে তার পিতা এই দ্রব্য পান করেন সুতরাং সে উহা খাবার দ্রব্যই মনে করত।

(অনঙ্গের প্রতি) অনঙ্গ বাবু! তুমি যে বল্যে সুরা ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ঐ ত বসন্ত রায় তোমার সম্মুখেই বল্যেন্ "সুরাপান রহিত না হলে এ দেশ সুরায় উৎসন্ন যাবে" আমি বোধ করি উহাঁর মত ডাক্তর এ দেশে কম দৃষ্ট হয়।

অনঙ্গ। সুরা ঔষধ তার আর সন্দেহ কি তবে কি না অনেক

পরিমাণে পান কল্লেই বিপরীত ফল দর্শে, যে ঔষধের পরিমাণ এক রত্তি তাহা ছয় রত্তি খেলে কি রোগী সহ্য করতে পারে? অন্নাদি ভোজনে শরীর পুষ্ট হয় কিন্তু উহা অতিরিক্ত ভোজন করলে কি শরীর অসুস্থ হবে না?

মন্মথ। অনেক পরিমাণে খেলেই বিপরীত ফল দর্শে এবং আমি প্রত্যক্ষ করেছি সুরা অল্প পরিমাণে থাকে না ইহাতেই সুরার অল্পে থাকা সুদূরপরাহত হচ্চে।

অনঙ্গ। যদি উপযোগিতাই নাই তবে বৈদ্যেরা কেন ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার করেন?

মধু। বৈদ্যেরা রোগ বিশেষে বিষ প্রয়োগ করেন বলে প্রত্যহ কি এক বিন্দু পরিমাণে বিষপান করা যাবে? বৈদ্যেরা রোগ বিশেষে অঙ্গ বিশেষের তৈল ব্যবস্থা করেন বলে প্রত্যহ সেই তৈল একটী একটু গায়ে মর্দ্দন করা যাবে?

নলিনী। (স্বগত) এঁরা যেন কেঁকুলের কাঁটা কিছুতেই ছাড়ে না।

অনঙ্গ। মহাশয়! অল্প মাত্রায় সুরাপান করে তার মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হয়, এবং তার চমৎকার রচনা-শক্তি হয়।

মধু। কৈ? এমন কত লোক চমৎকার লিখেছে সুচারুরূপে বক্তৃতা করেছে অথচ তাহারা মদের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। এই দেশে কত শত কবি, কত শত পদার্থবেত্তা স্ব স্ব লোকোত্তর শক্তি প্রভাবে চিরস্মরণীয় হয়েছেন অথচ তাঁরা কেহই সুরা-পান করতেন না। যদি সুরাপানেই লেখার চমৎকারিত্ব জন্মিত তাহা হলে আর তাদের তাদৃশী রচনাশক্তি হত না। হিন্দুশাস্ত্রে সুরাপানের কিরূপ উৎকট দণ্ড বিহিত আছে তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। তাঁহারা যে সুরাপান করে লিখতেন ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস হতে পারে না।

মন্মথ। মহাশয়! অল্পপানে রচনাশক্তি হয় হোক, কিন্তু অল্প-পানে কাম-প্রবৃত্তি সমধিক বলবতী ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, ইহা আমার প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ।

অন্ন। (স্বগত) ইটি আর আমি কোন ক্রমেই অস্বীকার কর্‌তে পারি না।

মধু। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কিরূপ?

মন্মথ। মহাশয়! যৎকালে সুরাপানে আসক্ত ছিলেম তৎকালে এমন দুষ্কর্ম্ম ছিল না যাহা আমি কর্‌তে ভীত বা শঙ্কিত হতেম, এমন কি এক দিবস আপন স্ত্রীকে কাট্‌তে উদ্যত হয়েছিলেম!

মধু। সে কেমন?

মন্মথ। প্রথম প্রথম আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম এ রূপ প্রবল হয়েছিল যে কোন স্ত্রী হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়লে, একেবারে লজ্জায় হত জ্ঞান হয়ে পড়ত।

বিজ্ঞ। তা কি আমাদের মনে নেই।

মধু। তার পর?

মন্মথ। পরে সুরার পরিমাণ যতই বাড়তে লাগল, ততই ঐ সকল খেয়াল শিথিল হতে লাগল, পরিশেষে এ রূপ হয়ে পড়লেম যে অহোরাত্রের মধ্যে প্রায়ই চৈতন্য থাকত না, যখন উহার মধ্যে একটু চৈতন্য হত সেই সময়ে আমার স্ত্রী এসে গঞ্জনা করত।

মধু। কেনই বা না কর্‌বে, তার পর?

মন্মথ। তারপর স্থির কর্‌লেম উহাকে কেটে না ফেল্লে আর নিস্তার নাই।

মধু। তা বটেই ত! তার পর?

মন্মথ। কাটবার মানসে অস্ত্র লয়ে শুয়ে থাকি, কিন্তু নেশায় এ রূপ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে উঠে কাটবার শক্তি থাকে না।

মধু। এ যে দেখি নেশায় আচ্ছন্নতাও তৎকালে উপকারিণী হয়েছিল। তার পর?

মন্মথ। তার পর এক দিবস পান রহিত কর্‌লেম।

মধু। হাঁ যে রূপে হোক কাটতেই হবে মাতালেরা ওসব বিষয়ে ঐ রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞই হয় বটে!! তার পর?

মন্মথ। তার পর কাটতে গিয়ে ফিরে এলেম, অস্ত্র নিক্ষেপ কর্‌তে পার্‌লেম না, সহসা অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হলো।

মধু। দেখ দেখি প্রকৃত অবস্থায় থাকার কত গুণ! আমি বোধ করি তুমি তদবধিই সুরা পরিত্যাগ কর্ত্তে সংকল্প করেছিলে, না?

মধুপ। না মহাশয়! তখন মনে করলেম কেবল অল্প পরিমাণে পান করব তাহা হলে মনে দয়াও হবে না অথচ কাটিবার সামর্থ্য থাকবে।

মধু। বটেই তার পর?

মধুপ। তার পর যেমন নিদ্রাবেশে কাটিতেছি, প্রেয়সীর কণ্ঠনা-লের অস্ত্র নিক্ষেপ করবো অমনি সহসা দুর্মতি এসে আমার হস্ত ধারণ করলে ও প্রেয়সীকে জাগরিত করে দুজনে ধরাধরি করে আমাকে শুইয়ে রাখলে কোন মতে কাটতে দিলে না।

মধু। তার পর?

মধুপ। তার পর সকল আমার দুর্মতির পরামর্শ বল আর অল্প পান কি করব! অল্প পানে প্রাণের সমস্ত শক্তি কার্য্যে সমাহিত হয়, তত আর কিছুতেই হয় না। যে দিবস অধিক পান করলাম সে দিবস কাটিবার সামর্থ্য ছিল না, যে দিবস আদৌ পান করলাম না, সে দিবস অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হল, কিন্তু যে দিবস অল্প পান করলাম সে দিবস যদি দুর্মতি সহসা না আসত তাহা হলে অনায়াসে প্রিয়ারে সংহার করতাম!!

মধু। এখন কি জান না ডাকাতেরা পান করে, কেননা পান না করলে তাদের মনে দয়া হয় সুতরাং হত্যা করতে পারে না। তাহারা অল্প পান করে কেননা অধিক পান করলে তাদের অস্ত্র ধরবার শক্তি থাকে না। তার পর?

মধুপ। সেই দিন একেবারে প্রতিজ্ঞা করে সুরা পান পরিত্যাগ করলাম!

শিশি। (স্বগত) আমাদের অভাগা!

মধুপ। মহাশয়! তখন বৈদ্যেতে যে টাকা খেত এক্ষণে দেখছি তাহাতেই আমার সংসার চলচে।

(নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি)

(সকলের শ্রবণ)

মধু। অনঙ্গমোহন ঐ বুঝি হলো, অহহ!

বিজয়। মহাশয়! একটু চলে আসুন আর উহা শুনা যায় না এ সব দেখেও যদি এখনও লোকে ক্ষান্ত হয় তবে বাঁচা যায়!

অনঙ্গ। মহাশয়! কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণে শরীর বড় অবসন্ন হয়েছে একটু নিদ্রা গেলে ভাল হয়।

(এক দিক দিয়া মধুসূদন ও মন্মথ বাবুর ও অপর দিক দিয়া অনঙ্গ ও বিজয়ের প্রস্থান)

শিশি। আমি আর এখানে থেকে কি করি যাই স্নান করিগে।

(নিষ্ক্রমণ)

তৃতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোপপুর।

শরৎ মজুমদারের শয়ন গৃহ।

(শয্যায় শয়ান শরৎবাবুর, ও তৎপার্শ্বে আসীন শরতের মাতা, হেমলতা, হেমাঙ্গী, রুক্মিণী এবং বিজয়ের প্রবেশ।)

মাতা। শরৎ, বাবা আমার অমন্ কর কেন? একবার "মা" বলে ডাক। আহা বাবা কি বিষ খেতে শিখেছিলে, কি কাল রোগ পেটে ঢুকেছে, আমার সোণার পুতুল হলদে পোকা হয়ে গিয়েছে। (ক্রন্দন)

রুক্মিণী। মেজো বৌ! কেঁদোনা এখনও জ্ঞান আছে কোন পারে, যেন কথাই কইতে পাচ্চো না, ঐ দেখ চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আমরি বাছারে!

হেমলতা। নাথ আমায় কি অপরাধে ছেড়ে যাও ? আমি তোমায় কখন কিছু বলিনি, আমার শাশুড়ী যে কচি ছেলে, তারে পথে বসিয়ে কোথায় যাও ? আর যে কিছু নেই, ধনে প্রাণে হয়ে গেলে ? মুখের দিকে চায় এমন যে আর কেউ নেই, ঠাকুর গিয়েছে, তাদিগ চলো ?

শান্তা। বাবা ! একবার নাবার সময় "মা" বলে ডাকলে না, ও মধুর কথা শোনা আমার যে ফুরিয়ে গেল !

আহা। দুটি ভাই একত্রেতে যাইতে ইস্কুলে,
দেখে বুক পাঁচ হাত হতো মোর স্থলে,
প্রভাতে একত্রে বসি পড়িতে যখন,
সুমধুর স্বর শুনে জুড়াত শ্রবণ,
দুই ভাই একত্রেতে ধন উপার্জ্জিলে,
সুত দারা জনে বাঞ্ছা কিছু না রাখিলে,
দুই ভাই একত্রেতে কি বিষ খাইলে,
দুই ভাই এক রোগে প্রাণ হারাইলে।

(হেমাঙ্গীর প্রতি) ছোট বৌ ! বলি সেই বোতল টোতল গুলোর কি কিছু নেই গা ; একটু এনে দাও না বাছা। আহা ! ও যে বিষ তা জানলো কি তোর সদু হাত দেখতেম, কবে যে খেয়ে ওদের আগে যেতেম। বাবা হেমন্ত ! বাবা শরৎ ! বড় অবিচার, কোথায় আমি আগে যাবো, তা না হয়ে তোরা একে আমায় ফেলে গেলি, ও বাবা সেখানে তোদের মুখের কে চাবে, আমায় ডেকে ন্যাও। আহা ! কাল আমার চন্দ্র গিয়েছে, আজ আবার আমার সূর্য্যি অস্তে যাবে, ও মা আঁধার জগতে কেমন করে থাকবো, ওগো তোমাদের পায়ে আমায় একটা ঐ বিষের বোতল এনে দাও ; তবু এখনও কে আমারে ভাগ্যবতী বলবে ?

ছোট বধূ স্বর্ণলতা একাদশী করে,
তাহা দেখি নিরন্তর কাঁদি গো অন্তরে,

হাতে মালা দিল, পথে বসাইল, সুরা মোর
কি না করিল,

যেই মোর সুখশশী ষোড়শ কলায়,
পূর্ণ হলো, এবে দেখ, মেলিয়া বদন
গ্রাসিত করিল আসি তায় সুরারাহু
নিদারুণ, কলামাত্র না রাখিল শেষ।

মাগো লোকে যা যা প্রার্থনা করে, তা আমার সব হয়েছিল আবার এক কালে সব গেল।

কমি। বালাই অমন কথা বলোনা, তোমার শশী বেঁচে থাক

হেমল! আহা! মা ওকি বাঁচবে! এক দিন দেখি শশী আড় লে করে মদ গালে দিচে; ঐ বিষতে মা ওবে পেটে গিয়েছে।

কমি: বাপ খুড়ো সকলকেই খেতে দেখেছে কিনা, তাই মনে করচে, এই বুঝি কি! এই জন্যেই কর্ত্তা বলেন গো বাটীর কর্ত্তা মদ খেলে, ছেলে পিলে সব মদ খেতে শেখে।

বিজ। পোড়া কপাল! দেখেছি বড় ভেয়ের সুমুখে লোক [illegible] মাক ছিলিমটি খায় না, এঁরা ভাই ভায় এক মজলিসে বসে [illegible] খেতেন।

(নেপথ্যে সংগীত, তাল আড়াঠেকা রাগিণী বিহাগ)

তোরা আয় গো কোথায়!
ধরিয়ে রাখিতে নারি, সুরা পিতে যায়।
আহা মরি একি দায়, সুতশোকে ক্ষিপ্ত প্রায়,
তাই আমি পুত্র বধু, ধরে আমার পায়।
দ্বিগুণ হয়েছে বল, কেমনে ধরিবো বল,
জ্বালার উপর জ্বালা হলোরে আমায়।

কমি। মা উঠো, ঐ দেখ, একবার পথে ছুটে ছুটে যাচ্যে, একবার [illegible]খানায় ছুটে ছুটে মদ খেতে যাচ্যে, ছোট বৌ ছেলেমানুষ, ধরে রাখতে পাচ্চো না।

হেমল। মেজো ঠাকুরুন! সর্ব্বনাশ হলো, ঠাকুরুন আবার [illegible]

বন্ধুর পাগল হলেন। কি হবে, এমন কিছু নেই, যে খরচ করে। ওঁর শুশ্রূষা করি।

(নেপথ্যে অট্টহাস)

কেমল। আহা! উন্মত্তাও এ সময় উপকার করে, তা না হলে, কি ঠাকুরুন্ আমার এতক্ষণ জীবিত থাক্‌তেন্। আহা শীঘ্রির ...।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

(তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।)

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(পর্য্যঙ্কে শয়না পুস্তক হস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!! (পুস্তকের পাত উলটাইয়া) ...হ, ক্ষয়, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগোৎপত্তি করে, এবং সে সকল রোগ আরোগ্য হওয়া প্রায় অসাধ্য, আরও ইহাতে বাত, ...থরি ও ক্ষতরোগ জন্মায়। আহা! অনঙ্গ দাদা, কত বারণ করেছিলেন্ কিন্তু শরত বাবু কিছুতেই বুঝ্‌লেন্ না। আসন্ন কালে যে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয় এ কথাটি যথার্থ! জগদীশ' লোককে কে এমনি করেই বিপদে ফেল্‌তে হয়!! আহা! ওদিন রাজাভাই গিয়েছে, কাল লক্ষ্মণ দেবর গিয়েছে, আজি স্বামী গেল, কাল হবিষ্যি করে এমন্ কিছু নেই, এর উপর আবার বড়ো শাশুড়ী পাগল হলো!!

(বিধুর প্রবেশ।)

বিধু। ছোট ঠাকুর ঝি! এদের আক্কেল দেখ্‌লি ভাই, এখনও এলো না! আমি এতক্ষণ ধরে পথ চেয়ে ছিলেম্।

সৌদা। আসে কেমন করে? আহা! এই যেক ঘর লোক একে

বারে বয়ে গেল! এতে কি আর লোকের হাত পা সরে, না আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে।

বিধু। (লজ্জিত ভাবে) ভাই! একটু বৈ পড়ো না!

সৌদা। এই পড়ি, হ্যা বৌ! বলি অনঙ্গ দাদা আমাদের ... সব টাকা পারিতোষিক দিয়েছিলেন, তা থেকে মজুন্দারেরদের বড় বৌকে দশটি টাকা দিলে হয় না। এ সময়ে দিলে তাদের ... উপকার হয়, আহা! কাল হবিষ্য করে এমন কিছু নেই।

বিধু। তার আটক কি এক্ষুনি, আমারও দুটি টাকা আছে বেশ, এই বার টাকা হলো, এসো বৈয়ের মারে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

সৌদা। হ্যা ভাই, এসো তাই করি।

বিধু। (নেপথ্যাভিমুখে) বৈয়ের মা ওঘরে আছিস, একবার এই দিকে আয় ত?

(নেপথ্যে) তারে কেন! সে যে মজুন্দারেরদের বাড়ী গিয়েছে।

বিধু। না এমন কিছু নয়, ছোট ঠাকুরঝি থাক, সন্ধ্যেকালে পাঠান যাবে, এখন একটু বৈ পড়ো?

সৌদা। (পাত উলটাইয়া) ধনারে 'সুরাদেবী! তোমার অতি অদ্ভুত মহিমা, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি নির্ম্মল জ্ঞান জ্যোতিকে আচ্ছন্ন কর, মেধাশক্তিকে লোপ কর, শরীরকে অচিকিৎসনীয় রোগের আধার কর, বুদ্ধি-স্থান মস্তিষ্ককে গুরুতর উত্তেজনা করিয়া বিনষ্ট কর, মার্জ্জিত বুদ্ধিকে কুপথ-গামিনী কর, আত্মাকে প্রতারণা কর, ও অর্থকে নাশ কর। ধনীকে নিধন, জ্ঞানীকে অজ্ঞান ও মানীকে হতমান কর। তুমি স্ত্রীগণের বিলাপের হেতু, সন্তানগণের দুঃখের মূল, ও পিতা মাতার শোকের কারণ তোমার মহিমায় মনুষ্য, পশু তুল্য ও আত্মহত্যাকারী হয়েন।

করুণা। (নেপথ্যে) এই যে ভাই এক ঘর লোক একবারে বয়ে গেল, এতেও কি ভাই বারুণীবিলাসের পর্য্যবসান হবে না এর চেয়েও আরও কি দুর্ঘটনা হবে?

(নেপথ্যে) তা কি জানি, আমিত ভাই কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

বিধু। এই যে এরা আসচে। আমি এই বেলা ছবি খানি আনি।

(প্রস্থান)

(সুমতি ও করুণার প্রবেশ।)

সুম। অলো রাঙা বৌ! তুই কোথায় লো?

(নেপথ্যে) ভাই আজ ডুমুরের ফুল দেখ্‌লেম, লোকে ডুমুরের ফুল দেখ্‌লে রাজা হয়, আমি আর রাঙা বৌ হতে পার্‌বো না, তাই কেন?

(অকস্মাৎ আচ্ছাদিত চিত্র পাণি করে বিধুর প্রবেশ।)

করু। সৌদামিনী কোথায়?

বিধু। রাঙা বৌ ভাই বড় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ঘর চিনেছে?

বিধু। আহা! তোমরা ভাই আজ ভাঙ্গা মাচ টি উল্‌টে খেতে জানোনি!!

করু। আমি ভাই একটি কথা বলি রাগ করো না, তোমরা দুটি, ভাই, লেকাজের সন্ধার।

সুম। এই এক পাগল, এখানে কে আছে, কারে লজ্জা কর্‌বোরে, এ লোকের লজ্জা ভূষণ বটে, কিন্তু সকল সময়ে নয়, সময়ে বেহায়া-পনাও শোভা পায়।

বিধু। হু এখন চলো, উঁহাকে দাঁড়িয়ে ঝকড়া কর্‌লেই হবে।

সুম। ও রাঙা বৌ! তোর হাতে ও কিলো! দেখি দেখি।

বিধু। অ ভাই এ বড় মজার জিনিস, কি দেবে তা আগে বল, তবে দেখাবো।

করু। তুই যে এক কথার পাত খুলেই দক্ষিণে ফকন্‌লো।

সুম। না হয় তোরে ঐ মজার জিনিস্‌ই দেওয়া যাবেলো, তা হলে হবে না?

বিধু। মলোরে! তোরা বোনবুনি আবার এই জিনিস, লোকেরে দেব!! সে বরং আমি এক দিন আমার তা তোদিগকে দিতে দিতে পারি।

সুম। অ করুণা! রাঙা বৌ এ বার ভ্যাক্সের কাছে গিয়া বিদ্যে শিখে এসেছে, বলি অ রাঙ্গা বৌ! দাদা তোরে এই বিদ্যে শিখতে সেখানে পাঠিয়ে ছিলো। বোয়ের মারে দিয়ে এ কথা দাদাকে বলাতে হবে।

বিধু। উঃ! তোমার দাদা তোমার হাতে ধরা আর কি!

সুম। এ কথা তুমি দশবার বল, আমার দাদার ঐ গুণটি ভাই, আর তোমার দাদার আছে বলে যে আমরা হিংসে করবো তা করবো না। ও গুণ তোমার দাদাতেই থাক।

বিধু। সেই ভাল, এখন এসো

সুম। কাজেই, এখন ও কথা বললেই তো কি না।

বিধু। অ মরণ আর কি!

(সকলের গৃহে প্রবেশাভিনয় ও সৌদামিনীর [illegible]।)

সুম। ভাই! উঠিস নে, তুই ঐ সাদা বিছানাটিতে ছিলি বোধ হচ্চিলো যেন শরন্মেঘে সৌদামিনী স্থির হয়ে রয়েছে।

(সকলের পর্য্যাঙ্কে উপবেশন।)

বিধু। ভাই ছোট ঠাকুর ঝি কি সাধে উঠছে, পাছে দেখে ওর বিছেনা বিছের জ্বালা হয়েছে।

সৌদা। তুমি যদি ভাই এমন করো, তা হলে আমি এখান হতে উঠে যাবো।

বিধু। ভাই "বাপের বেটা হবো হক কথা কবো" তুমি আর এখন এক দণ্ড এক স্থানে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারো না এখন তুমি নামেও সৌদামিনী কাজেও সৌদামিনী হয়েছ।

সৌদা। সুমতি! করুণা চল ভাই! আমরা দিদির ঘরে যাই।

বিধু। (হাস্য করিয়া) কেন দাদার ঘর ভাল লাগ্লো না।

সুম। তোর দাদার ঘর তোর ভাল লাগে বলে কি সকলেরই ভাল লাগবে না?

বিধু। এই ন্যাও ভাই আর তোমাকে দিদির ঘরে যেতে হবে।

(চিত্রপট প্রদান. সুমতি ও করুণার সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন)।

সুম। ভাই সুরা প্লাবিত বাঙ্গালাদেশের সেই চূড়াটির নাম কি ?

বিধু। কোন চূড়াটি লো ?

সুম। মর্ হাবা হস্ কেন ? যে চূড়ায় এই বর মিশেছেলো ?

বিধু। তাই বল, তার নাম বসন্তপুর লো।

সুম। নামটিও দিব্বি।

(সৌদামিনীর তির্য্যগ ভাবে অবলোকন)

সুম। (বিধু ও করুণার প্রতি) ভাই দেখ্ দেখ্ সৌদামিনী ঘাড়টি ফিরিয়ে দেখ্‌চে বোধ হচ্চে যেন কে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মৃণালটি বেঁকিয়ে ধরেছে। সৌদামিনীর পূর্ব্বরাগের সকল লক্ষণগুলি হয়েছে।

বিধু। ওমা পূর্ব্বরাগ আবার কি গো ! এত কখন শুনিনি।

করু। কেন তুই শকুন্তলা পড়িস্ নি ?

বিধু। পোড়া কপাল ! মনে আমার এই সেদিন সুশীলার উপাখ্যান সাঙ্গ হয়েছে।

সুম। কেন এইও তুই পূর্ব্বরাগের সব লক্ষণ বলিস্ নে ?

বিধু। এ কি কথা ভাই, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

সুম। অলো ! এই যে তুই বল্লিলো, " ছোট ঠাকুরঝির এখন বয়েস বিয়ের জ্বালা হয়েছে, এক দণ্ড এক স্থানে স্থির হয়ে বস্‌তে পারে না " আবার ঐ দেখ ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবি দেখ্‌ছে, এই সব পূর্ব্বরাগের লক্ষণ লো।

বিধু। বটে, এখন বুঝ্‌লেম (সৌদামিনীর প্রতি) অ ছোট ঠাকুরঝি ; তোর যে চখের পলক পড়ে না লো ?

সুম। সত্যি সৌদামিনী ! চখের পলক ফেল ভাই, বিধাতা ঐ পলক পড়াটিই তোমার মুখের বিশেষ চিহ্ন করে দিয়েছেন।

করু। সে কি লো ?

সুম। ভাই আমার বোধ হয়, যখন বিধাতা সৌদামিনীর সৃষ্টি করেন তখন উর্ব্বশী এসে বলেছিল " ও নরলোক, আমি সুরাঙ্গনা

ওর সঙ্গে আমার বিশেষ কি করলো? তাই বিধাতা উর্ব্বশীর সঙ্গে বিশেষ করবের জন্যে সৌদামিনীর চখে পলক দিয়েছেন

বিধু। তাই এতে উর্ব্বশীর হার হবে ত জিত হলো না।

সুখ। ভাই এ আর জাননা "পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ করয়ো এসে" (সৌদামিনীর প্রতি) কেমন সখি! মনে পড়েছে ত?

বিধু। মনে পড়েছে কি? এখন ছোট ঠাকুরঝির হয়েছে "সেতো ভাতারি, না ভাতরে দেবো কোথায়?"

সৌদা। তোরা সব পাগলছুঁড়ি নাকি, আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

নেপথ্যে সংগীত. তাল আড়াঠেকা—রাগিণী বেহাগ।

হুরা মজালে আমায়'

আমায় আমি কোথা যাবো একি হলো দায়।
পিতৃদত্ত যাহা ছিলো, হাঁড়ে কাড়ে সব চালিলো
শেষে যে জীবন ছিলো নিলো সমুদায়।
আমারে বসালে পথে, জ্বালালে না বিধিমতে,
বুড়ো মাকে ধাক্কা মারে পড়ে মারা যায়।

(সকলের কর্ণপাত)

বিধু। ঐ বামন দিদি আসচে।

সৌদা। ভাই বৌটোর কি যন্ত্রণা হয়েছে।

(ক্রন্দন করিতে করিতে শারদার প্রবেশ)

শার। সৌদামিনী! ভাই তোর দাদা পণ করেয়ো বেস করেছে না হয় চিরকাল আইবড়ো হয়ে থাকবি সেও ভাল তবু মাতালকে বে করিসনে। বলিস কি ভাই চিরদিনটে জ্বলে মলেম, একদণ্ড সুখী হলেম না।

সকলে। কেন কি হয়েছে?

শার। ভাই! এমন বস্ত্রটুক ছিল না যে, পরে লোকালয়ে বেরুই, তাই দাদারে বলে পাঠিয়ে ছিলেম, তিনি আমারে দুখানা সাড়ী আর ঠাকুরুণকে একখানা ঠেঁগী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি

সে শাড়ী, দুখানা নিয়ে রাঁড়কে পরান হলো। যখন নিয়ে যায় ঠাকুরুন ধর্‌তে গিয়েছিলেন, তাই বুড়ো মাগিরে গলাধাক্কাটা যে দিয়েছে, তা আর কি বল্‌বো। মাগী উপুড় হোয়ে পড়ে গেল, দুটি দাঁত ভেঙে গিয়েছে, রক্তের নদী বচে। দেখ দেখি ভাই মাগীর তিনকাল গিয়েছে, এক কালে ঠেকেছে এর উপর এই প্রহার।

বিধু। আহা! শুভক্ষণে আমান পোয়েছিলেন!!

শার। সে কথায় কাজ কি, ছি, ছি, সাত জন্মের অধর্ম্ম, ঐ মাগীই এই কাল হয়েছে। নইলে কবে চলে যেতেম, বলি পোড়ার বাঁদি-গের ত ঐ দশা, যদি আমিও চলে যাবো, তবে মাগীর উপায় কি হবে এই জন্যে ভাই কি না কচি।

বিধু। তা কি আর আমরা দেখ্‌তে পাচিনে? বলে "অতিবড় ঘরণী না পান ঘর, অতি বড় রূপসী না পান বর" এই দুটি আমরা এক স্থানে দেখলেম, তুই ঘর পেলিনে আর আমার ছোট বোন বর পাচ্যে না, মদের এমনিই প্রভাব!

শার। যাই ভাই, আবার হয়তো ঠাকুরুন এসে পড়্‌বেন (দেখিয়া) ঐ যে বল্‌তে না বল্‌তে, দেখ দেখি ভাই এ আবার জ্বালার উপর জ্বালা।

(যষ্টিহস্তে গুঁড়ি গুঁড়ি শারদার শাশুড়ীর প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। (স্বগত)

চখে না দেখিতে পাই অস্থি চর্ম্ম শেষ।
একে জরা জীর্ণ তনু তাতে এই ক্লেশ॥
জননীর দুখ বাছা কিছু না স্মরিলে।
মড়ার উপরে খাঁড়া কেমনে ফেলিলে॥
কেমনে গলায় ধাক্কা দিলি তুই যোর।
কিছু কি হলো না দয়া হৃদয়েতে তোর॥
চরম দশায় তুই সেবিবি আমারে।
এই আশে কত দুঃখ সহেছি বাছারে॥

পুত্র রচে হয় বাপ পরকাল তরে ।
এই জন্য কত যত্ন করে তার তরে ।।
কপাল পুড়েছে মোর জেনেছি নিশ্চয় ।
ক্রিয়াস্তু দিলে না তাপ করিবে কি শেষ ।।
সুধায় মজিলে বাঁচা সুরায় মজিলে ।
মরমে মরম দুখ পদে পদে দিলে ।।

বাবা, এই জন্যেই কি তোর মুখ দেখে, সকল [illegible] গিয়েছিলেম্ [illegible] তুই এ অবস্থায় আমায় এভাব করবি বলে [illegible] তোর বাপ্ মা হলে আমি যোগীর মত [illegible] খেতেম্ ? উপোস কর্ তেম্ [illegible] তোর মুখে [illegible] দিন আমার শুয়ে থাকতেম ? তুই [illegible] মা মুখে ভাল লাগ্ তো তাই তোরে খাইয়ে তবে খাতেম [illegible] তুই কাদ্ লে আমি আহ্লাদে চক্ষে দেখ্ তে পেতেম না, তুই [illegible] কাঁদ্ লে আমার বুক ফেটে যেত, বাবা তাব কি [illegible] আমার সোনার বৌ তোর হাতে পড়ে [illegible] হলো, ছি ছি, [illegible] এত ভাল !! (প্রকাশে) ওগো মা, তুমি কোথায় ?

শার। কেন কেঁদে ভাসি, আবার আমার মাথা খেয়ে এত দূর এসেছো কেন ?

বৃদ্ধা। ওমা বাড়ী এসো।

কৰু। আহা ! জ্যেঠাইমার মুখ খানি ফুলেছে দেখ !

বৃদ্ধা। বাছা এই বয়সেই এই মনস্তাপ (ক্রন্দন)।

সৌদা। জ্যেঠাইমা কেঁদোনা (অঞ্চলে মুখ মুছান)।

বৃদ্ধা। এ অন্তিম সময়ে এক বার বুড়ো মা বলে চেয়ে দেখ্ লে না।

সুম। সুরায় অন্ধ হলে কোথায় বা বৃদ্ধ মা বাপ, কোথায় বা স্ত্রী পুত্র।

বৃদ্ধা। গোরবেটীর যেন ও কাপড় কোঁমরে না দিতে হয় আমার বৌয়ের আশার সামগ্রী।

শার। আপনার ভাগ্য ভাল না পেয়েছে গাল দিলে কি হবে,

সে আজি মর্‌বে, কাল আর একটা জুট্‌বে, জত্ত গেলেই সব চোকে।

বৃদ্ধা। অরে ওকথা আমায় বলিস্‌নেরে, ওকথা বলিস্‌নে, আমার নাড়ী ছেঁড়া ধন!

শার। এখন যে নাড় ছেঁড়া হয়েছে তার কি?

বিধু। বামন্‌ দিদি! অমন কথা বলোনা হাজার হোক্‌ মার প্রাণ, বলে "কুপুত্র হয় তবু কুমাতা নয়।"

শার। তা এখন বাড়ী এসো! ভাই চল্লেম্‌।

সকলে। এসো।

(বৃদ্ধাকে হস্তে ধরিয়া আস্তে আস্তে শারদার প্রস্থান।)

বিধু। অরে আর এক কথা শুনেছিস্‌?

সুম। কি কথা বা?

বিধু। তোর দাদা বল্লে, মাগো আমার গাটা সিউরে উট্‌ছে, তোর দাদা বলে পর্‌শু নাকি ঘোষালদের হরিশ মদ খেয়ে তার খুড়ীকে-(অদ্ধোক্তি ও লজ্জা প্রকাশ) আহা খুড়ী নাকি "অবাবা ছেড়ে দাও আমি বৌমা নই" বলে কত কাকুতি মিনতি কর্‌তে লাগ লো "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

হর। মাগো বলিস্‌ কি! কালে কালে হলো কি?

সুম। মাতালের অকার্য্যও কিছুনেই, অখাদ্যও কিছুনেই, কাল দাদা বল্লেন্‌ " কোথায় নাকি একটা মড়া পোড়াতে গিয়েছিল তার পর যেই সেটা আদ্‌পোড়া হয়ে এলো, আর লোভ সাম্‌লাতে পার্‌ল্যে না, অম্‌নি মদের চাট্‌ করে ফেল্লো "।

বিধু। চুপ্‌ করো ভাই ঘেন্নায় যে মলেম্‌ থু থু।

সোদা। তুই যা বল্লি তার চেয়ে কি এটা বড় ঘেন্নার কথা হলো না? বলে যার পর নেই খুড়ী, এমন কেউ কখনও শোনেওনি শুন্‌বেও না।

সুম। অভাই এখন ঢের্‌ শুন্‌বে ঢের্‌ দেখ্‌বে।

স্বভাবতঃ মদনের শর ভয়ঙ্কর।
মানবের কলেবর করে জর জর॥

তায় যদি বারুণীর বিষম তিমির ।
আবরণ করে আসি জ্ঞানের মিহির ॥
তবে কি নিস্তার থাকে কুপথেতে যায় ।
কিছু না দেখিতে পায় হায় হায় হায় ॥

করু । সুমতি ! সন্ধ্যে হলো চলো বাড়ী যাই ।

সুম । হাঁ ভাই চলো, বলি অ রাঙা বৌ ! ননদের কি কি গয়না দিবি লো ?

বিধু । বাউটি সুটের গয়না সব দিতে হবে, নইলে ও বে হবে না বর কর্ত্তা মিন্সের ভাই, বড় খাঁই ।

সুম ! অগ্রান মাস না এলে আর বে হবে না ।

বিধু । তা আর কেমন করে৷ হবে ; ছোট ঠাকুরঝি দাড়ি ছেঁড়া হয়েছে বলে ত আমরা দাড়ি ছেঁড়া হতে পারি না ।

সৌদা । তুমি ভাই আর অমন করে খ্যাপিও না । সুমতি করুণা ! কাল আসবে ত ?

সুম । আসবো বৈ কি আমি এখন চল্লেম ।

বিধু । ছোট ঠাকুরঝি ! চলো আমরাও এই বেলা সকাল সকাল কাপড় কেচে আসি ।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুর।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যানস্থ বৈটকখানায়
চেয়ারে আসীন অনঙ্গমোহনের প্রবেশ।)

অন। দেখ দুঃখ-যাগের অনল, ক্রমে হইয়া প্রবল,
ব্যাপিল ব্যাপিল এবে আকাশ মণ্ডল।
যজমান হলো রিপু চয়, আর কিসে রক্ষা হয়,
পাপরূপ কাষ্ঠ আনি করিছে সঞ্চয়।
হোমকর্ত্রী কুমতি হইল, শান্তি সুখ ঘৃত ছিল,
সকলি অনলে ক্রমে আহুতি করিল।
সুরাপান প্রবৃত্তি পাবন, বহিতেছে ঘন ঘন
দেয়না নিভিতে কভু সেদুঃখ জ্বলন।
এবে বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ, কও মনে একতান,
মল্লার রাগেতে কর বিভুগুণ গান।

অন। (স্বগত)

সুরাপান মনকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু করে ফেলে, কি আশ্চর্য্য! প্রতি সোমবারেই মনে সাতিশয় অনুতাপ জন্মে। আর পান কর্‌বো না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, আবার শনিবারের রাত্রে সব ভুলে যাই, এই দেখ না অদ্য পান কর্‌বো বলে মনে কেমন একটি বিজাতীয় উৎসাহ হচ্চে। যে মাত্র এই ঘরে আসি অমনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় কিন্তু উঠেও যেতে পারি না যেন কে এসে বলে "আজিকার রাতটি পান করো" দিন দিন মনের অবস্থার পরিবর্ত্ত হচ্চে, কামপ্রবৃত্তি ক্রমেই উত্তে-

জিত হচে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এক প্রকার বিলুপ্ত হয়েছে বলেই হয় একেবারে উঠিয়ে দিলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এ জন্যই এ পর্য্যন্ত বালিকাবিদ্যালয়টি ও ডিসপেনসরিটি রেখেছি. ফলতঃ আর তাহাতে আদৃশ যত্ন নাই এবং আর যে অধিক দিন থাকে এমনও বোধ হয় না. আর খরচে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না।

এই বেশ্যা সুরা পরিত্যাগ না কর্‌লে আর নিস্তার নাই, উৎকোচ গ্রহণে আর পূর্ব্ববত বিদ্বেষ নাই. ক্রমে তাহার হ্রাস হয়েছে। খরচের সে রূপ অসংকুলন হয়েছে. কি জানি যদিই আমার তদ্রূপ হণেও প্রবৃত্তি জন্মে, আমি যে মাত্র নেশায় আচ্ছন্ন হই, অমনি ললিত ও মোহিত আমার মানস মন্দিরে সৌদামিনীকে আবির্ভূত করে তাহার নানা প্রকার রূপ ও গুণ বর্ণন করে। সুরা এক্ষণে আমাকে এরূপ অসার ও ইন্দ্রিয় পরবশ করে তুলেছে, যে আমি তাহাতে দোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করে বরং সমধিক আমোদই প্রকাশ করি. যাহা হউক উহাদিগকে আর অতঃপর এ রূপ স্বাধীনতা দেওয়া হবে না, মত্ত সহস্র ও মদনের অসাধ্য কি আছে? কি জানি যদিই আমার মন সৌদামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যদি উহারা আজি সৌদামিনী সংক্রান্ত কোন কথা বলে তাহা হলে উহাদের মুখাবলোকন করবো না।

(ললিত ও মোহিতের প্রবেশ)

ললি। এই যে বাবু এসেছেন।

অন। দেখ ললিত! বিজয় যা যা বলেছে ক্রমেই সব একে একে ঘটছে, অতএব এসো আজি অবধি পানে ক্ষান্ত হওয়া যাক।

ললি। (স্বগত) বিজয়ের সর্ব্বনাশ না করে—(প্রকাশে) আজি সব উদ্যোগ করা গিয়েছে. এবং মজুন্দারেরদের কুমুদ ও চন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি. সুতরাং আজিকার দিনটি পান করা যাউক, পরে যাহা হয় হবে।

অন। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে কে বল্যে সব? লোক জুটুতে আরম্ভ কর্‌লে কেন? কি উৎপাত! আমি ত তখনি বলেছিলাম যে, এ কর্ম্ম কখনই গোপনে থাকবে না।

ললি। প্রত্যহ তামাশা করে, তাই এক দিন বলে ফেলেম, অমনি সার্থক করে যান্।

অন। আর ত কারুরে বল্‌নি?

ললি। আর রাম সিং চাকনেজোকে অনেক [illegible]

অন। আরে আমি কি তার কথা বল্‌ছি [illegible] আমাদের নলি[illegible], ভেটকী, হরিণ ঘোষাল, ও [illegible]

ললি। [illegible] [illegible]

অন। [illegible]

([illegible])

[illegible] [illegible] অনঙ্গ বাবু?

অন। [illegible] ([illegible])

([illegible])

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] হলো, [illegible]

[illegible] অনঙ্গ বাবু আমাদিকে [illegible] বটে।

অন। ([illegible]) আচ্ছা এ আমাদের প্রথম [illegible] উপ-হাস করে, এ [illegible] আমার সম্মুখে আসতে পারতো না, এখন আমার [illegible] করেছে।

চাক। [illegible] যে চুপ করেই রইলেন্।

অন। আমি অন্বেষণ করে দেখলেম, কে তোমাকে ত পারে, দেখ্‌তে পেলেম্ না, দেখ্‌লেম তুমি আমার হৃদয়পদ্মে বিরাজ করো।

(অনঙ্গের গায়ে চাক নেজোর হেসে ঢলে পড়া।)

সকলে। সাবাস্! রেডি অ্যান্সর্! অনঙ্গ বাবুর কি প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব? হঠাৎ এমন উত্তর দিতে কেহই পারে না।

অন। আর কেন খোদা বক্সকে ডাক।

যোগি। (স্বগত) কি মজাই হয়েছে, আমাদিগকে আর কিছু বল্‌তে হয় না।

বক্‌শি। (নেপথ্যাভিমুখে)

শুন শুন খোদাবক্স! শীঘ্র করি যাও।
আনতে চাটের দ্রব্য যা যা কিছু পাও॥
মটনের কারি আনো, কোপ্তা কাবাব;
ফেয়াসি কাবাব আনো অনিয়ন দিয়ে।
মেটের কচুরি আনো, ডিম সিদ্ধ সহ
আনহ বইল্‌ড হ্যাম, [illegible]।
হাঁসের দোপেঁয়াজা আনো, শীঘ্র যাতে হয়।
শীঘ্র করি গিয়ে আনো, বিলম্ব না সয়॥

(নেপথ্যে)

যো হুকুম খোদাবন্দ! এখনি আনবো;
দেখিতে দেখিতে সব, হাজির করবো॥
দিলেন যেমতি আজ্ঞা, সে মত হইবে।
খানার যে কিবা মজা খাইলে জানিবে॥

অন। শুনে, চারুনেত্রা! ভাল আছো? আজ সাত দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, এ সাত দিন যেন সাত বৎসরের ন্যায় বোধ হয়েছে।

চারু। আমি বোধ করি, আজ সাত যুগ আপনকার সহিত আমার দেখা হয় নি।

অন। ততক্ষণ একটি গান গাইলে ভাল হয় না?

কুমু। একটু গোলাপি নেসার পর হলে ভাল হয়, কেন না ও না হলে গানে তাদৃশ রস হয় না।

অন। চুপ করে বসে থাকা অপেক্ষা ভাল।

চারু। যে আজ্ঞে।

চারু নেত্রার সংগীত রাগিণী বিভাস।

আড়া ঠেকা অথবা তাল টুংরি।

সদাই হতেছি ব্যাকুল।
গুন্ গুন্ স্বরে গুন্ করে অলিকুল॥
কুহুরবে ছাড়ি তান, কোকিলে করিছে গান,
কিসে বল বাঁচে এ প্রাণ, সব প্রতিকূল॥

মোহি। আহা! চারু বেলা! এ তুমি কি চারুনেত্রার স্বরটি কেড়ে নিয়েছ?

(খোদাবক্সের সংকেত ও চাটের দ্রব্য ও বোতল টেবেল সুসজ্জিত করিয়া একান্তে অবস্থান।)

ললি। এদিক সাথে লেমন সোডা ব্রাণ্ডি আর রম।
পরে পরে আনো বাবা কিছু না কম॥
বল্ গোল্ডেন হল উইথ পোর্টার বিয়ার,
[illegible] ড্রিঙ্ক পান কর মাই ডিয়ার॥

[illegible]। কিন্তু আমার কেউ অতিরিক্ত পান করতে পারবে না।

ললি। প্রিয় ড্রিঙ্ক ইয়োর হেল্থ অনঙ্গ বাবু!

অন। থ্যাঙ্ক ইউ!

কুমুদ। ইয়োর হেল্থ নেকস্ট, [illegible]

(সকলের মদ্যপান ও চাট ভক্ষণ।)

খোদা। (স্বগত) আল্লা! এরা সব [illegible]
কায়েমের [illegible] খাচ্চো [illegible]

ললি। (এক গেলাস ব্রাণ্ডি লইয়া) টেক দিস্ মাই ডিয়ার কুমুদ বাবু?

কুমু। নো মোর!

ললি। টেক ফর কুইন্স হেল্থ।

কুমু। থ্যাঙ্ক ইউ (মদ্যপান।)

ললি। খোদাবক্স!

খোদা। জো হুকুম খোদাবন্দ।

(টেবেল পরিষ্কার করিয়া প্রস্থান)

শনি। (চৌকিদারের প্রতি) বাবা একটু নাচ্‌তে হবে।

(চৌকিদারের নৃত্য এবং নেপথ্যে খাম্‌টা বাদ্য।)

সকলে। সাবাস্‌ সাবাস্‌ বেটা! বাহবা বাহবা।

বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো, বেশ্‌ মোর বাবা!

[illegible]

[illegible] জীবন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কুসু। [illegible]

চন্দ্র। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চন্দ্র। বাবা [illegible]?

কুসু। [illegible]।

চন্দ্র। বাবা [illegible]।

কুসু। [illegible]।

চন্দ্র। বাবা হয়েছে।

কুমু। কি শালা বল।

চন্দ্র। বাবা আমার, খুশীটি।

কুমু। হাঁ শালা এইবার ক্যাচিয়েছে, বাবা,
বাবা আমারে তুলে দাও।

চন্দ্র। শালা অত রোঁও খেলি কেন?

কুমু। বাবা তুলে দাও।

চন্দ্র। আচ্ছা, ঠিক আছে, বল সতী আমার হবে!

কুমু। হাঁ বাবা সতী আমার হবে।

চন্দ্র। বাবা তোমার বিশ্বাস কি, আগে বল সত্য আমার মা।

কুমু। হাঁ বাবা, সতী তোমার মা।

চন্দ্র। না কি বাবা, বল সত্য আমার মা।

কুমু। আচ্ছা বাবা, সতী তোমার মা।

চন্দ্র। তবে হাঁ শালা। (প্রস্থান।)

কুমু। শালা কি বললে, শুনলে ভাই!

চন্দ্র। [illegible] কুমুদের মা।

কুমু। সতী কুমুদের চাইতে বাড়ে না বাবা, সতী তোমারও মা নয়, আমারও মা নয়। সতী মায়ে [illegible], এ কাল ঠিক পারে। সে অনেক [illegible] খালেন আর [illegible] মোহিতের মাগে।

[illegible] কি [illegible]! এখন [illegible] ফেলেছে [illegible] [illegible] না হয় [illegible]!

[illegible]। তাই ত ওরা যে আজ খাবে তা কে জানে তো!

(নির্মাল্কিনয় এ তাহাদের নিকটে গিয়া।)

একি বাবা খাটে শুয়েছ না কি?

উভয়ে। বাবা বড্ড বুড়ো আজ্ঞে করো তুলে দাও।

নলি। এ ও কি কেউ পারে?

উভয়ে। সে কি বাবা গাও মাডন পার্ব্বতী টা আনতে পেরেছিলে [illegible] এইটে পারবে না বাবা?

ললিত। বটে বটে। উভয়ের উত্থাপন ও কুমুদের সংগীত, তাল খেমটা, রাগ ঝিঝিট।

" নেশাতে ঢুল ঢুল করেছে নয়ন।
কোথায় রহিল, আমার সে বিধু বদন।
কেন বা করিলাম নেশা, ছাড়িয়া প্রেয়সীর আশা,
এখন আমার এ দুর্দ্দশা, দেখে কোন জন।
আগেত জানিনে মনে, এত হবে সুরাপানে,
এখন আর বাঁচিনে প্রাণে, না চলে চরণ " ॥

(কুমুদ ও চন্দ্রের ঢুলিতে ঢুলিতে প্রস্থান ও ললিতের বৈঠকখানায় পুনঃ প্রবেশ।

(নেপথ্যে) অ বাবা! এযে আমি, আমি মা নই!!!

(পুনর্নেপথ্যে) বাবা তুমিই আমার মা!

(সকলের কর্ণপাত)

অন! এ কি সর্ব্বনাশ?

মোহি! অতি পানের ঐ ফল!!

ললিত। মোহিত! চারুনেত্রাকে উপরে নিয়ে যাও।

মোহিত। এসো ভাই! উপরে যাই।

(চারুনেত্রা ও মোহিতের প্রস্থান)

অনঙ্গ। সখে! চারুনেত্রার কি ভাব ভঙ্গি দেখেছ!

ললিত। যে সৌদামিনীর ভাব ভঙ্গি দেখেনি, সেই চারুনেত্রার কি ভাবভঙ্গি—

ললিত। সোহুর মানস রাজ্যে পাতি সিংহাসন,
যৌবন অমাত্য সহ বসেছে মদন,
তাই বুঝি রুষ্ট হয়ে, অবয়বগণ
লুণ্ঠন করিছে, দেখ, পরস্পর ধন
নয়ন হরিল আসি, মধ্যের স্থূলতা
উদর লইল, দেখ, স্তনের মন্থতা,

মেঘের সরলতার নিলো প্রেম লতা,
কটাক্ষ লইল, আসি, গতির দ্রুততা।

মোহিতের প্রবেশ।

মোহিত। আহা মরি হৃদয়েতে কিবা কুচোদয়,
দর্শন করিলে, মোর এই মনে লয়
খুঁজিবারে, অনঙ্গের এখন যৌবন
দুখানি নৈবেদ্য বুঝি করেছে স্থাপন।

অনঙ্গ। সাবাস মোহিত! বলিহারি যাই কি বাণী?
খুঁজিবারে অনঙ্গেরে এখন যৌবন
দুখানি নৈবেদ্য বুঝি করেছে স্থাপন।"

এটি ভাই নূতন ভাব হয়েছে।
সজাবিতে সৌদামিনী রূপ মনোহর
তাহাতে যৌবন আসি, হলো সহচর,
সাধ্বীর সেই রূপ কে বর্ণিতে পারে,
যেন সে মুকুল ধরে মধু সঞ্চারে।

সখে! আমাকে ধর, এ সৌদামিনীকে আমারে কে এনে দেবে? ঐ দেখ কুসুমশরের নিশিত শরঘাতে আমার কলেবর জর জর হলো সখে আমায় ধর।

(মূর্চ্ছিত প্রায়)

ললিত। সখে! চিন্তা কি, আদেশ হলে, ললিত মোহিতের অসাধ্য কিছুই থাকে না।

অনঙ্গ। (সংজ্ঞা পাইয়া) সখে অনঙ্গকে জীবিত দেখা যদি তোমাদের অভীষ্ট হয়, তবে শীঘ্র সৌদামিনীকে আনয়ন কর।

ললিত। সখে চিন্তা কি, অতি ত্বরায় আনয়ন করবো, এক্ষণে উপরে চল।

মোহিত। (স্বগত) শালা বিজয়! আর যাবে কোথায়? তোমার সর্ব্বনাশের এই সূত্রপাত কয়ল্যেম, বাবা জান না ললিত মোহিতের ক্রোধ উদ্দীপিত করেছ (প্রকাশে) মহাশয় এক্ষণে উপরে চলুন।

(অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া ললিত ও মোহিতের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ। (?)

বিজয় মিত্রের শয়ন গৃহ।

(পর্য্যঙ্কে শয়ানা পুস্তক হস্তে সৌদামিনীর ও তৎপার্শ্বে উপবিষ্টা বিধুর প্রবেশ।)

বিধু। ছোট ঠাকুর ঝি! বলি তোর বউঠাকুর আমাদের কি উপকারী, আজ কাল একশ আধশ নয়, সাত সাতশ টাকা কে কারে অমনি দিয়ে থাকে। ভাই! তিনি আমাদের এঁরে কি কি ভালই বাসেন।

সৌদামিনী। বৌ! তুমি কি আজ টের পেলে? অনঙ্গ দাদা দাদারে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন্। বৌ! সব জল খাবার যো করা হয়েছে?

বিধু। হাঁ ভাই সব যোগাড় করে রেখেছি, যেই তাঁহারা আস্‌বেন অমনি থালে সাজিয়ে দিব, কখন আসেন্ তার ত ঠিক নেই, এ জন্যেই এখন থালে সাজালেম্ না। ভাই বউঠাকুর যেমন আমার শিল্পকর্ম্মের সুখ্যাতি করেন্, তেম্নি তাঁর নাম করে যা করি তাই ভাল হয়।

সৌদ। বৌ! তাঁদের আস্‌বের সময় হয়েছে, চল আমরা মাঝের ঘরে যাই।

বিধু। তাঁরা এসে আগে গলা খাঁকার দিবেন্, তবে ত ভিতরে আস্‌বেন্, তখন্ আমরা এই দোর দিয়ে, চলে যাবো।

(জানলার অন্তরালে অনঙ্গ ও বিজয়ের প্রবেশ)

অনঙ্গ। (স্বগত) আহা! যদি সকল বিষয়ে এইরূপ ঘটে, তবে কি না হয়, সৌদামিনীকে দেখবার জন্য আমার মনও আকুল হলো, অমনি বিজয় গিয়ে আমারে ডেকে নিয়ে এলো।

বিজয়। (স্বগত) আহা! এই সময়ে সৌদামিনী একটু সুরা-নারিণী বই পড়ে! তা হলেই আমার যত্ন সফল হয়, যদি স্ত্রীলোকের মুখে শুনেও ইহার সুরায় বিদ্বেষ জন্মে. আমি ত পার্লেম না। কেন প্রত্যহই ত সৌদামিনী এই সময়ে পড়ে থাকে আজি এখন পড়্‌ছে না কেন? আমি এই জন্যেই ত ইঁহাকে এখন নিয়ে এলেম।

বিধু। ভাই একটু চেঁচিয়ে পড় না, আমি কি সাক্ষী গোপালের ন্যায় বসে থাক্‌বো?

বিজয়। (অনঙ্গের প্রতি মৃদু স্বরে) মহাশয়! সৌদামিনী এখন কেমন পড়্‌তে পারে, তা একটু এখানে দাঁড়িয়ে শুনুন সুমুখে গেলে, হয়ত লজ্জায় ততো ভাল করে পড়্‌তে পার্‌বে না।

অনঙ্গ। (মৃদুস্বরে) বিজয়, সৌদামিনী নাকি বড় চমৎকার পদ্য রচনা কর্‌তে শিখেছে।

বিজয়। একা সৌদামিনী নয়, সুমতি ও করুণাও বেস পদ্য রচনা কর্‌তে পারে, তবে কি না সৌদামিনীর অমিত্রাক্ষর পদ্যগুলি অতি চমৎকার হয়।

অনঙ্গ। এরা কি অমিত্রাক্ষরও রচনা কর্‌তে পারে! আমাদের মালতী আদৌ অমিত্রাক্ষর পদ্য ভাল করে পড়্‌তেই পারে না।

বিধু। তুমি থাক ভাই আমি চল্লেম।

সৌদা। বৌ! তুমি কি রাগ কর্‌লে? যদি এঁরা হঠাৎ এসে পড়েন্ তাই চেঁচিয়ে পড়্‌ছিনে।

বিধু। ও বাপু! তুইত আর বিদ্যেসুন্দর পড়্‌ছিস্‌নে, আর কি তুই এদের সুমুখে কখন পড়িস্‌নি।

সৌদা। তবে তুমি একটু সতর্ক থেকো, আমি পড়ি।

বিধু। হ্যাঁ পড়, আমি এক দিকে কান রাখ্‌বো ও এক দিকে চোখ্‌ রাখ্‌বো।

(সৌদামিনীর স্পষ্টরূপে পাঠ ও সকলের কর্ণপাত)

"মহারাজ পঞ্চম হেন্‌রি সিংহাসনারূঢ় হওনের কিছু কাল

পূর্ব্বেই বাল্যকালে অসৎসঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর জন ফলষ্টাফ নামে এক জন প্রসিদ্ধ মদ্যপ ছিলেন। তিনি রাজকুমারকে নানা প্রকার লজ্জাকর কার্য্যে রত করিয়াছিলেন। ইহা সেকস্‌পিয়র রচিত পদ্যে সম্যক্‌ রূপে বর্ণিত আছে, উক্ত পদ্য গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায় যে এক দিন উক্ত সারজন ফলষ্টাফ দস্যুবৃত্তি করিয়া লণ্ডন নগরের কোন সাধারণ সরাই গৃহ মধ্যে সুরাকোসিত হইয়া শেষ নিদ্রিত হইয়া পড়েন, এমত কালে উক্ত রাজ পুত্র পরিহাস পূর্ব্বক তাঁহার পারিষদকে কহিলেন, যে ইহার অঙ্গ-রাখা অন্বেষণ কর, তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি অন্বেষণ করতে এক খণ্ড কাগজ পাইল, ও তাতে লেখাছিল যে এক দিনের ব্যবহার জন্য ফলষ্টাফে এক পয়সা মূল্যের রুটি এবং তাহার উপকরণ স্বরূপ এক পয়সার ব্যঞ্জন এবং দুই গেলাস স্যাক নামে উগ্র সুরা পান জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজ রাজসিংহাসনারোহণ করিয়া ঐ সমস্ত সঙ্গীগণকে একেবারে দূর করিয়া দিলেন। কেন না তাহাদের দুষ্ক্রিয়া ও অতিশয় পানাসক্তি তাঁহার বিস্মরণ হয় নাই,,।

অনঙ্গ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! যে অংশটি পাঠ করিতেছে, তাহা আমাতে বিলক্ষণ সংগত হচ্যে। ললিত মোহিত আমাকে যেরূপ লজ্জাকর বিষয়ে রত কর্‌ছে তা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি হতে পারে? (প্রকাশে) বিজয়! তুমি কি সৌদামিনীকে আমার বিষয় কিছু বলেছ?

বিজয়। (মৃদুস্বরে) না মহাশয়! যদিও সৌদামিনীকে বলে প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি আমি উঁহারে কিছু বলিনি। সৌদামিনী প্রত্যহই ঐ বই খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে, অদ্য যে স্থলটি পড়্‌ছে, উটি আপনাতে বেস সংগত হয়েছে! প্রার্থনা করি, আপনি মহারাজ হেনিরির মত চরিত্র সংশোধন করুন, তিনি যেমন ফলষ্টাফ প্রভৃতির সঙ্গ পরিহার করেছিলেন, আপনিও তেমনি ললিত ও মোহিতের সংসর্গ পরিত্যাগ করুন।

বিধু। ছোট ঠাকুর ঝি! পোড়াকপালি? কি খাবার সামিগ্রী রেখে ছিলো? এক পয়সার রুটি ও এক পয়সার ব্যঞ্জন, এতেই সমস্ত দিন কাটাত!! তাই ও কেন মদ ত্যাগ করেনি, তা হলে যে পয়সা বাঁচত তা দ্বারাও পেট ভরে খেতো?

সৌদা। একবার মদ ধরলে ছাড়া ভার হয়, যেমন অগ্নিতে যতই ঘি দেওয়া যায়, ততই অগ্নি নির্বাণ না হয়ে ক্রমেই প্রজ্বলিত হয়, তেমনি যতই সুরাপান কর, ততই পান তৃষ্ণা শান্ত না হয়ে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

অনঙ্গ। (স্বগত) সৌদামিনী এ সব কেমন করে জানলো, এর একটি কথাও মিথ্যা নয়।

বিধু। [illegible] হতে এর আগে খুব বিষয় ছিল, কেবল মদ খেয়ে খেয়ে সব ফুঁকে দিয়েছে না?

সৌদা। সুরা যারে স্পর্শ করে, লক্ষ্মী তার ছায়া স্পর্শ করেন না, [illegible] সর্ব্বস্ব [illegible], এক বিষয়, [illegible] ঐশ্বর্য, [illegible] যৌবন সব নষ্ট হয়. যদি অনঙ্গ দাদা আজি সুরাপানে [illegible] না।

বিজয়। (স্বগত) আহা সৌদামিনী! তুমি কি আমার মনের ভাব গুলি সব জানতে পেরেছিলে।

অনঙ্গ। (মৃদুস্বরে) [illegible] এ কি? আমাকেই যে স্পষ্ট লক্ষ্য করচে? যাহা হউক সৌদামিনীর কথায় আজি আমার জ্ঞান জন্মিল। হায়! এ সংসারে কত লোক [illegible] সুরা ও সঙ্গদোষের ফল অনুভব করেছে কিন্তু আমি [illegible] না। (স্বগত) উহার সম্মুখে ও যাওয়া হবে না, কি জানি যদি উহাকে দেখে, আবার আমার মনে বিকার উপস্থিত হয়. (প্রকাশে) বিজয়! চল দালানে গিয়ে বসি গে, সৌদামিনী রাঁধছেন।

বিজয়। (মৃদুস্বরে) না পরে চলুন।

(বিজয়ের গমন [illegible] পশ্চাৎ [illegible] সৌদামিনী ও বিধুর প্রস্থান)

(অনঙ্গ ও বিজয়ের গৃহ প্রবেশাভিনয়।)

বিজয়। সৌদামিনী! তুমি গেলে কেন? তুমি এখানে এসো।

অনঙ্গ। সৌদামিনীকে অনেক দিন দেখিনি।

অনঙ্গ। (নেপথ্যাভিমুখে) দিদি! সৌদুকে সঙ্গে করে, তুমি একবার এই ঘরে এসো।

(নেপথ্যে) আয় না অনঙ্গের সুমুখে যেতে লজ্জা কি গা। কাল তোরে শিখিয়েছে? বিজয়েতে আর অনঙ্গেতে কি কিছু তফাৎ আছে না কি?

(লজ্জাবনত-মুখী সৌদামিনী সহ কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

বিজয়। তার লজ্জা কি তুমি আমার সম্মুখে ত এসে থাক?

অনঙ্গ। (স্বগত) তাই ত ললিত মিথ্যা বলিনি, সৌদামিনী বস্তুতই লাবণ্যের আধার হয়েছে:

"পূজিবারে অনঙ্গেরে এনব যৌবন
তুখানি নৈবেদ্য বুঝি করেছে স্থাপন।"

ঠিক্ বলে ছিল, একি, আমি একি কর্ ছি, এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করলেম।

কাদ। আহা। অনঙ্গ, তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না কেন? কত দিন তোমায় দেখিনি। ও কি অনঙ্গ তোমার মুখ খানি যে শুখিয়ে গিয়েছে, অমা আদ্ খানি শরীর নেই! কেন কোন ব্যামো হয় নি ত?

সৌদা। (স্বগত) আমিও তাই ভাব্ ছিলেম।

বিজয়। (স্বগত) সুরাপানের ফল, কিছুতেই ত শুন্‌বেন্ না।

অনঙ্গ। (স্বগত) ইনি মনে কচ্চেন্ আমার ব্যামোহ হয়েছে। হয় ত বিজয় মনে কচ্চেন্ সুরাপানে এরূপ কৃশ হয়েছি, কিন্তু কি জন্যে যে কৃশ হচ্চি, তা আমিই জানি। (প্রকাশে) অনেক দিন দেখনি, এই জন্যেই কৃশ দেখ ছো। ফলে আমার অন্য কোন পীড়া হয় নি।

কাদ। তা হলেই ভাল, দেখ অনঙ্গ আমার ভাই একটি বড় ইচ্ছে আছে, বিজয়কে বলেছি, তোমাকেও বলি।

অনঙ্গ। কি বল দেখি?

কাদ। আমার ইচ্ছে যে সোদুর বেতে গ্রামে এক খানি করে বৌকনা দি।

অনঙ্গ। এই বৈ ত নয়, এতে আর কতই খরচ হবে, আচ্ছা তা হবে।

কাদ। দেখ দেখি বিজয়! তুই যে আমাকে ধমকে ছিলি, (সৌদামিনীর প্রতি) কি একটি শ্লোক করেছিস্ তোর দাদাকে শোনাবি বলে ছিলি, তা এখন শোনা না।

অনঙ্গ। সৌদামিনী! কি পদ্য করেছ পড় দেখি;

(সৌদামিনীর অধোমুখে অবস্থান।)

বিজয়। তার লজ্জা কি পড় না।

কাদ। পড়্‌না অনঙ্গের কাছে পড়্‌বি, তাতে লজ্জা কি?

সৌদামিনীর পুস্তকের ভিতর হইতে একটু কাগজ বাহির করিয়া পাঠ।

উন্মিষি সুধার নেসা ক্ষণ প্রভা প্রায়
ক্ষণিক আলোক দেয়, মানস আকাশে,
এবে ইহা যেই মাত্র উঠিয়া লুকায়,
ঘোর অন্ধকার আসি, অরি এরে গ্রাসে।

অনঙ্গ। চমৎকার হয়েছে (স্বগত) সোদু জান্‌তে পেরেছে তার সন্দেহ নাই।

বিজয়। (স্বগত) তাইত সৌদামিনী কি বস্তুতই জানতে পেরেছে।

কাদ। এখন এসো একটু জল মুখে দেবে।

বিজয়। হাঁ চলুন।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থাঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যান অশোক মূলে আসীন অনঙ্গ-মোহনের প্রবেশ।)

অনঙ্গ। আহা মরি সৌদামিনী ধরার ললাম,
রামাদের গর্ব্বহারা, গুণের আধার
হেন সুধা সাধা চখে ভুঞ্জিবেক সুখে,
থাকিতে অনঙ্গ তুল্য, অনঙ্গমোহন?
থাকিতে কুলিশধারী, রাহু দুরাচার
করে গ্রাস সুধাকরে থাকিতে এ প্রাণ
সহিতে কি পারে ইহা পুরুষ যে জন,
যাক প্রাণ তবু কার্য্য করিব সাধন।

মধ্যে এক দিবস আছে পরশু সৌদামিনীর বিবাহ। বিবাহ হলেই সৌদামিনী শ্বশুরালয়ে যাবে, ললিত মোহিত আমাকে কেবল মৃগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করলে! উহারা যে আমার উচ্ছেদের সংকল্প করেছে, তা আমি জানতে পারিনি।

ধর্ম্মে না সহিবে, ভাই কিন্তু আমি সই
গাছে তুলে দিয়ে, শেষে কেড়ে নিলে মই।
জ্বলিল জ্বলিল দেহ, স্মর হুতাশনে
কিছুতেই সুখ নাই, শয়নে অশনে।

(সংগীত তাল আদ্ধা)

"কি ক্ষণে নয়নে তোরে হেরিছিরে প্রাণধন।
হৃদে রাখি, সদা দেখি, এই মনে আকিঞ্চন।
তিলেক বিচ্ছেদ হলে, পুড়িয়ে বিরহানলে,
নিভে না অমৃত দিলে, ছার খার হলো মন।।"

(চিন্তিত ভাবে অবস্থান)

(ললিত ও মোহিতের প্রবেশ।)

মোহিত। ভাই! এক বার ঐ অশোক মূলে চেয়ে দেখ? অনঙ্গ বাবু সাক্ষাৎ অনঙ্গের ন্যায় বসেছেন, আর মধুকরেরা এসে কি আজ্ঞা হয়, বলে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে।

ললিত। অহে তা নয়, সুরাপানে মুখের দ্বিগুণ স্ফূর্ত্তি হয়েছে, মুখ হতে অল্প অল্প মদ গন্ধ নির্গত হচ্চে। মধুকরেরা ঐ গন্ধে অন্ধ হয়ে বিকসিত পদ্ম ভ্রমে উঁহার বদন মণ্ডলে বসিতে যাচ্চে।

মোহিত। ভাল ভাই তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসি তুমি ত সুমতির বেশ ধরলে, আমিও যেন করুণার বেশ ধরলেম, তাহাদের সহিত আমাদের অবয়বের অনেক ঐক্য আছে, এবং তাহাদের মত আমরা অবিকল কথাও কহিতে শিখেছি কিন্তু যদি এই তাহারাই অগ্রে সৌদামিনীদের বাড়ী যায় তা হলেই ত ঘরে গৌতম, বাহিরে গৌতম হয়ে পড়বে, তার কি?

ললিত। [illegible] ইঁহার পক্ষে, তারা কি আর পথ পাবে না।

মোহিত। সে কিরূপ?

ললিত। অনঙ্গ বাবু কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুমতি ও করুণাকে নানা কৌশলে বাড়ীতে আটকে রাখ্‌বেন, আর আমরা এ দিকে কার্য্য রক্ষা করে আস্‌বো।

মোহিত। ভাল ভাই, আর একটি কথা জিজ্ঞাসি, আমরা যেন গণকের নিকট হাত দেখাবার জন্য, সৌদামিনীরে নিয়ে এলেম, কিন্তু যখন প্রকাশ হবে, যে সুমতি ও করুণা [illegible] নিয়ে যায় নি, আর কাহারা নিয়ে গিয়েছে, তখন ত অবশ্যই বিজয় অনঙ্গ বাবুর কাছে আস্‌বে, যদি একেবারে উদ্যানে এসে উপস্থিত হয়, তখন উপায়।

ললিত। সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আমরা যেই সৌদামিনীকে নিয়ে আসবো, অমনি রামসিং গিয়ে বাবুকে সংবাদ দিবে। তিনি তৎক্ষণাৎ "অকস্মাৎ মদনপুরে একটা খুন হয়েছে" বলে বিজয়কে এক খানি পত্র লিখে, উদ্যানে আস্‌বেন। আমরা

সৌদামিনীকে তাঁর কাছে দিয়ে বাগানের দ্বার বন্ধ করে চলে আস্‌বো।

মোহিত। তাই আগুন কখনই কাপড়ে বাঁধা থাকবে না যখন প্রকাশ হবে, যে উনিই এ কর্ম্ম করেছেন্, তখন কি হবে।

ললি। এই এক পাগল, কামান্ধ হলে পরে কি হবে, তা কি আর সে দেখ্‌তে পায়?

মোহি। অনঙ্গবাবু সৌদামিনীর জন্য একেবারে অধীর হয়ে প'ড়েছেন্।

ললি। তুমি না বলেছিলে "কে রজ্জু পাশে বায়ু বদ্ধ কর্‌বে?"

মোহি। সখে, দেখ, দেখ অনঙ্গবাবু চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হয়ে একেবারে স্পন্দহীন হয়ে বসেছেন্।

নিশ্চল তারকাযুগ, শোভিতেছে নেত্র-
দ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত, যেমতি সলিলে
অর্দ্ধ মুকুলিত পদ্ম, রবির বিরহে
অতি কাতর অন্তর, সঘনে নিশ্বাস
বহন করিছে, দেখ, সুরার সৌরভ।
একি এঁর নিদ্রাবেশ, অথবা সমাধি
করিছেন, হৃদিপদ্মে স্থাপিয়ে, যতনে
সুধাময়ী সৌদামিনী, হৃদয়মোহিনী।

ললি। (নিকটে গিয়া) অনঙ্গবাবু! অ অনঙ্গবাবু!

অন। (নেত্র উন্মিলন করিয়া)

হেনবাদ কেন সখে! যেইক্ষণ আমি
তোষিলাম ভামিনীরে; যেইক্ষণ প্রিয়ে,
বান্ধিবারে মম কণ্ঠ, ভুজলতা পাশে,
আইলা প্রেমেতে মাতি, হেনকালে তুমি,
জাগাইলে মোরে, চলি গেলা, ভয়ে ভীতা,
উদয়ের কালে শশী লুকালে কোথায়,
চারিদিক অন্ধকার মরি হায় হায়।

ললি। সখে তার চিন্তা কি, কাল এনে দিবো।

মোহি। এত দিন মত্ত হলে, কবে যে এনে দিতেছ ?

অন। সখে! পারবে ত?

উভয়ে। তার সন্দেহ কি?

অন। সখে! এ কি! অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় হলো কেন?

উভয়ে। (অপবারণে) উঃ! ইহার কি বিরহ যাতনাই হয়েছে! (অনঙ্গের প্রতি) সখে! সায়ংকালে কি সূর্য্যোদয় হয়ে থাকে! ভগবান কুমুদিনী-নায়ক উদিত হয়েছেন।

অন। সখে, তিনি যে শীতরশ্মি, তাঁহার কিরণ ত প্রচণ্ড নয়, আমার বোধ হয়, পূর্ব্বদিকে দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে থাকবে।

জানি। সে কি? সখে! আকাশে কি দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে থাকে?

অন। তবে কি বজ্রানল.

মোহি। নির্ম্মল আকাশে বজ্রানলের সম্ভব কোথায়?

অন। তবে কি উদিত হচ্চে, তা আমি এক্ষণে বুঝেছি,

মোহি। কি উদিত হচ্চে বল দেখি?

অন।
জীবন বিহঙ্গ আসিতেছে ঘোর,
পশিছে রজনী, ভুজঙ্গী প্রায়,
জ্বলিছে তাহারি লোচন মণি,
তাইতে, বিপদ মনেতে গণি
গেল যে, গেল যে, গেল যে, প্রাণ,
করছে, করছে, করছে, জ্ঞান,
মদন কুসুমশরের ঘায়
এখনি বুঝিছে, জীবন যায়,
জ্বলিছে, জ্বলিছে, জ্বলিছে, দেহ,
মরিরে, মরিরে, সোহরে দেহ!

মোহি। মহাশয়! দেখুন, দেখুন, যে কুমুদিনী, পাছে দিনকর করদ্বারা গাত্রস্পর্শ করেন, এই ভয়ে সংকুচিত হয়ে, ম্লানভাবে সমস্ত দিবস যাপন করেছে, সে এক্ষণে স্বীয় বল্লভ চন্দ্রমাকে দেখিয়া কেমন মুখ বিকাশ প্রকাশ করছে!

(নেপথ্যে) বরযাত্রেরা আগতপ্রায়, চল, অনঙ্গকে সাজে

...য়ে পাওয়া যাউক, তাঁহাদিগকে প্রত্যুদগমন করা আবশ্যক, ...র বাবুর বাটীতেই তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

(সকলের কর্ণপাত।)

অন। [illegible], চল [illegible] উহারা এখানে উপস্থিত হবে।

(সকলের নিঃ[illegible])

(চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।)

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[illegible]

(বিধুর [illegible] বাটীর [illegible]

[illegible] প্রবেশ।)

কাদ। [illegible]

দেখে [illegible] কিন্তু আমার কিছু [illegible] না।

([illegible] প্রবেশ।)

বিধু। ওকি, কাদম্বিনি, [illegible] কি [illegible] আছে? পাড়া ও পাড়ার মেয়েরা সব আমাদের [illegible] আর তুমি এসে এখানে কাঁদতে লাগলে, আমি কি সকলের সঙ্গে কথা কইব, বাড়ী এসে।

কাদ। তুই ভাই তাঁদের কাছে একটু বসগে আমি যাচ্চি আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বিধু। ভাল সেই সকালে উঠে অবধি "বড় দুঃস্বপন দেখিছি, "বড় দুঃস্বপন দেখিছি কাচো," কি দুঃস্বপন দেখেছ বল দেখি শুনি।

কাদ। বৌ! সে বড় দুঃস্বপন।

বিধু। শুনেছি স্বপ্নের প্রশংসা করলে দুঃস্বপ্নও সুস্বপ্ন হয়, তা আমারে বল আমি এখন স্বপ্ন কাটীয়ে দিবো।

কাদ। তবে শোন্, তোর সঙ্গে বলি।

বিধু। বল।

কাদ। শেষ রাত্রে স্বপন দেখেছি যেন একটি বিকট মূর্ত্তি [illegible] এসে, আমার গলা হতে ধুক্‌ধুকি শুদ্ধ মালা ছড়াটি নিয়ে গেল।

বিধু। [illegible] স্বপন।

কাদ। না, তাই আমার মন [illegible] হয়েছে।

বিধু। [illegible] কি [illegible]

কাদ। [illegible] সৌদামিনী [illegible] একটুও ভাল ছিল না।

বিধু। [illegible] কি না দেখেছ?

কাদ। [illegible]

বিধু। [illegible]

কাদ। [illegible] সেই মেয়েরে নিয়ে গেল, ঠিক [illegible]

বিধু। [illegible] অমঙ্গল [illegible] আমি যাই, তুমি [illegible] এসো।

(প্রস্থান)

কাদ। [illegible] আমরা [illegible] কি, [illegible] তারা ত কচি মেয়ে নয়, তবে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে? [illegible] বের করে নিয়ে গিয়েছে। যাই [illegible] চল্লো।

(সুমতি ও কুমতির প্রবেশ)

কাদ। [illegible] সৌদামিনী কৈ?

উভয়ে। সে কি, সৌদামিনী ত [illegible] আছে।

কাদ। সে কি লো, এই যে তোরা তারে সঙ্গে করে নিয়ে গেলি।

উভয়। কখন? আমরা তারে কি জন্য নিয়ে যাবো।

কাদ। (সবেগে) গণকের নিকট হাত দেখাতে। এ বাড়ী গোলমাল বলে তাকে এখানে আন্‌তে পাল্যিনে, সৌদামিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলি।

উভয়ে। এই আসছি, কিছুই জানি না, কিছু যদি জানি, দিদি! দুটী চক্ষুর মাথা খাই।

কাদ। ওমা আমার একি হলো!

সুম। দিদি তোর পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি, যদি আমরা কিছু জানি। আমরা এই আসচি, আমরা কিছু জানি না, অনঙ্গ দাদার একটু বিশেষ কাজ ছিল, তাই তিনি আমাদিগকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন, আমরা সেই কাজটি করেই এই আসচি।

কাদ। ওমা আমারে কি হলো, ওমা আমি কোথা যাবো, ওরে এই যে তোরা নিয়ে গেলি। ওমা কাল যে আমি স্বপন দেখেছি, আমার রত্নহার চুরি গিয়েছে।

সুম। দিদি! তুমি কি পাগল হয়েছ? আমরা বের করে নিয়ে এপাড়া হতে ও পাড়ায় গিয়েছি?

কাদ। অরে আমিও তা একবার ভেবে ছিলেম।

করু। একি ভাই আমরা কি জেগে স্বপ্ন দেখছি।

সুম। ভাই গোল করোনা চল, এই বেলা দাদাকে, বোনজ মহাশয়কে ও বিজয় দাদাকে গিয়ে বলি।

করু। চল ভাই, আর বিলম্ব করা নয়।

(সকলের নিষ্ক্রমণ।)

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যানে যাইবার পথ।)

(চিত্রপট হস্তে সৌদামিনীর এবং সুমতি ও করুণার বেশে ললিত ও মোহিতের প্রবেশ।)

ললি। করুণা বল দেখি ভাই সোদু কেন বাড়ী থেকে বেরিয়েছে?

মোহি। গণককে হাত দেখাতে।

ললি। শুধু তাই হলে কি সোদু বাড়ীর বাইরে এক পা আসত। আমি বলে ছিলাম হাত দেখিয়ে, অমনি সৌদামিনীকে নীরদ দেখাব—রাধা শ্যাম দর্শনে বেরিয়েছেন।

মোহি। তাই বটে! সৌদামিনী!

ভাল করে করো সখি, নীরদ দর্শন।
চিত্তের নীরদ সহ করিও তুলন॥

সোদা। সুমতি! করুণা! ফিরে চল ভাই! লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে! আজকের দিন কে কোথায় বাড়ীর বাহির হয়ে থাকে?

ললি। অলো তুইত আর কচি খুকি নস্‌, যে হলুদ মেখে ঘরের বাহির হলে, তোরে ডাইনে খাবে।

মোহি। চলে চল না ভাই, এতক্ষণ যে সেখানে যেতে পার্‌তেম। যাবো খপ্‌ করে হাত দেখিয়ে নীরদ দেখিয়ে চলে আস্‌বো।

সৌদা। না ভাই ফিরে চল, আজি কত লোক আমাদের বাড়ীতে আস্‌চে, ছ্যা! তারা কি মনে কর্‌ছে।

ললি। মর্‌! আমাদের সঙ্গে আস্‌চিস্‌ তার ভয় কি লা? চলে আয় না।

সৌদা। ভাই বড় বেহায়ার কাজ হচ্যে।

ললি। কি করি ভাই অনঙ্গের আদেশ।

সৌদা। আ ভাই কথায় কথায় অপথে এসে পড়েছি।

মোহি। ভাই ফিরে চল।

(সকলের পরিক্রমণ।)

সৌদা। ভাই আমার প্রাণ কেমন কচ্যে।

ললি। ঐ জন্যেই ত বলছি একটু চলে আয়, তা'হলে দেখবি যেমন তেমন একবার চাঁদ মুখ দেখাবি এখন।

মোহি। সৌদামিনী, এক এক বার ফিরে চল, বল দেখি কেমন জানিস?

ললি। তা আর জানি না, ওর "ফিরিয়ে চল" এর মানে আগে চল।

মোহিত। আঁা ভাই আমরা যে বুঝতে পারি।

সৌদা। ভাই তোদের পায়ে পড়ি, ফিরে চল।

ললি। চল্ না চল্। (অগ্রসরণ)

সৌদা। তোরা আজ যে ক্ষেপেছিস্ নাকি তোদেরও যেন তাদের মত পেয়ে বসেছে?

মোহি। সৌদামিনী ত একটি কথা মিছে বলে না।

সৌদা। তোরা যা ভাই আমি ফিরে যাই।

ললিত। এই যাই, যাই, যাই (অগ্রসরণ) আ মর, তোর যে দেখি "মনমোহিনীর ইচ্ছেও আছে বাগড়াও আছে" ঐ যে দালান দেখা যায় না। একটু চলে আয় না। ওলো রাধে এদিক থেকে আমি গিয়ে বৃন্দাবনে শ্যামচাঁদে দর্শন করবি।

সৌদা। তোরা গিয়ে দেখগে। আমার মনটা বড় ব্যাকুল হচ্ছে।

ললি। সখি! এখনি নাকি মিলন হবে, তাই অত ব্যাকুলতা হচ্যে, এও কি জান না যে জল হবার পূর্ব্বে অতিশয় গ্রীষ্ম হয়।

সৌদা। তোমরা যা বল, আমার প্রাণ বস্তুতঃ ব্যাকুল হয়েছে; আমার বোধ হচ্যে যেন কে এসে আমায় ধরলো।

ললি। সখি এখানে আর কে ধরবে? ঐ দালানে গেলেই অনঙ্গ ধরবে এখন।

সৌদা। মর! আমি যাব কেন, তোরা গিয়ে ধরা দিগে না।

মোহি। আমরা ধরা পড়বো কেন লো. আমরা যার তোকে ডেকে ডুকে এনে দিলেম।

সৌদা। সখি একি পরিহাসের বিষয়?

ললি। ম্যাইরি সখি! পরিহাস নয় লো, সত্যি সত্যি।

সৌদা। করুণা! তুমি যে ভাই আজ কাল বড় বেহায়া হচ্চো

ললি। তাতে এই অমরা এসেছি, এখানে এক্‌টু থাকলেই গণক এসে আসে।

পঞ্চমাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যানস্থ বৈঠকখানা।)

(গণকবেশধারী অনঙ্গমোহনের প্রবেশ।)

অন। এবিষয় কখনও গোপন না রহিবে?
আহা মরি সৌদামিনী এখন আসিবে!
সাধুর নিকটে মুখ [illegible]খাতে নারিবো?
সৌদামিনী বিনা [illegible] কেমনে সহিবো!
সুখ হতে কিবা মোর প্রাণান্ত রহিবে?
ললিত মোহিত মোর হবে কি আসিবে?
জ্ঞানন্দের অন্ধ করে এসে সুরাপান?
এ গেলে অনঙ্গ কিসে রবে বলবান!

রামসিং যে বলে এলো এরা এসেছে কৈ এখানে ত দেখতে পাই না। ললিত, মোহিত, কি সৌদামিনীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখে মোহিত হলো?

অনঙ্গ বিজ্ঞতাগুণে বিশেষ বিখ্যাত,
এঁহতে এহেন কাজ্‌ কভু কি সম্ভবে ?
করুণা করুণাময়ী, সুমতি সুমতি,
সমধিক স্নেহ মোর প্রতি এদোহার।
একি কোন দৈব মায়া, কিম্বা জাগরণে
দেখিতেছি স্বপ্ন আমি ? অথবা সুরায়
আচ্ছন্ন করেছে এঁর জ্ঞান প্রভাকর।
সুমতি করুণা এঁতে মজেছে মজেছে,
নতুবা হইবে কেন এত নিদারুণ
মোর প্রতি ; কভু কিগা চন্দন লতিকা
বিষলতা ভাব ধরে, যদি না ভুজঙ্গ
ধরে তারে, আহারি, আলিঙ্গন পাশে ?

(প্রকাশে) সুমতি ! করুণা ! তোমরা যে কিছু বল্‌ছো না ?

ললি। হাঁ কিছু বল্‌তে হবে। অনঙ্গবাবু ! যাতে সৌদামিনীর জন্যে শেষে আমাদিগকে পরিতাপ কর্‌তে না হয়, এরূপ কর্‌বেন্‌, এক্ষণে আমরা চল্যেম।

অন। রতন মালার কে বা অযতন করে ?
সবাই ইচ্ছুক হয়ে কণ্ঠদেশে পরে,
এ মালা পরিলে কণ্ঠে প্রভায় ইহার
হতপ্রভা হবে, মোর সুবর্ণের হার।

ললি। তা সত্যি, সৌদামিনীর এমনি রূপই বটে, সৌদামিনী ! চল্যেম ভাই। (প্রস্থানোদ্যত)

সৌদা। সখি ! আমায় কোথায় ফেলে যাও।
ব্যাধের বাগুরামধ্যে মৃগারে আনিলে।
মার্জ্জার বদনে, সখি ! সারিকা ত্যজিলে।
সমর্পিলে রাজহংসী কালসর্প মুখে,
মরিবো মরিবো আমি থাক, বোন, সুখে।

ললি। ওকি ভাই সুখে রামরাজ্য ভোগ করো।

(উভয়ের প্রস্থান)

সৌদা। (স্বগত) ওমা! এরা যে সত্যি সত্যিই গেল!! আহা যার মাথায় কাল চুল, তারে চেনা ভার, এরা যে এপর্য্যন্ত নাম লেখায় নি এই আশ্চর্য্য! (প্রকাশে) দাদা আমায় ছেড়ে দাও, ওরা সব গেল, আমি কার সঙ্গে যাবো?

অন। হেরিয়ে বলছে প্রিয়ে শারদ কৌমুদী

একে মুদে নয়ন শিরে—কে ত্যজে হেন রতনে।

সরসী সলিলপূর্ণ, আমি তৃষ্ণাতুরা?

এ প্রাণ থাকিতে প্রিয়ে কভু না ছাড়িব।

সৌদা। দাদা তোমার সে সব ভাব কোথায় গেল? লেখাপড়ার কি এই ফল? তোমরাই সৎপথ দেখাবে, অন্যে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। যদি তোমরাই এইরূপ অপথে পদক্ষেপ কর, তবে সৎপথে কে চলবে। তোমা হতে এরূপ হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। দাদা আমি যে কুমারী, এ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নি। যদি এখন আমার কোন অখ্যাতি রটে, তবে কি আর আমার বিবাহ হবে, তুমি কি সামান্য সুখের জন্য একটি অবলা কুমারীকে চির কালের নিমিত্ত অসুখী করবে।

অন। আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না, কম্। (আকর্ষণ)

সৌদ। (কাতর স্বরে) আহা কোথায় যাবো, অগো, আমায় কোথা নিয়ে যাবে!

(স্বগত)

আহা মরি দিদি মোর করি হাহাকার,

কতই কাঁদিছে, শিরে করাঘাত হানি!

বলিছে সোদুরে মোর ধরেছে মাতালে,

প্রহার করিছে কত সোনার শরীরে।

লইল যা ছিল অঙ্গে; কিম্বা একেবারে

করিয়াছে প্রাণ নাশ, যত দুষ্ট গণ।

জানিতে পারেনি, কিন্তু এবে তাঁর সোদু

পড়েছে এমন এক দুরাচার করে,

যে মোর সামান্য ধনে না চায় হরিতে।
করে না প্রহার এই বিনশ্বর দেহে।
এ যে দেশ যশে মোর করয়ে প্রহার
সতীর অমূল্য নিধি ; করেছে গো পণ
হরিতে অমূল ধন, যার বিনিময়ে
সসাগরা ধরা হয়, তুচ্ছ লোষ্ট্র সম।
সতীর সতীত্ব ধন পরম রতন।

(প্রকাশ) আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ী যাই আহা ! আজি আমার বিবাহ। সকলে আমাদের বাড়ী এসেছে, কোথায় তারা আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, তাহা না হয়ে, সকলেই হাহাকার কর্‌ছে। কোথায় তারা শাঁক বাজাবে, উলু দিবে, তা না হয়ে,সকলেই চীৎকার কর্‌ছে। সুমতি ! করুণা ! তোমাদের মনে এই ছিল, তোমরা যে এমন কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি এমন কি অপরাধ করেছিলেম যে তোমরা এমন দণ্ড দিলে !। তোমাদের উপর আমার যে বড় বিশ্বাস ছিল। শুনেছি বিশ্বাসঘাতকের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, তাকে চিরকাল নরকে পচ্‌তে হয়। ইনি তোমাদিগকে এমন্ কি ধন দিয়েছেন, যে তোমরা সে সব ভুলে গেলে?

অন। তারা কি তোমার সখী, ললিত ও মোহিত তাদের বেশ ধরে গিয়েছিল।

সৌদা। আহা আমিও ত তাই বলি। চন্দ্রকলা হতে কখন কি বিষ ক্ষরে থাকে? সখি সুমতি ! সখি ! করুণা, না জেনে, তোমাদের অকলঙ্ক চরিত্রে আমি কত দোষ দিয়েছি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, (স্বগত) বাপ্‌রে কি চাতুরীই করেছে !! (প্রকাশে) যেমন এই কথাটি শুনিয়ে, আমারে সন্তুষ্ট কর্‌ল্যেন, তেমনি আমারে ছেড়ে দিয়ে, সন্তুষ্ট করুন্; যেন আপনকার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক না হয়।

অন। প্রিয়ে ! বল কি, এত কাণ্ড করে্য কি ছেড়ে দিতে পারি ? এসো কেন অনর্থক কাল হরণ কর। (আকর্ষণ)

সৌদা। অগো তোমার পায়ে পড়ি টেনোনা। কে কোথা দিয়ে এসে দেখ্‌বে।।

অন। সৌদামিনীর হস্ত ছাড়িয়া ও পকেট হইতে ছোরা বাহির করিয়া, দেখ।

সৌদা। (গলদেশ প্রসার করিয়া) হাঁ এই দণ্ডেই ঐ শীতলস্পর্শ ছোরা আমার গলায় দাও। আমি স্বশরীরে স্বর্গে চলে যাই। দাও আর বিলম্ব কর কেন?

অন। ও মাই ডিয়র নো নো; যে এখানে এসে যে এ যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করবে, এই ছোরা তার অভিচার মন্ত্রস্বরূপ! এর দ্বারা তারে সংহার করবো। তোমার ভয় কি! (ভূমিতে ছোরা নিখাত করা)

সৌদা। হা অদৃষ্ট! আমি ভেবেছিলাম, এইবার বুঝি আমার দুঃখের অবসান হলো (স্বগত) জগদীশ! যেন দাদা, বোস্‌জ মহাশয় এখানে না আসেন। এটা যে উন্মত্ত হয়েছে, কি জানি যদি তাঁহা-দিগকে প্রহারই করে বসে। (প্রকাশে) দাদা আমিও ত তোমার ধর্ম্ম যজ্ঞের বিঘ্ন, তবে কেন আমাকে এখনও জীবিত রেখেছেন।

অন। নো নো, কম্‌ এখানে কেউ টের পাবে না।

ওরে রে নীরদকৃষ্ণ রূপ গুণহীন।
তুই মোর প্রতি দ্বন্দ্বী, তোরে সংহারিয়া,
নিষ্কণ্টকে সৌদামিনী সহ, সহবাসে,
ভুঞ্জিব পরম সুখ, যাবত্‌ জীবন।
হয় কি রে রাজ্য লক্ষ্মী অচল অটল,
যদি নরপতি নাহি নাশে শত্রুদল,
নিরুদ্বেগ হবো তোরে করিয়া সংহার?
কার রে! বাসনা হয় রাখতে বিপক্ষ?

সৌদা। (ছোরা গ্রহণ করিয়া স্বগত) জগদীশ! তোমায় ধন্যবাদ দি, তুমিই প্রসন্ন হয়ে, এই ছোরা আনলে। আর এ দুরাত্মা আমার কি করতে পারে, ছোরা! এই বিপদে তুমিই আমার সহায়, দেখ যেন আশ্রয় দিতে কাতর হইও না, এখানে তুমি বৈ আর আ-মার কেউ নেই। আজি প্রাণনাথ বাহুপাশে আমার গলদেশ ধারণ

কর্‌তেন. এসো তুমি তার স্থানীয় হও। আমি সেই সুখ অনুভব করি, আর বিলম্ব কেন? এখনি যে এই দুরাত্মা কাল সাপের ন্যায় হাত বাড়াবে। প্রাণনাথ! তোমার মুখ চন্দ্র দেখবো বলে, বড় আশা করেছিলেম্‌। আমার সে আশা নির্ম্মূল হয়ে পড়েছে।

(প্রকাশে সক্রোধে) দেখ্‌ পাপিষ্ঠ! নরাধম! যদি তুই পুনর্ব্বার আমার গাত্র স্পর্শ কর্‌বি? তাহা হলে আমি তোর সমক্ষে এই ছোরা গলায় দিবো.। দেখ্‌রে মূঢ়! সুরাপান তোরে কি ভয়ঙ্কর পশু করে ফেলেছে। পশুরাই যথেচ্ছাচার করে থাকে। কাল তুই আমাকে পতিব্রতার উপাখ্যান পড়িয়েছিস? দেখ্‌ আজ্‌ তুই আমাকে কিরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করাতে, উদ্যত হয়েছিস্‌? তুই ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, কোথায় অন্যের দৌরাত্ম্য নিবারণ কর্‌বি, দেখ আজ তুই কিরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানের সংকল্প করেছিস্‌! পূর্ব্বে তোর উপর আমার দেবতুল্য ভক্তি ছিল। আজ্‌ তোকে তির্য্যক্‌ জাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান কর্‌ছি। দেখ্‌ সুরাপান তোরে কিরূপ অবজ্ঞাস্পদ করে তুলেছে!

অন। না না প্রিয়ে এসো ঘরে যাই। (গ্রহণের চেষ্টা।)

সৌদা। (সক্রোধে) তোরে এখনও বল্‌ছি আমার গাত্র স্পর্শ করিস না।

অরে বে! মাতাল! তোর এই পাপ দেহ
কেন না হতেছে ভস্ম, এখনো দুর্ম্মদ!
যেমতি ব্যাধের অঙ্গ দগ্ধ হয়েছিল
যবে সে পাপিষ্ঠ, নষ্টমতি, দুরাচার
পতিব্রতা দময়ন্তী সতীত্ব রতন
হরিতে বাসনা করেছিল রে গহনে?

দুরাচার! দূর হ!! দূর হ!! তোর মুখদেখ্‌লে পাতক জন্মে তুই দূর হ!! তোরে এখন বল্‌ছি, আমার গাত্র স্পর্শ করিস্‌ না (পলায়নের উদযোগ, অনঙ্গমোহনের অগ্রে গিয়ে পথ রোধ)।

সৌদা। (উচ্চৈঃস্বরে)

অহে নাথ দীনবন্ধো! দুর্ব্বলের বল!
তোমার সমক্ষে এই পশু নররূপী
মত্ত হয়ে মদ পানে, লইবে আমার
সতীত্ব-পরশ-মণি, যাহার প্রভাবে
পতিব্রতা গরবিনী, রমণী সমাজে।
নিক্ষেপ করহ নাথ! ভীষণ অশনি,
শতধা বিভিন্ন হোক, মস্তক ইহার,
জ্বলুক, জ্বলুক, এর এ পাপ শরীর.
দেখি মোর দুঃখানল হোক নির্ব্বাপিত।

অন। দেখ এখনও তোমায় সহজে বল্‌ছি, এখানে তোমার কে আছে?

সৌদা। হাঁ কি বলি। নির্ব্বোধ! এখানে আমার কে আছে! যিনি সকলের নিয়ন্তা দুস্টদমন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয় তিনিই আছেন! আর এই তৎপ্রদত্ত ছোরা আছে। তুই মদমদে আচ্ছন্ন হয়েছিস্‌ সুতরাং তুই কিছুই জান্‌তে পাচ্ছিস্‌না. আমি বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্ছি যেন কে এসে, আমার অন্তঃকরণে শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করছেন। ওরে এখনও ছেড়ে দে, নইলে এই দেখ্‌ ছোরা গলায় দি বল্‌ছি।

অন। প্রিয়ে! আত্মঘাত বড় পাতক।

সৌদ। (সক্রোধে) অরে মূর্খ! সতীর সতীত্ব রক্ষাই পরম ধর্ম্ম, যে কোন উপায়ে হউক সতী সতীত্ব রক্ষা কর্‌বে। জগদীশ! আমি আত্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হলেম.বলে কি, তুমি আমায় চরণ সরোজে স্থান দিবে না, নাথ! তোমায় যে লোকে সকলে অন্তর্যামী বলে, তুমি কি আমার মনের ভাব কিছুই জান্‌ছ না! নাথ! তুমি যা কর সব বিষয়ের একটি একটি উদ্দেশ থাকে, এ অনাথা অশরণা সৌদামিনীর আত্মাঘাতের উদ্দেশ কি? নাথ! আমার আত্মঘাতের কি এই উদ্দেশ, যে এক জন দুর্ম্মদ মদ্যপায়ীর অত্যাচারেই এই অবলা কুমারী আত্মহত্যা করলে, এ দেখে সকলের মনে করুণার সঞ্চার হবে

ও সকলে সুরাপানে ক্ষান্ত হবে। নাথ যদি এই আমার আত্মহত্যার উদ্দেশ হয়, তবে কি না হলো! আমি যে আত্মহত্যা জন্য চিরকাল নরকে দুঃসহ যাতনা ভোগ কর্‌বো, সে আমার স্বর্গভোগ।

অন। প্রিয়ে! পর কাল আবার কি! পরকালে নরক ভোগ বা সুখ্‌ ভোগ নাই, এই জগতে সুখভোগই স্বর্গভোগ! যে এই সুখ-ভোগে আত্মাকে বঞ্চিত করে, সেই পাতকী, কেন অনিশ্চিত বিষয়ের প্রত্যাশায়, নিশ্চিত বিষয়ে জলাঞ্জলি দাও। যে পারত্রিক সুখ প্রত্যাশায় ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দেয়, সে সম্মুখস্থ সুশীতল সলিল-পূর্ণ সরোবর পরিত্যাগ করে্য, মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হয়। এসো কেন অনর্থক কাল হরণ কর।

সোদা। (সবিস্ময়ে) ধন্য সুরা! তোর প্রভাবে জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়দাস, ও পরম আস্তিক নাস্তিক হয়ে পড়ে!! অরে নাস্তিক অরে মাতাল! দেখ সুরাপানে কিপর্য্যন্ত তোর মানসিক বৃত্তির পরি-বর্ত্ত হয়েছে। তুই যদি কেবল কামান্ধ হতিস্‌? তাহা হলে, যথা কথ-ঞ্চিৎ তোর জ্ঞানোদয় হবার সম্ভাবনা ও এই দুষ্কর্ম্ম হতে নিবৃত্ত হবার প্রত্যাশা থাক্‌ত। তুই যখন পরকাল মানিস্‌ না, তখন ধর্ম্ম-ভয় তোর আর কি কর্‌তে পারে? তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ!

অন। ভাল যদি আমি তোমার পানিগ্রহণ করি, তাহা হলে তোমার আপত্তি কি আছে?

সৌদা। (সক্রোধে) কি বলিস্‌ পাপিষ্ঠ! তুই আমার পাণি-গ্রহণ কর্‌লে, আমার আপত্তি কি আছে? তুই একে কৃতদার, তাহাতে আবার তুই এখন মাতাল হয়েছিস্‌, তোরে বিশ্বাস কি? তুই আজি সুরাপানে মত্ত হয়ে, এই সাধুবিগর্হিত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিস্‌, কাল আবার তুই স্ত্রী পুত্রের প্রতি মমতা-শূন্য হয়ে, কৌপিন পরিধান পূর্ব্বক পথে পথে বেড়াবি, যত বালকে তোরে মাতাল বলে, তোর গাত্রে লোষ্ট্রপ্রহার করবে, তোরে বিশ্বাস কি? তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ!

অন। (স্বগত) আর ত সহ্য হয় না, আরও একটু পান কর্‌তে হলো (পানাভিনয়)।

(সৌদামিনীর পলায়নের চেষ্টা)

অন। (স্বগত) কোথায় যাবে বাবা! দ্বার রুদ্ধ আছে!

(উদ্যানের বাহিরে নীরদ ও বিনোদের প্রবেশ)

নীর। সখে! সত্য?

বিনো। সখে! আমি কি অজ্ঞান, আমি এই দিকে বেড়াতে এসেছিলেম্ বেস্ লক্ষ্য করে দেখেছি, তিনিই সৌদামিনী, তার আর সন্দেহ নাই; কেননা তাঁর হাতে তোমার পিক্চর ছিল। তিনি, আর দুইটি তাঁর সমবয়স্ক স্ত্রী এই উদ্যানে প্রবেশ কর্‌লোন্, ক্ষণ বিলম্বে সেই দুটি স্ত্রী বহির্গত হয়ে, উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ করে্য, চলে গেলেন; কিন্তু তিনি উদ্যানেই রইলেন, এবং পুরুষেরও স্বর আমার কর্ণ গোচর হয়েছিল।

নীর। আচ্ছা তুমি যাও, যদি কেউ জিজ্ঞাসে, তাহা হলে কোন ব্যপদেশে গোপন করো, আমি এলেম্ বলে। এক বার দেখা আবশ্যক।

বিনো। সখে! তুমি একা থাক্‌বে সে ত ভাল হয় না।

নীর। সখে! তার চিন্তা কি আমি ত সম্মুখে যাবোনা, একবার অন্তরাল হতে দেখে আস্‌বো, তুমি যা বল্‌ছো যদি তাই হয় তবে তত্‌ক্ষণাত্ চলে আস্‌বো, ও এই রজনী যোগেই এস্থান হইতে প্রস্থান করবো, এই কৌমার ব্যভিচারিণীকে কে বিবাহ কর্‌বে।

বিনো। তবে আমি চল্যেম (প্রস্থান)

নীর। (স্বগত)

প্রণয়-পবিত্র মিত্র বিনোদ বিহারী
মোর সুখে সদা সুখী, মোর দুখে দুখী।
ঢালিতে কি পারিবেন, প্রিয়ার চরিতে
দোষ পঙ্ক দুর্নিবার; না হয় প্রত্যয়।
পর দোষ সম্বরণে বিশেষ কৌশল
আছে এর; তবে যে এ যত্ন সহকারে
প্রকাশিল? সে কেবল মোর শুভ হেতু।

দ্বার ত রুদ্ধ কোন স্থান দিয়ে প্রবেশ করি
(ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে)

হায় ! জগদীশ ! একি ! ভেবেছি যাহারে
নীরদ-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
একে সে যে দুর্ব্বিষহ বিষের আধার,
ভুজঙ্গী কুসুমাচ্ছন্ন ; যাহার প্রণয়
সাগর মন্থনে, বড় আশা করেছিনু,
উঠিবে অমৃত-ভাণ্ড ; বুঝিনু বিশেষ
উঠিত কেবল বিষ, যাহার প্রভাবে
জর জর হতো তনু, যাবত্ জীবন।
আহা মরি রমণীর মর্ম্ম বুঝা ভার !

অন। দেখ বাবা মধুপানে আমার মদনানল ক্রমেই উদ্দীপিত হচ্যে, আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। (সৌদামিনীকে ধরিবার চেষ্টা।)

সৌদা। ছোরা আর কোন্ সময় ! এসো তোমাকে কণ্ঠের আভরণ করে্য স্বশরীরে স্বর্গে যাই—প্রাণ নাথ ! একবার এ সময়ে এসে দেখা দিলে না।

(গলায় ছুরিকা প্রদান ও ভূতলে পতন।)

নীর। (শ্রবণ করিয়া) ও ! সুই সাইড্ ! ও সুই সাইড্ ! হরর ! হা ! হা ! প্রিয়ে ? এই আমি এসেছি, এই আমি এসেছি, আত্মঘাত করোনা, আত্মঘাত করনো।

(প্রাচীর উল্লংঘনাভিনয়, ভিতরে পতন।)

সৌদ অহে নাথ ! বিশ্বপতি ! এ ভব মণ্ডল
রসাতলে যায় প্রভু। করুণা বিতরি
বারেক দেখ গো চেয়ে ; যত দুরাচার
সুরা যাগে ব্রতী হয়ে, কি কাল অনল
জ্বালি দিল, শিখা যার দিগন্ত ব্যাপিনী !
বিনাশেন যত সুখ, যা ছিল এ ভবে।

অবশেষে অভাগিনী অনাথিনী হায়,
সৌদামিনী এবে এর পূর্ণাহুতি হলো।

হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা প্রিয়সখি সুমতি! হা করুণাময়ি করুণা! তোমাদের সোহু জন্মের মত চল্যো! বৌ! আর সোহু তোমার কাছে বসে সুরাপানবারিণী বৈ পড়্বে না।

কোপ পরিহার, সুরা! কর অতঃপর,
না জানি আর কি হবে, উত্তর উত্তর,
এবে দেখ গুণনিধি অনঙ্গমোহন,
গুণে বৃহস্পতি সম, রূপেতে মদন,
জ্ঞান শূন্য পশু প্রায় তোমার প্রতাপে
ধরেছে বিকট বেশ, দেখি হিয়া কাঁপে।
তোষিবারে তোরে, সোহু দিল আত্মবলি
তুষ্ট হয়ে দেশ ছেড়ে যারে সুরা চলি।

(মৃত্যু)

নীর। (সক্রোধে) আঃ পাপ! সুরাপায়ী! কুমারীস্পর্শ-পাতকী, র! র! (সম্মুখস্থ বৃক্ষের শাখাভঙ্গ ও অনঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া।)

হয়েছিস্ সুরাপানে এমান প্রমত্ত,
অরে নরাধম! নাহি তোর কাণ্ড জ্ঞান!
স্ত্রীহত্যা হইল তোর সম্মুখে পাপিষ্ঠ!
দুরাচার! নরপশো! পাষণ্ড! পামর!
আকারে মনুষ্য বটে, কিন্তু আচরণে
নিকৃষ্ট সহস্রগুণে রাক্ষস জিনিয়া
দেখিতেছি তোরে এবে। কি কাজ করিলি,
অরে মূঢ়! মত্ত হয়ে বারুণী সেবনে।
বিষময়ী সুরা তুই, সংসার নাশিনী।

অন। প্রিয়ে একি! একি! অনঙ্গমোহনের বিশাল বক্ষঃস্থল থাকতে মৃত্তিকায় শয়ন করেছ! ছি! ছি! এসো বৈঠক খানায় যাই (সৌদামিনীকে উঠাইবার চেষ্টা)

নীর। (সক্রোধে) অরে পাপিষ্ঠ! তুই প্রিয়ার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শদ্বারা দূষিত করিস্ না, করিস্ না।

অন। (সৌদামিনীর কণ্ঠ হইতে ছোরা আকর্ষণ করিয়া সক্রোধে)

দূরে যা, নতুবা তুই যাবি যমালয়,
এই দেখ্ তীক্ষ্ণধার তরবার করে
কালের করাল জিহ্বা; ইহার প্রভাবে
নিবারিব যত বিঘ্ন এ মদন যাগে।
কে তুই? মৃত্যু কি তোরে পাঠালে এখানে?

নীর। (সক্রোধে)

এ নয় বিচিত্র বড় অরে দুরাচার!
তোর পক্ষে; হিতাহিত বিবেক বিমূঢ়!!
যে কাজ করিলি তুই; তোর অত্যাচারে,
চেয়ে দেখ্ আত্মঘাতে মরিল কুমারী,
নীরদের মনোরমা, ললনা-ললাম
সাধ্বীদের নিদর্শন, আমরি! আমরি!
পশুরূপ মাতালের অসাধ্য কি আছে!

অন। (ছোরা অবলোকন করিয়া স্বগত) তাইত এই যে প্রিয়া সত্য সত্যই প্রাণ ত্যাগ করেছেন্-অস্ত্রে রক্ত লেগেছে। (প্রকাশে)

প্রিয়ার শোণিত সিক্ত এই তরবার
তোর রে হৃদয়ে আমি করিব প্রহার
এখনি পাঠাব তোরে শমন সদনে;
ভেবেছিস্ মনে ফিরে যাইবি ভবনে?

নীর। (সক্রোধে)

অসাধ্য কি আছে তোর তুইরে মাতাল,
মাতাল সহজে ভাঙ্গে ঈশ্বর-নিয়ম;
মাতাল না শোনে কানে গুরু উপদেশ।
মাতাল কুপথে ধায়, মাতাল বাড়ায়
পরিবার-শোক সিন্ধু। মাতাল ধরার
ধূমকেতু ভয়ঙ্কর অমঙ্গল-হেতু।

অর্থ নাশ, কীর্ত্তি নাশ গৌরব বিনাশ
করেরে মাতাল ; নাহি হয় সশঙ্কিত
আত্মঘাত, নর হত্যা, স্ত্রী হত্যা পাতকে।
আমারে মারিবি তুই নহে অসম্ভব !

অন। (সক্রোধে)
স্বরাপানে প্রজ্বলিত মোর ক্রোধানল,
এসেছিস মরিবারে তুইরে পতঙ্গ ;
এখনি করিব তোরে ভস্ম অবশেষ।
অরে র ! ! শলভ ! তোরে দেখাই প্রতাপ !
(নীরদ কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ছোরা প্রহার)

নীর। (সক্রোধে) অরে র ! দুর্ম্মদ তোরে দেখাই প্রতাপ।
(অনঙ্গের মস্তকে মর্ম্মান্তিক ভগ্নশাখা প্রহার ও উভয়ের ভূতলে পতন।)

নীর। আ ! আমি যাই !

(নেপথ্যে) হায় ! বন্ধু কেন আর্ত্তনাদ কর্‌লেন্‌ অগো এই সেই বাগান।

(প্রাচীর টপ্‌কে মন্মথ, বিজয় ও বিনোদবিহারীর প্রবেশ।)

সকলে। একি ! একি !

নীর। আত্মঘাতে প্রাণ প্রিয়া মরিল আমার,
আমারে মাতাল বেটা করিল প্রহার,
বিনোদবিহারী তুমি রহিলে কোথায়,
সুরার প্রভাবে ধরা রসাতল যায়।

(দ্বার মোচন করিয়া মধুসূদন ও বিনয় বাবুর প্রবেশ।)

বিনো। সখে এই যে আমি এসেছি, বন্ধু ! অবন্ধু ! হায় আমি দূত হয়ে এসে, তোমারে কি এই কালান্ত যমের হস্তে সমর্পণ করে গিয়েছিলেম্‌, হায় কেন আমি এখানে এসেছিলেম, কেন পরম সাধ্বী সৌদামিনীর প্রতি আমার অন্যথা ভাবের আশঙ্কা হয়েছিল, কেন আমি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছিলেম্‌, কেনই বা তোমারে একাকী এখানে ফেলে গেলেম, সর্ব্বথা আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হয়েছি।

(ঊর্দ্ধমুখে সবাষ্প)

জননি !

বধূসহ পুত্রমুখ দেখিবার আশে,
বসিয়ে আছগো মাতা মনের উল্লাসে।
নীরদ, সুরার-ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন কায়
সৌদামিনী সহ মাগো লুকালো হেথায়।

সখে! যখন জননি! আসি নিকটে আমার
বলিবেন " হাঁরে বাছা বিনোদ বিহারী!
তুই যে একাকী এলি এরা কতদূর
পুত্র মোর পুত্র বধূ ? কেন হেরি তোর
ও চাঁদ বদন ম্লান, চক্ষে কেন জল ?"
তখন এ নরাধম, মাতাল জিনিয়া
নৃশংস সহস্র গুণে, কি বলিবে তাঁরে ?
কেমনে বলিব তাঁরে, এই দুরাচার
ডেকে এনে দেছে তনয় তব জীবন
মাতালেরে উপহার, নর নিশাচর।
কেন বিধি! মিত্র-ঘাতী করিলি আমারে।'

(মূর্চ্ছা।)

বিজ। হায়! আমার কি হল। (মূর্চ্ছা।)

মথ। অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন! তুই এখন কি সেই অনঙ্গমোহন আছিস্? আর কি তোরে কেউ বিদ্বান্ বলে মান্য কর্‌বে? আর কি তোরে কেউ মনুষ্য বলে গণ্য কর্‌বে? দেখ সুরাপান তোরে কি জঘন্য ভয়ঙ্কর রাক্ষস করে তুলেছে।

জন্মিয়াই মৃত্যু কেন না হইল তোর,
অরে কুলাঙ্গার! কেন অতিরিক্ত পানে,
অকর্ম্মণ্য না হইলি; তা হলে ত তোকে
অনন্ত নরক ভোগ করিতে হতো না,
স্ত্রী হত্যা পুরুষ হত্যা একত্র মিলেছে,
আহা মরি অপ পান একি ভয়ঙ্কর !!!

বিনোদবিহারী। বিজয়! উঠো উঠো খুড়া মহাশয়! বৈশিক মহাশয়! আপনারা সর্ব্বদাই বল্‌তেন অনঙ্গমোহন আমাদের দেশের অলঙ্কার! দেখুন এক্ষণে সে দেশকে কেমন অলঙ্কৃত করে বসেছে।

(বিনোদবিহারী ও বিজয়ের সংজ্ঞা লাভ।)

বিজয়। (পাত্র বাহির করিয়া) অনঙ্গ বাবু! মদন পূরে কি এই খুন হয়েছে? ইহারই পর্য্যাবেক্ষণ কর্‌তে তুমি শশব্যস্ত হয়ে, বাটী হতে বহির্গত হয়েছিলে? ... ইহাই জিজ্ঞাসি, তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত, ... গুলি ... অনুরূপ হয়েছে?

অন। (মৃদুস্বরে) ... কে?

বিজ। আমি তোমার চিরানুগত বিজয়।

অন। (সবাষ্প) কোন্ বিজয়! দুরাত্মা অনঙ্গ মদপানে মত্ত হয়ে যার সর্ব্বনাশ করেছে, যে বিজয় অনঙ্গের চির হিতাকাঙ্ক্ষী অথচ এই নৃশংস অনঙ্গ মদপানে মত্ত হয়ে যার সর্ব্বনাশ করেছে, তুমি কি সেই বিজয়? যার উপদেশে অবজ্ঞা করে নির্ব্বোধ অনঙ্গ এই বিপজ্জালে জড়ীভূত হয়েছে, তুমি কি সেই বিজয়, নির্দ্দয় শঠ অনঙ্গ মদপানে মত্ত হয়ে যার সর্ব্বনাশের সংকল্প করে যার প্রতি কৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিত?

বিজয়। যদি সকল এ প্রণয়পবিত্র মিত্রের সর্ব্বনাশ করবা মানস থাকে তবে সুরা পান কর, তা হলে অতি সহজেই কার্য্য সাধ ... থাকে, বিজয়! যদি প্রবঞ্চক চাটুকার দিগের কুট জালে ... হয়ে আত্মসর্ব্বনাশের অভিসন্ধি থাকে, তবে সুরা পা[ন] কর; অনায়াসে কৃতকার্য্য হতে পারবে; বিজয় যদি পা[ত]কের এক শেষ ও অত্যাচারের এক শেষ করে এই ভূমণ্ডলে [ব]িখ্যাত হবার অভিলাষ থাকে, তবে সুরা পান কর, তা হলে তোমা[র ম]নোভিলাষেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে; বিজয়! যদি নরকে অনন্ত কা[ল ন]রকাধিপত্য করবার বাসনা থাকে, তবে সুরা পান কর, তাহা হলে [বিন]া যত্নে তোমার কামনা পূর্ণ হবে।

[ব]িজয়! এ সময়ে আমার জ্ঞানোদয় না হওয়াই ভাল ছিল ... মৃত্যু-যাতনা, তাতে আত্মগ্লানি, বিশেষ তোমার সম্মুখে আ...

আমি ক্ষণকাল থাকতে পারি না। আত্মগ্লানি কাল ভুজঙ্গীর ন্যায় নিয়ত আমার অন্তরাত্মাকে দংশন করছে, আমি বোধ করি এ অপেক্ষ পাপীর আর অন্য কোন উগ্রতর শাস্তি নাই, থাকলে এতক্ষণ জগদীশ তাহাতে আমায় নিক্ষিপ্ত করিতেন।

বিজয়! স্ত্রীলোকে বলে

"অজ্ঞানেতে করে পাপ জ্ঞান হলে সারে
জ্ঞান হলে করে পা[illegible] সঙ্গে সঙ্গে ফেরে"

আহা! কেহবা মৃত্যু সময়ে পরমানন্দ [illegible] কহন স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করে অনুতাপে দগ্ধ [illegible] আমার দুষ্ক[illegible] সম্মুখেই জাজ্বল্যমান! জগদীশ শীঘ্র আমাকে লোকান্তরিত কর। [illegible] সুরা তোর জন্যেই দেশের অলঙ্কার স্বরূপ সৌদামিনী নীরদ স[illegible] অন্তর্হিত হল। বিজয় একবার স্পর্শ দ্বারা এ পাপাঙ্গ পবিত্র কর সৌদামিনী ও নীরদ কৃষ্ণ স্বর্গে গিয়েছে, আমাকে যে কোন নর[illegible] যেতে হবে তা আমি বলতে পারি না। সুতরাং তাহাদের নিকট [illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করা নিতান্ত দুর্ঘট, তুমি এ দুরাত্মাকে মার্জনা [illegible] ভাই চ, [illegible]।

(মৃত্যু)

মধু। ওরে নরক-রূপিণী সুরা, তো[illegible] [illegible] ভূ[illegible] [illegible] ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করে অথচ তুই তাদে[illegible] সেব[illegible] যে তোর শরণাপন্ন তার যে কিরূপ দশা[illegible] বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আহা যাঁহাদের সুরাপ[illegible] তাহারা এক বার অনঙ্গ বাবুর চরিত্র পর্য্যালোচনা করুন [illegible]

এই অনঙ্গ বাবুকে আমার উৎকৃষ্ট গুণের একাধার ব[illegible] [illegible]কার করতাম, ইহার শরীর যৌবন কুসুমে বিকসিত ছিল, [illegible] [illegible]দের সমুদায় গুণ ইহাতে আবির্ভূত হয়ে ছিল। [illegible] কোন [illegible] উপস্থিত হয় নি, অথচ ইহার বৃদ্ধের ন্যায় বহুদর্শি[illegible] [illegible]নুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ জন্মেছিল। ইহার [illegible] [illegible] পুরুষ [illegible] কাহার না, অন্তঃকরণ সন্তোষ সাগরে [illegible] [illegible] [illegible] চিত্ত [illegible] কৃতসংকল্প হয়, আমার [illegible]